৪১ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

মার্চ-এপ্রিল ২০১৯

- ভালো কাজের প্রতিযোগিতা
- মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি ঈমান
- কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস
- মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা
- সাক্ষাৎকার : ড. অছিউল্লাহ মুহাম্মাদ আব্বাস

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় *(সূরা ছফ ৪)*।

Contents

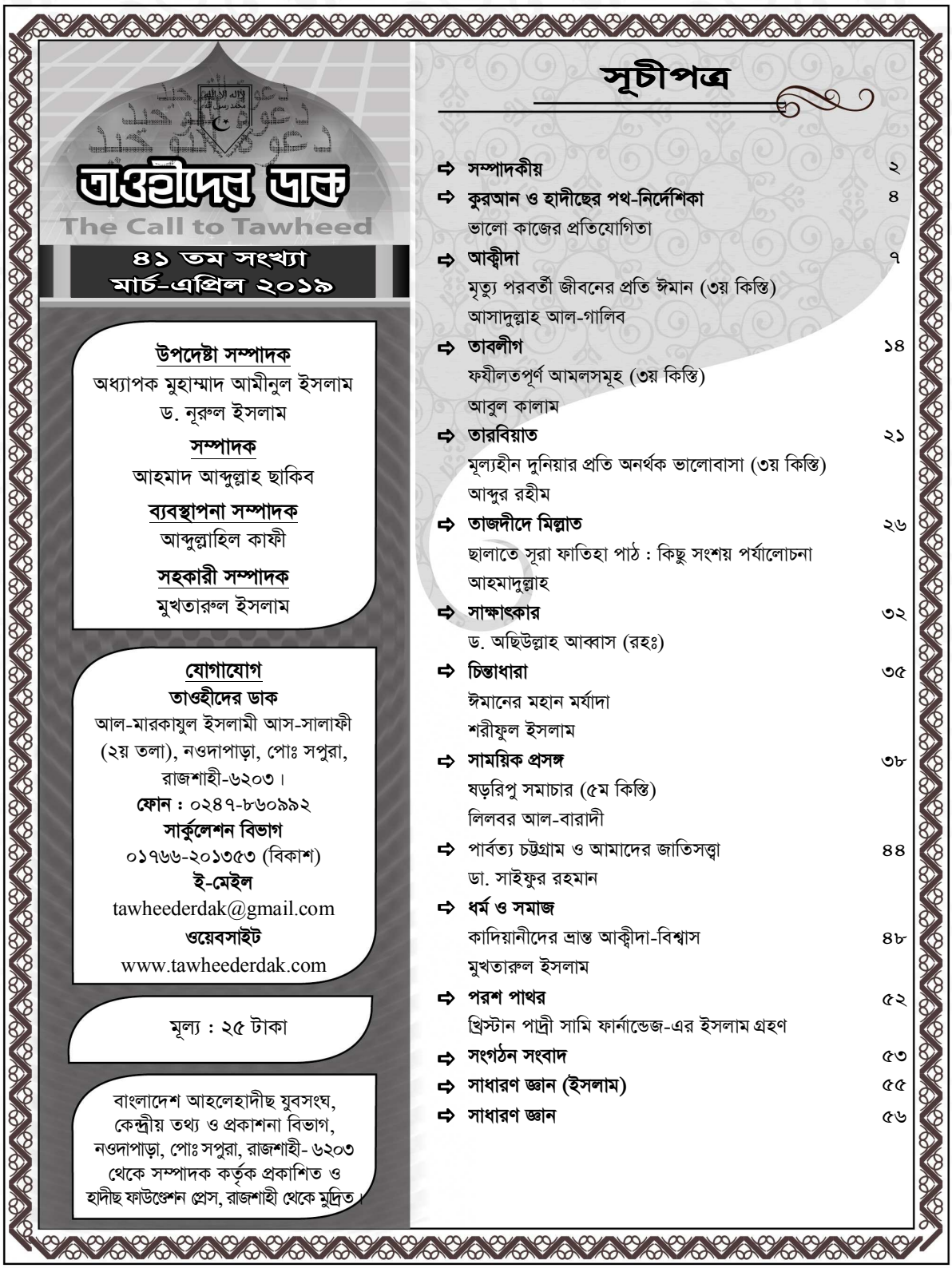

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৪১ তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০১৯

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৪
  ভালো কাজের প্রতিযোগিতা
- **আক্বীদা** ৭
  মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি ঈমান (৩য় কিস্তি)
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **তাবলীগ** ১৪
  ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ (৩য় কিস্তি)
  আবুল কালাম
- **তারবিয়াত** ২১
  মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা (৩য় কিস্তি)
  আব্দুর রহীম
- **তাজদীদে মিল্লাত** ২৬
  ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ : কিছু সংশয় পর্যালোচনা
  আহমাদুল্লাহ
- **সাক্ষাৎকার** ৩২
  ড. অছিউল্লাহ আব্বাস (রহঃ)
- **চিন্তাধারা** ৩৫
  ঈমানের মহান মর্যাদা
  শরীফুল ইসলাম
- **সাময়িক প্রসঙ্গ** ৩৮
  ষড়রিপু সমাচার (৫ম কিস্তি)
  লিলবর আল-বারাদী
- পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমাদের জাতিসত্ত্বা ৪৪
  ডা. সাইফুর রহমান
- **ধর্ম ও সমাজ**
  কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস ৪৮
  মুখতারুল ইসলাম
- **পরশ পাথর** ৫২
  খ্রিস্টান পাদ্রী সামি ফার্নান্ডেজ-এর ইসলাম গ্রহণ
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৩
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

Contents

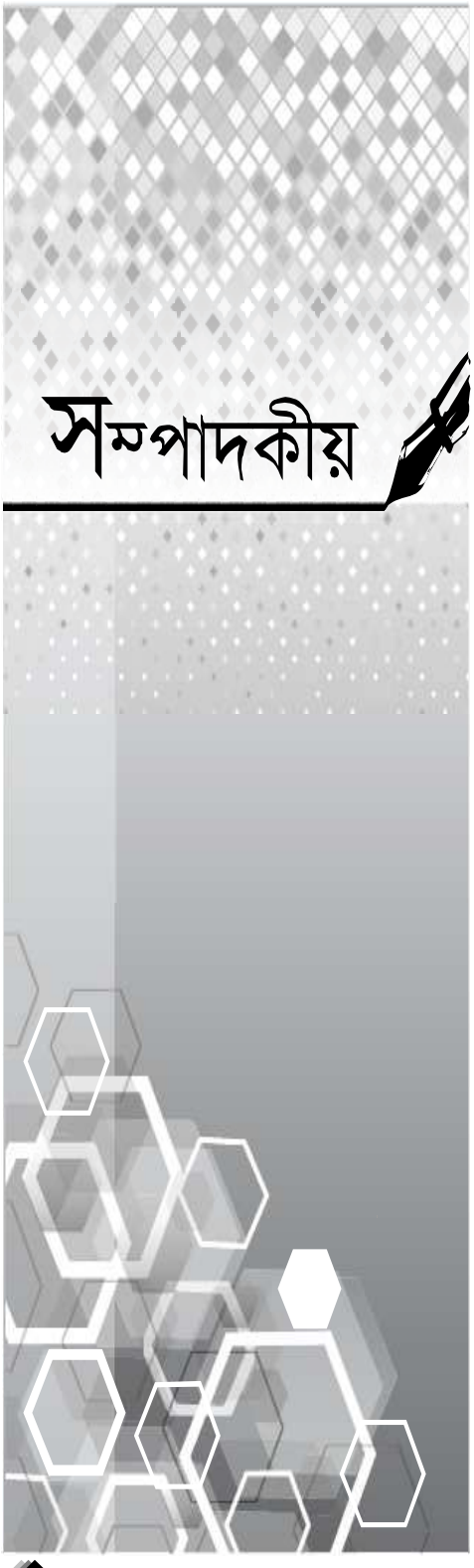

সংগঠনের বিরোধিতা কেন?

আধুনিক পশ্চিমা দর্শনে যে সকল মতবাদ বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হ'ল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। এই মতবাদ মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করে এবং প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একচ্ছত্রভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর একটি সাধারণ ফলাফল হ'ল এমন যে, ব্যক্তি কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবতে শেখে এবং সমাজের প্রতি দায়বোধ থেকে মুক্ত থাকে। যাকে এক কথায় বলা যায় নির্ভেজাল আত্মকেন্দ্রিকতা। এই মতবাদে অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতার যে সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার যে পোক্ত ধারণা রোপণ করা হয়েছে, তা একটি আদর্শবাদী ও নৈতিকতাসম্পন্ন সমাজের জন্য উপযোগী নয়। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কেননা ইসলামে মানুষের পারস্পরিক বন্ধন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এতে সর্বদা দায়িত্বশীলতা ও সামাজিকতাবোধকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রত্যেকেই এখানে পরস্পরের প্রতি কিছু অধিকার ও দায়বোধের নিগড়ে আবদ্ধ, যেখানে স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার কোন জায়গা নেই। আর এভাবেই ইসলাম মানবতাবোধসম্পন্ন মানুষের জন্য অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

বলা বাহুল্য যে, মানুষের স্বভাবধর্ম হ'ল সামাজিকতা ও সংঘবদ্ধতা। ইসলাম এই স্বভাবধর্মকে লালন করার জন্য মুসলিম সমাজকে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদতসমূহ তথা ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত সবই যেন মানুষকে সংঘবদ্ধতা ও পরার্থপরতার প্রতি একেকটি বলিষ্ঠ আহ্বান। এজন্যই একজন মুসলমান কখনও সমাজবিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। সামাজিক দায়মুক্তও সে হ'তে পারে না। ফলে ইসলামও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকার করে বটে; কিন্তু পশ্চিমাদের দায়মুক্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ইসলামের দায়িত্বশীল ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতার এই দর্শন নিয়ে আমাদের এই আলোচনার হেতু হ'ল সাম্প্রতিক সময়ে একদল ওলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ইসলামী দল ও সংগঠন সম্পর্কে অগভীর কিছু চিন্তাধারার আবির্ভাব। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এমন চিন্তাধারা বিশেষ অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু যারা বিদ্বান ও বোদ্ধা হিসাবে সর্বমহলে সুপরিচিত তারা যখন এ বিষয়ে খাপছাড়া মন্তব্য করেন এবং দায়িত্বহীনভাবে ইসলামী দল ও সংগঠনকে সরাসরি ফিৎনা হিসাবে অভিহিত করেন, তখন সত্যিই গভীর হতাশা ও আফসোসের সৃষ্টি হয়। ইসলামের চিরন্তন সংঘবদ্ধতার ধারণার বিপরীতে তারা যে খোঁড়া বক্তব্য ও যুক্তি পেশ করেছেন তা নিছক নতুন মোড়কে পশ্চিমী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বহিঃপ্রকাশ। তাদের এই অবিবেচনাপ্রসূত ফৎওয়া প্রদান থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আপন গণ্ডি ছাড়িয়ে তারা খুব কমই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেন। ফলে অন্যের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামকে তার স্বীয় অবস্থান থেকে কখনই মূল্যায়ন করতে পারেন না।

সত্যের পক্ষে সংগ্রামরত যেসব বিখ্যাত আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামের জিহাদী চেতনা জাগরুক রয়েছে সারাবিশ্বে এবং বিগত কয়েক শতাব্দীতে যে পদ্ধতিতে দ্বীনের দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার হচ্ছে, তাকে এক লহমায় ফিৎনার কারণ বলে যারা আখ্যায়িত করতে পারেন, তারা সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে নিঃসন্দেহে অগভীর জ্ঞানের অধিকারী।

Contents

নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিংবা স্বার্থদুষ্ট হয়ে তারা যেভাবে পশ্চিমাদের মত আত্মকেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ থাকাকে প্রাধান্য দেন, তাতে না থাকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, না থাকে সমাজ সংস্কারের আকুতি, আর না থাকে ইতিহাসের আহ্বান শোনার মত দূরদর্শিতা। বরং নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার আত্মতৃপ্তিই যেন তাতে ঝরে পড়ে। একজন মুখলিছ দাঈ ইলাল্লাহ্র জন্য যেটা কখনই কাম্য নয়।

পাণ্ডিত্যের একটি রোগ হ'ল সুশীলতা। সুশীলতা তখনই রোগ হয়ে যায়, যখন তা ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয় এবং ঝুঁকিহীনতাকে পছন্দ করে। নিজেকে নিরাপদ জায়গায় রেখে সমাজ ও মানুষের উপর দায়িত্বহীনভাবে মতামত ব্যক্ত করে। সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলার মত সৎসাহস দেখাতে ভয় পায়। নিজের ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং অক্ষমতাকে আড়াল করতে অন্যায্য পাণ্ডিত্য ও বিতর্কের আশ্রয় নেয়। আমাদের কিছু প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরামও সম্ভবতঃ অনুরূপ রোগেই আক্রান্ত হয়েছেন।

পৃথিবীর কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া একক্ভাবে করা সম্ভব নয়। একক কোন ব্যক্তির পক্ষে একটি সভ্যতা গড়ে তোলা কখনও সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যত সভ্যতা গড়ে উঠেছে, যত সংগ্রাম ও বিপ্লবের ইতিহাস রচিত হয়েছে সবকিছুর পিছনে ছিল একদল সুসংগঠিত মানুষের সংঘবদ্ধ প্রয়াস। সংগঠন হ'ল এই সংঘবদ্ধ প্রয়াসেরই আধুনিক নাম মাত্র। এটা যারা না বোঝেন কিংবা উৎকট স্বার্থবাদিতাদুষ্ট হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রগলভ কথাবার্তা বলেন, তারাই কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর সংগঠনের নাম কি ছিল কিংবা ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ কোন সংগঠন করতেন- এই ধরনের অতীব শিশুতোষ প্রশ্ন করতে পারেন। এ যেন ঠিক সেই বিদ'আতীদের মতই মন্তব্য যারা বলে থাকেন, মুনাজাত যদি বিদ'আত হয়, তবে ফ্যান-লাইটও তো বিদ'আত। কেননা এগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে নিঃসন্দেহে প্রচলিত আকার ও কাঠামোযুক্ত সংগঠন ছিল না, কিন্তু সংঘবদ্ধতা ছিল। যেমনভাবে প্রচলিত নিয়মের মাদরাসা শিক্ষা কাঠামো ছিল না, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। যুগের প্রয়োজনে শরী'আতের মূলনীতি ঠিক রেখে রূপ-কাঠামো বদল হবে এটাই স্বাভাবিক। এতে অস্পষ্টতার কিছু নেই।

আধুনিক যুগে আরব বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম দল ও সংগঠন বিষয়ে যে সকল ফৎওয়া দিয়েছেন, তা কেবল তাদের স্ব স্ব দেশ ও সমাজের জন্য প্রযোজ্য। সে সকল ফৎওয়া সর্বসময়ে, সর্বদেশে ও সর্বসমাজের জন্য প্রযোজ্য হবে এমন কোন আবশ্যকতাও নেই। এতদসত্ত্বেও তাঁদের ফৎওয়াসমূহ একত্রিত করে যারা তাদেরকে বিতর্কিত করতে চান এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান, তারা নিঃসন্দেহে কোন সদুদ্দেশ্য পোষণ করেন না।

তারা রাসূল (ছাঃ)-এর জামা'আতবদ্ধতার হাদীছগুলোকে কেবল একক ইমামভিত্তিক জামা'আতের সাথে প্রযুক্ত করেন। অথচ তারা ভাল করেই জানেন যে, আজকের যুগে বিশ্বজুড়ে একক জামা'আত থাকার কোন সুযোগ নেই। সেই যুগের তো অবসান হয়েছে ওছমান (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর থেকেই। কিন্তু তাই বলে কি জামা'আতবদ্ধতার হুকুম সমূলে তিরোহিত হয়ে যায়? রাসূল (ছাঃ) কোন সফরে তিনজন একত্রিত হলেও যেখানে একজন আমীর নিয়োগ করতে বলেছেন, সেখানে ইসলামে সংঘবদ্ধতার রূপ ও প্রকৃতি অনুধাবনে মোটেও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। শায়খ উছায়মীন যথার্থই বলেন, 'কিছু মানুষ মনে করেন যে, আজকের দিনে মুসলমানদের কোন ইমামও নেই, বায়'আতও নেই। জানি না তারা কি চান যে, মানুষ বিশৃংখলভাবে চলুক এবং তাদের কোন নেতা না থাকুক? নাকি তারা চান যে এটা বলা হোক- প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের আমীর বা নেতা? *(ইবনুল উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' ৮/৯)*।

মোদ্দাকথা হ'ল, ইসলামী সমাজ কখনও নেতৃত্ববিহীন চলতে পারে না। সর্বযুগে, সর্বাবস্থায় এবং সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব আবশ্যক। বর্তমানে ইসলামী দল ও সংগঠনগুলো বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজকে দ্বীনের পথে পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বে যেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মপালনে কোন উৎসাহ প্রদান করা হয় না, সেখানে এই ধরনের জামা'আতের কোনই বিকল্প নেই। নিঃসন্দেহে একক জামা'আত সর্বোত্তম এবং শৃংখলাসাধনে সবচেয়ে ফলপ্রসূ। কিন্তু যুগের বাস্তবতায় অনেক সময় কোন স্থানে একাধিক বা অসংখ্য জামা'আত হ'তেও পারে। সেমতবস্থায়ও সাধ্যমত তাক্বওয়া ও দ্বীনদারীর ভিত্তিতে সর্বাধিক উপযুক্ত জামা'আতকে খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা যাবে না।

সর্বোপরি আলেমদের কেউ তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইজতিহাদী মত পেশ করতেই পারেন। সেটা তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু কারো আপত্তি ও পিছুটানের কারণে সমাজের বহমান কোন স্রোত থেমে থাকবে না। আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পরিচালনার দায়িত্ব যে কাউকে দিয়ে, যেভাবে খুশী পালন করিয়ে নেবেনই। তাতে আমরা যুক্ত হব কি না, সেটাই হ'ল আমাদের সিদ্ধান্ত। সবাই যে সামনের সারির মুজাহিদ হবেন, একথা মোটেও সত্য নয়। কেউ না কেউ পেছনের সারিতে থাকতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। দিন শেষে যার যার আপন হিসাবই মুখ্য। নিজেকে দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ সফলদের কাতারে নিতে পারলাম কিনা সেটিই আমাদের মূল বিবেচ্য। আমাদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি চিন্তা পরকালীন নিক্তিতে মাপা হবে, সেটিই মহাসত্য। এই মহাসত্যকে বুকে ধারণ করার মত দৃঢ়চিত্ততা, সৎসাহস, স্বচ্ছ অন্তর যেন আমরা অর্জন করতে পারি, এটাই হোক আমাদের সাধনা। সচেতন যুবসমাজের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, সমাজ সংস্কারের মঞ্চে আমাদের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা যেন কোন অবস্থাতেই হীনবল ও ভঙ্গুর না হয়। শয়তানের ওয়াসওয়া যেন আমাদের দুর্বলচিত্ত ও কাপুরুষ না বানিয়ে দেয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন এবং দ্বীনের প্রকৃত খাদেম হিসাবে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ভাল কাজের প্রতিযোগিতা

আল-কুরআনুল কারীম :

১– وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ–الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ–

(১) ‘আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য। যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন’ *(আলে-ইমরান ৩/১৩৩)*।

২– فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ–

(২) ‘অতএব তোমাদের পক্ষে যতটুকু সহজ হয় ততটুকু (রাত্রি জাগরণ কর) কুরআন তেলাওয়াত কর। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ-বিদেশ ভ্রমণে বের হবে, কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত হবে, অতএব যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু রাত্রি জাগরণ কর। আর তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহ্র নিকট যতটুকু অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহ্র নিকটে পাবে। সেটাই হ’ল উত্তম ও সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(মুযাম্মিল ৭৩/২০)*।

৩– لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ–يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ –

(৩) ‘তারা সকলে সমান নয়। তাদের মধ্যে একটি দল রয়েছে, যারা আল্লাহ্র আদেশের উপর দণ্ডায়মান। যারা রাত্রিতে আল্লাহ্র আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে (অর্থাৎ ছালাতে রত থাকে) তারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও মন্দকাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর্ম সমূহের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। আর তারা হ’ল সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত’ *(আলে-ইমরান ৩/১১৩-১১৪)*।

৪– إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ– عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ– تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ– يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ– خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ–

(৪) ‘নিশ্চয়ই নেককারগণ থাকবে জান্নাতে উচ্চাসনে বসে তারা অবলোকন করবে। তুমি তাদের চেহারাসমূহে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রফুল্লতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত’ *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২২-২৬)*।

৫– وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ–

(৫) ‘মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা’ *(তওবা ৯/১০০)*।

হাদীছে নববী :

٦– وعن عمر قال : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِى فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ. قُلْتُ مِثْلَهُ.قَالَ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ. قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَىْءٍ أَبَدًا–

(৬) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে ছাদাক্বাহ করার নির্দেশ দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে মালও ছিল। আমি (মনে মনে) বললাম, আজ আমি আবুবকর (রাঃ)-এর অগ্রগামী হব। যদিও আমি কোনো দিন দানে তার অগ্রগামী হ'তে পারিনি। কাজেই আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে উপস্থিত হ'লাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছ? আমি বললাম, এর সমপরিমাণ। ওমর (রাঃ) বলেন, আর আবু বকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত মাল নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছ? তিনি বললেন, আল্লাহ আর তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমি কখনো কোনো বিষয়েই আপনাকে অতিক্রম করতে পারব না'।[১]

٧– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ–

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেন, পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন কর; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে তোমার সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে'।[২]

٨– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ نُودِىَ فِى الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ হ'তে ডাকা হবে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব যে ছালাত আদায়কারী, তাকে ছালাতের দরজা হ'তে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা হ'তে ডাকা হবে। যে ছিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান দরজা হ'তে ডাকা হবে। যে ছাদাক্বাহ দানকারী, তাকে ছাদাক্বাহ্‌র দরজা হ'তে ডাকা হবে। এরপর আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, সকল দরজা হ'তে কাউকে ডাকার কোন প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা হ'তে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে'।[৩]

٩- عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

(৯) আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর কিছু সংখ্যক ছাহাবী তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ধন-সম্পদের মালিকরা তো সব ছওয়াব নিয়ে নিচ্ছে। কেননা আমরা যেভাবে ছালাত আদায় করি তারাও সেভাবে ছালাত আদায় করে। আমরা যেভাবে ছিয়াম পালন করি তারাও সেভাবে ছিয়াম পালন করে। কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে ছওয়াব লাভ করছে অথচ আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছেনা। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদেরকে এমন কিছু দান করেননি যা ছাদাক্বাহ করে তোমরা ছওয়াব পেতে পার? আর তা হলো প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহা-নাল্লাহ) একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আল-হামদু লিল্লাহ) বলা একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক লা ইলাহা ইল্লাহ বলা একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক ভাল কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ করতে দেখলে নিষেধ করা ও বাধা দেয়া একটি ছাদাক্বাহ। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)!

১. আবুদাউদ হা/১৬৭৮ 'যাকাত' অধ্যায়, 'সমস্ত সম্পদ দানের অনুমতি সম্পর্কে' অনুচ্ছেদ-৪১ ১ম খণ্ড ৫২৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৬০২১।
২. হাকেম হা/৭৮৪৬, শু'আবুল ঈমান হা/১০২৪৮, ছহীহুল জা'মে হা/১০৭৭।
৩. বুখারী হা/১৮৯৭; মুসলিম হা/ ১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০।

Contents

আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে বৈধ পথে আর এতেও কি তার ছওয়াব হবে? তিনি বললেন, তোমরা বল দেখি, যদি তোমাদের কেউ হারাম পথে নিজের চাহিদা মেটাতে বা যেনা করত তাহলে কি তার গুনাহ হ'ত না? অনুরূপভাবে যখন সে হালাল বা বৈধ পথে কামাচার করবে তাতে তার ছওয়াব হবে'।[৪]

১০- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا-

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আঁধার রাতের মতো ফিৎনা আসার পূর্বেই তোমরা সৎ আমলের দিকে ধাবিত হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হ'লে বিকেলে কাফির হয়ে যাবে। বিকেলে মুমিন হ'লে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে'।[৫]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, 'মুসারা'আতু ফীল খইর বা ভাল কাজের প্রতিযোগিতা হলো ঐ সমস্ত কল্যাণকর ও প্রতিযোগিতামূলক কাজ যা দ্রুত সম্পন্ন করতে হয়'।[৬]

২. ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী (রহঃ) মুসারা'আত সম্পর্কে বলেন, 'কত বনু আদম-ই যে অফুরন্ত ছওয়াব অর্জন না করে মূল্যবান সময় নষ্ট করছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এই সময় সমষ্টি হ'ল একটি শস্যক্ষেতের মত। সে যেন মানুষকে ডেকে ডেকে বলছে আমাতে শস্য বপন কর আর হাযার হাযার ফসল ঘরে তুলো। তবে কি কোন জ্ঞানীর (জ্ঞান/আমল) বীজ বপন না করে অবহেলা করার অবকাশ রয়েছে কি?'।[৭]

৩. ছালেহ ইবনু আব্দুল ইবনু হামীদ বলেন, 'দেরী না করে দ্রুত আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করা এবং তা আমলের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়া'।[৮]

৪. হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ আদায় করা'।[৯]

সারবস্তু :

১. ভাল কাজের প্রতিযোগিতা হ'ল সৎআমল, যাতে রয়েছে প্রভুর সন্তুষ্টি ও শয়তানের অসন্তুষ্টি।

২. ভাল কাজের প্রতিযোগিতা একজন মানুষকে অফুরন্ত নে'মতে ভরপুর 'জান্নাতুন নাঈম' নামের এক মহাসফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

৩. ভাল কাজের প্রতিযোগিতা ব্যক্তিকে তার উভয় জাহানের কামিয়াবীর ব্যবস্থা কওে দেয়।

৪. ভাল কাজের প্রতিযোগী ব্যক্তির অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে কোন বেগ পেতে হয় না, আবার তাকে নিরাশও হ'তে হয় না।

৫. ভাল কাজে প্রতিযোগী ব্যক্তিবর্গ কর্মগুণে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবেন।

৪.আহমাদ হা/২১৫১১; মুসলিম হা/১০০৬।
৫. মুসলিম হা/১৮৬, ২১৩; মিশকাত হা/৫৩৮৩।
৬. ইবনু মুফলেহ, 'আল-আদাবুল শারঈয়্যাহ' ২য় খণ্ড ২৩৯ পৃঃ।
৭. ছাইদুল খাত্বির, ৬০৩ পৃঃ।
৮. ড. ছালেহ ইবনু আব্দুল হামীদ, মাউসূ'আতু নাযরাতুন নাঈম ফি মাকারিমে আখলাকির রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সাল্লাম, ৮/৩৩৮৮ পৃঃ।
৯ .তাফসীরে কুরতুবী, ৪/১১৩ পৃঃ।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি ঈমান

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৩য় কিস্তি)

কবর :

কবরের নাম শুনলেই গা শিউরে উঠে। যে কোন সময় শাস্তি বা শাস্তি নেমে আসতে পারে। হয়ে যেতে পারে জীবন লণ্ডভণ্ড। কবর তথা বারযাখী জীবন মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত জালীলুর কদর ছাহাবীগণ পর্যন্ত অঝোর নয়নে কেঁদেছেন। বক্ষমান প্রবন্ধে পোকা-মাকড়ের ঘর কবর সংক্রান্ত আলোচনার প্রয়াস পাব।

কবরের বারযাখী জীবনে কেউ সুখ-শান্তি লাভ করবে আর কেউবা আযাব বা শাস্তির সম্মুখীন হবে। একজন ব্যক্তি কবরে সমাহিত হোক বা না হোক তাকে কবরের শান্তি বা শান্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হ'তে হবে। যেমন কোন ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল অথবা হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলল। তথাপি নিশ্চয় সে বারযাখী জীবনে নেক আমলের জন্য শান্তি লাভ করবে অথবা মন্দ আমলের জন্য শাস্তি ভোগ করবে।

ইবনু হাযার আসক্বালানী (রহঃ) কবরের শাস্তি সম্বন্ধে বলেন, নিশ্চয় কবরে শাস্তি শুরু হয়ে যাবে মাইয়েতকে দাফন করার পর থেকেই। আর আল্লাহ কাফেরদের শাস্তি দিবেন যদিও তাদের কবরে দাফন না হয়। আর এই শাস্তির প্রক্রিয়াটি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা জীবিত মানুষ থেকে আড়াল করে রেখেছেন'।[১]

একজন ব্যক্তির শরীর আগুনে পুড়ে ছাই হওয়ার পরও আল্লাহ তাকে শাস্তি বা শাস্তি দিতে পারেন। এ সংক্রান্ত একটি হাদীছ,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِى ثُمَّ اطْحَنُونِى ثُمَّ ذَرُّونِى فِى الرِّيحِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىَّ رَبِّى لَيُعَذِّبَنِّى عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ الأَرْضَ، فَقَالَ اجْمَعِى مَا فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পূর্বযুগে এক লোক তার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছিল। যখন তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো সে তার পুত্রদেরকে বলল, মৃত্যুর পর আমার দেহ হাড়-মাংসসহ পুড়িয়ে ছাই করে নিও এবং প্রবল বাতাসে তা উড়িয়ে দিও। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ আমাকে ধরে ফেলেন, তবে তিনি আমাকে এমন কঠিনতম শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকে দেননি। যখন তার মৃত্যু হ'ল, তার সঙ্গে সেভাবেই করা হ'ল। অতঃপর আল্লাহ যমীনকে আদেশ করলেন, তোমার মাঝে ঐ ব্যক্তির যা আছে জমা করে দাও। যমীন তা করে দিল। এ ব্যক্তি তখনই দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাকে এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করলো? সে বলল, হে প্রতিপালক! তোমার ভয়। অতঃপর তাকে ক্ষমা করা হ'ল'।[২]

কবরের আযাব অথবা শান্তি হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কেরাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, কবরে শাস্তি এবং মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াবের অধিকাংশ হাদীছগুলি রাসূল (ছাঃ) হ'তে মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে'।[৩] কবর জীবনের শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ-النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ- 'অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্টসমূহ থেকে রক্ষা করলেন। আর ফেরাঊন গোত্রকে নিকৃষ্ট শাস্তি গ্রাস করল। সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের উপর আগুনকে পেশ করা হবে এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। (বলা হবে) তোমরা ফেরাঊন সম্প্রদায়কে কঠিন আযাবের মধ্যে প্রবেশ করাও' *(মুমিন ৪০/৪৫-৪৬)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু ক্বুতাইবা (রহঃ) বলেন, তাদের মৃত্যুর পর তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। আর ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে আরো মর্মান্তক শাস্তি'।[৪] আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী (রহঃ) বলেন, মুজাহিদ, ইকরিমা, মুক্বাতিল, মুহাম্মাদ বিন কা'ব প্রমূখ বলেছেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, দুনিয়ায় কবরে এবং আখিরাতেও শাস্তি সংঘটিত হবে'।[৫] ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট এই আয়াতটি বড় দলীল বারযাখী কবর জীবনে শাস্তির'। মহান

১. ফৎহুল বারী, ৩/২৩৩ পৃঃ।

২. বুখারী হা/৩৪৮১; মিশকাত হা/২৩৬৯।
৩. মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২৮৫।
৪. তা'বীলু মুখতালিফিল হাদীছ, ২২৭ পৃঃ।
৫. তাফসীরে কুরতুবী ১৫/৩১৯।

Contents

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ– 'যদি তুমি দেখতে যখন কাফেররা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে, আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলে, এবার তোমাদের আত্মাগুলিকে (তোমাদের দেহ থেকে) বের করে দাও (কারণ কাফেরের আত্মা দুনিয়া ছাড়তে চায় না)। আজ তোমাদের নিকৃষ্টতম আযাব দেওয়া হবে' *(আন'আম ৬/৯৩)*।

এই আয়াত কবরের আযাবের দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমতঃ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ 'ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে' অর্থাৎ তারা আযাবের বেষ্টিত থাকবে এবং ফেরেশতামন্ডলী তাদের সামনে ও পশ্চাতে প্রহার করতে থাকবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এমন পরিস্থিতি মৃত্যুর সময় ঘটবে। البسط 'প্রসারিত' বলতে এর দ্বারা যালেমদের সামনে ও পেছনে প্রহার করা হবে'।[৬]

ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেন, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ -এর দ্বারা ফেরেশতামন্ডলী তাদের যেভাবে প্রহার করবে তা মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 'অতঃপর কেমন হবে তাদের অবস্থা যখন ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে'? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৭)*।

দ্বিতীয়তঃ ফেরেশতামন্ডলী মন্দ লোকদের আত্মা কবযের সময় যে বলে, الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ 'আজ তোমাদের নিকৃষ্টতম আযাব দেওয়া হবে' এটা হ'ল বারযাখী জীবন। ইবনু আতিয়া (রহঃ) বলেন, এই বর্ণনাটি ফেরেশতামন্ডলী তাদের জান কবযের সময় বলে থাকে'।[৭]

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 'আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবন-জীবিকা সংকুচিত হবে এবং আমরা তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাব' *(ত্বোয়াহা ২০/১২৪)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং বলে দিয়েছেন, তোমরা কি জান কি জন্য এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আর مَعِيشَةً ضَنْكًا 'জীবন-জীবিকা সংকুচিত' বলতে কি বুঝ? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা হ'ল কবরে কাফেরদের শাস্তি'।[৮]

মহান আল্লাহ বলেন, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ– 'আর তোমাদের আশ-পাশের বেদুঈনদের মধ্যে মুনাফিক রয়েছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে মুনাফেকীতে চরম। তুমি তাদেরকে জানো না। আমরা তাদেরকে জানি। আমরা তাদেরকে অবশ্যই দু'বার শাস্তি দেব। অতঃপর তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে' *(তাওবা ৯/১০১)*।

ক্বাতাদাহ বলেন, سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ 'আমরা তাদেরকে অবশ্যই দু'বার শাস্তি দেব' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল কবরের শাস্তি জাহান্নামে শাস্তি'।[৯] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কবরের আযাব ক্বিয়ামতের আযাবের পূর্বেই সংঘটিত হবে'।[১০]

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ– 'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হ'তে জীবিকাপ্রাপ্ত হয়' *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)*। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্র পথের শহীদরা যে নে'মত প্রাপ্ত হবে সে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ :

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বললেন, এদের উভয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোন বড় পাপের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব থেকে বেঁচে থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) একটা তাজা খেজুর শাখা নিয়ে সেটিকে দুই ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (ছাঃ) এরূপ কেন করলেন? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দু'টি না শুকায় সে পর্যন্ত তাদের শাস্তি লঘু করা হবে এই আশায়'।[১১]

---

৬. তাফসীরে তাবারী ১১/৫৩৭ পৃঃ।
৭. আল-মুহাররারুল আযীয ফি তাফসীরিল কিতাবিল আযীয ২/৩২৩।
৮. ইবনু হিব্বান ৮/৩৯৩; ইবনু কাছীর ৫/৩২৪পৃঃ ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/২১৭ পৃঃ।
৯. ইছবাতু আযাবিল কবর ৫৬ পৃঃ।
১০. প্রাগুক্ত, ৬৩ পৃঃ।
১১. বুখারী হা/৬০৫২; মিশকাত হা/৩৩৮।

ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে চোগলখোরীর জন্য কবরে শাস্তির সম্মুখিন হ'তে হয়'।[১২] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছে কবরের আযাব হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে'।[১৩] অপর হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ غُنْدَرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ–

হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন জনৈকা ইহুদী মহিলা তাঁর নিকটে এল এবং কবরের আযাব প্রসঙ্গে আলোচনা করল। অতঃপর তাঁকে (দো'আ করে) মহিলাটি বলল, আল্লাহ তোমাকে কবরের আযাব হ'তে পানাহ দিন!' অতঃপর আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবরের আযাব বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ। কবরের আযাব সত্য। আয়েশা বলেন, এরপর থেকে আমি এরূপ কখনো দেখিনি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছেন, অথচ কবরের আযাব হ'তে আল্লাহ্‌র নিকটে পানাহ চাননি'।[১৪]

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মুসলমানসহ সকল জাতি গোষ্ঠী ক্বিয়ামত সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে একমত। আর মানুষ কবরে প্রোথিত হবে। তথাপি সেখানে শাস্তি ও শান্তি রয়েছে যা ক্বিয়ামত অবধি চলতে থাকবে। এটি পূর্ববর্তী সালাফে ছালেহীন ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অভিমত। তবে কিছু বিদ'আতপন্থী এটা অস্বীকার করে থাকে'।[১৫]

কবরে শাস্তি বা শান্তির সময় আত্মার প্রত্যাবর্তন :

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, কবরের বারযাখী জীবনের শাস্তি বা শান্তি আত্মা ও শরীর উভয়ের সাথে সংঘটিত হয়, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অভিমত'।[১৬]

হযরত বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হ'তে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার শরীরে আত্মা ফিরে আসে।[১৭]

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ، وَتُوُلِّىَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ 'বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পিছনে রেখে তারা সাথীরা চলে যায় তখনো সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এমন সময় তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে দেন'।[১৮]

অনুরূপভাবে শুধুমাত্র আত্মার উপর শাস্তি বা শান্তি বর্ষিত হয় সেটাও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ فِى شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'নিশ্চয় মুমিনদের রূহ জান্নাতের গাছের পাখীর রূপ ধারণ করে থাকবে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের স্বীয় শরীরে পুনঃস্থাপন করা পর্যন্ত।[১৯]

কবরের আযাব সাময়িক না চিরস্থায়ী :

কবরের আযাব দুই ধরণের : (১) সাময়িক (২) চিরস্থায়ী। যে ব্যক্তির উপর চিরস্থায়ী শাস্তি নির্ধারিত হবে তার উপর ক্বিয়ামত অবধি শাস্তি চলতে থাকবে। আর এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى فِى حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهْوَ يَتَجَلَّلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'এক ব্যক্তি আকর্ষণীয় জোড়া কাপড় পরিধান করতঃ চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পথ চলছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেন। ক্বিয়ামত অবধি সে এভাবে ধ্বসে যেতে থাকবে'।[২০] এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়ামত অবধি শাস্তি বা শান্তি চলতে থাকবে।

কাফেরদের শাস্তি সাময়িক হবে না। তবে তারা দুই ফুৎকারের মাঝে ঘুমিয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ– 'আর যখন শিঙ্গায় ফুঁকে দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে উঠে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে'। 'তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো? দয়াময় (আল্লাহ) তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ তো সত্য কথাই বলেছিলেন' *(ইয়াসীন ৩৬/৫১-৫২)*।

ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا 'তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো?' এটা হ'ল পথভ্রষ্টদের

---

১২. ছহীহ ইবনু হিব্বান ৭/৩৯৮পৃঃ।
১৩. আল-মিনহাজ শরহু ছহীহিল মুসলিম ৩/২০২ পৃঃ।
১৪. বুখারী হা/১৩৭২; মুসলিম হা/৯০৩; নাসাঈ হা/২০৬৫; মিশকাত হা/১২৮।
১৫. মাজমু' ফাতওয়া ৪/২৬২ পৃঃ।
১৬. প্রাগুক্ত, ৪/২৭২ পৃঃ।
১৭. প্রাগুক্ত, ৫৩ পৃঃ।
১৮. বুখারী হা/১৩৩৮।
১৯. নাসাঈ হা/২০৭৩; আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
২০. বুখারী হা/৫৭৮৯।

Contents

কথা আর الرقد 'নিদ্রা' হ'ল দুই ফুৎকারের মাঝে সংঘটিত হবে'।[২১] ইবনু কাছীর বলেন, উবাই ইবনু কাব, মুজাহিদ, হাসান, ক্বাতাদা প্রমুখ বলেছেন, তারা পুনরুত্থানের পূর্বে ঘুমাবে'।[২২]

কবরে আযাবের কারণ :

(১) শিরক করা :

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

'যদি তুমি দেখতে যখন কাফেররা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে, আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলে, এবার তোমাদের আত্মাগুলিকে (তোমাদের দেহ থেকে) বের করে দাও (কারণ কাফেরের আত্মা দুনিয়া ছাড়তে চায় না)। আজ তোমাদের নিকৃষ্টতম আযাব দেওয়া হবে। কারণ তোমরা আল্লাহ্র উপর অসত্য কথা বলতে এবং তোমরা তাঁর আয়াত সমূহে অহংকার প্রদর্শন করতে' *(আন'আম ৬/৯৩)*।

এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى حَائِطٍ لِبَنِى النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ قَالَ كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِىُّ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَمَتَى مَاتَ هَؤُلاَءِ قَالَ مَاتُوا فِى الإِشْرَاكِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِى قُبُورِهَا فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنْهُ-

যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) বনু নাজ্জার গোত্রের প্রচীর ঘেরা একটি বাগানে তাঁর একটি খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন। এ সময় আমরাও তার সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি লাফিয়ে উঠলো এবং রাসূল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রায় মাটিতে ফেলে দেবার উপক্রম করলো। দেখা গেল, সামনে ছয়টি কিংবা পাঁচটি অথবা চারটি কবর রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, জুরাইরী (রাঃ) এমনটিই বর্ণনা করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ কবরবাসীদের কে চিনে? এক ব্যক্তি বলল, আমি রাসূলুল্লাহ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কবে মারা গেছে? সে বলল শিরকের যুগে। রাসূল (ছাঃ) এ উম্মত তথা কবরবাসীরা তাদের কবরে পরীক্ষায় পড়েছে। তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ছেড়ে দিবে এ আশংকা না থাকলে আমি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতাম, তিনি যেন তোমাদের কাউকে কবরের আযাব শুনান যে কবরের আযাব আমি শুনতে পাচ্ছি'...।[২৩]

(২) মুনাফিকী করা :

নিশ্চয় মুনাফিকরা কাফেরদের চেয়ে বেশী ইসলামের মধ্যে ক্ষতি করে। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের কবরে আগুন প্রজ্জলিত করবেন যেমন তারা দুনিয়াতে ফেৎনার আগুন মুসলিম সমাজে লাগিয়েছিল। মুনাফিকদের কবরে শাস্তি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لاَ أَدْرِى فَيَقُولاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلأَرْضِ الْتَئِمِى عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلاَعُهُ فَلاَ يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ-

'মৃত লোকটি যদি মুনাফিক হয় তাহ'লে (প্রশ্নের উত্তরে) সে বলবে, তার প্রসঙ্গে লোকেরা একটা কথা বলত আমিও তাই বলতাম। এর বেশী কিছু আমি জানিনা। ফেরেশতা দু'জন তখন বলবেন, আমরা জানতাম এ কথাই তুমি বলবে। তখন যমীনকে বলা হয়, একে চাপ দাও। সুতরাং যমীন তার উপর এমনভাবে চাপা দেবে যে, তার পাঁজরের হাড়গুলো পরস্পরের মাঝে ঢুকে পড়বে। সেকারণে সে এভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার স্থান হ'তে উঠাবেন'।[২৪]

(৩) আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 'আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবন-জীবিকা সংকুচিত হবে এবং আমরা তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাব' *(ত্বোয়াহা ২০/১২৪)*।

(৪) মিথ্যা বলা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشُقُّ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ-

২১. তাফসীরে তাবারী ২০/৫৩২পৃঃ।
২২. ইবনু কাছীর ৬/৫৮১পৃঃ।
২৩. মুসলিম হা/২৮৬৭ (৬৭)।
২৪. তিরমিযী হা/১০৭১; ছহীহাহ হা/১৩৯১; মিশকাত হা/১৩০।

'আমরা চললাম, এরপর আমরা চিৎ হয়ে শোয়া এক লোকের কাছে আসলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক লোক লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এটা দ্বারা মুখমণ্ডলের একদিক মাথার পিছন পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে নাসারন্ধ্র চোখ ও মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। এরপর ঐ লোকটি শায়িত লোকটির অপর দিকে যায় এবং প্রথম দিকের সঙ্গে যেমন আচরণ করছে তেমন আচরণই অপরদিকের সঙ্গেও করে। ঐ দিক হ'তে অবসর হ'তে না হ'তেই প্রথম দিকটি আগের মত ভাল হয়ে যায় তারপর আবার প্রথমবারের মত আচরণ করে...। হাদীছের শেষে এই দৃশ্যের বর্ণনাটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, দু'জন ফেরেশতা রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছিলেন, أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ 'আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখেছেন যে, তার মুখের এক ভাগ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত এমনিভাবে নাসারন্ধ্র ও চোখ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে সকালে নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে'।[২৫]

(৫) সুদ খাওয়া :

এ সম্পর্কে হাদীছ এসেছে,

فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِى النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِى ذَلِكَ الَّذِى قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا-

তিনি (রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমরা চললাম এবং একটা নদীর (তীরে) গিয়ে পৌছলাম। রাবী বলেন, আমরা যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, এই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অন্য এক ব্যক্তি আছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলি পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাতরানো লোকটি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সে লোকের কাছে এসে পৌঁছে যে নিজের নিকট পাথর একত্রিত করে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার মুখ খুলে দেয় আর ঐ লোক তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে, আবার তার কাছে ফিরে আসে। যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয় আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এই ঘটনার শেষ হ'ল وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِى النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا 'ঐ ব্যক্তি যার কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, সে হ'ল সুদখোর'।[২৬]

(৬) যিনা করা :

فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا- তিনি (রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমরা চললাম এবং চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। রাবী বলেন, আমার মনে হয় যেন তিনি বলেছিলেন, আর তথায় শোরগোলের শব্দ ছিল। তিনি বলেন, আমরা তাতে উঁকি মারলাম, দেখলাম তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ রয়েছে। আর নিচ থেকে বের হওয়া আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠে। এই হাদীছে শেষে বলা হয়েছে, وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِى 'আর এ সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা চুলা সদৃশ গর্তের ভিতর আছে তারা হ'ল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল।[২৭]

(৭-৮) ফরয ছালাতের সময় ঘুমানো এবং কুরআন শিক্ষার পর ত্যাগ করা :

وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِى بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى-'আমরা কাত হয়ে শুয়ে থাকা এক লোকের কাছে আসলাম। দেখলাম, অন্য এক লোক তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তার মাথায় পাথার নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর নিচে গিয়ে পড়ছে। এরপর আবার সে পাথরটি অনুসরণ করে তা আবার নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত আবার ভাল যায়। ফিরে আসে আবার তেমনি আচরণ করে, যা পূর্বে প্রথমবার করেছিল...। এ হাদীছের শেষে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِى أَتَيْتَ

২৫. বুখারী হা/৭০৪৭।

২৬. প্রাগুক্ত।
২৭. প্রাগুক্ত।

Contents

عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ‘ঐ যে প্রথম ব্যক্তি যার কাছে আপনি পৌঁছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হ’ল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে। আর ফরয ছালাত ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে’।[২৮]

(৯) অহংকার বশত টাখনুর নীচে কাপড় পরা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ এক ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারের সাথে লুঙ্গি টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পথ চলছিল। এই অবস্থায় তাকে যমীনে ধসয়ে দেয়া হ’ল এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে এমনি অবস্থায় নীচের দিকেই যেতে থাকবে’।[২৯]

অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى فِى حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ ، فَهْوَ يَتَجَلَّلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ‘এক ব্যক্তি আকর্ষণীয় জোড়া কাপড় পরিধান করতঃ চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পথ চলছিল; হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেন। ক্বিয়ামত অবধি সে এভাবে ধ্বসে যেতে থাকবে’।[৩০]

(১০) কোন প্রাণীকে বেঁধে শাস্তি দেওয়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِى هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ... ‘আমার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হয়েছিল। সেখানে বনী ইসরাঈলের একটি মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাকে একটা বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, খানাপানি কিছু দেয়নি। আর ছেড়েও দেয়নি যে তা যমীনের পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করত’।[৩১]

(১১) ঋণ পরিশোধ না করা :

ঋণ পরিশোধ না করলে কবরে যে শাস্তি হবে তার প্রমাণে হাদীছে এসেছে, عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالاً فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ– সা‘দ ইবনু আতওয়াল (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তার ভাই ইন্তিকাল করেন এবং তিনশত দিরহাম ও কতক অসহায় সন্তান রেখে যান। আমি সেগুলি তার সন্তানদের জন্য খরচ করতে মনস্থ করলাম। নবী (ছাঃ) বললেন, তোমার ভাই দেনার কারণে আটক রয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করো। সা‘দ (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমি তার পক্ষ থেকে সব দেনা পরিশোধ করেছি, কেবল এক মহিলার দাবীকৃত দু’টি দীনার বাকী আছে। কিন্তু তার কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বললেন, তাকে দিয়ে দাও, কারণ সে সত্যবাদিনী’।[৩২]

(১২) মাইয়েতের জন্য অসঙ্গতভাবে কাঁদা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ‘মৃত ব্যক্তির জন্য তার আপনজনের কোন কোন কান্নার কারণে অবশ্যই তাকে আযাব দেয়া হয়।[৩৩] অপর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ إِذَا قَالُوا وَاعَضُدَاهْ وَاكَاسِيَاهْ. وَانَاصِرَاهْ وَاجَبَلاَهْ وَنَحْوَ هَذَا يُتَعْتَعُ وَيُقَالُ أَنْتَ كَذَلِكَ أَنْتَ كَذَلِكَ ‘জীবিতদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়, যখন তারা বলে হে আমাদের বাহুদয়, হে আমাদের ভরণপোষণের সংস্থাপনকারী, হে আমাদের সাহায্যকারী, হে আমাদের পাহাড়সম পরমাত্মীয় ইত্যাদি’।[৩৪]

(১৩) রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ فُلاَنٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلاَّ إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ–

‘খায়বারে অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন। অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তারা বললেন যে, সেও শহীদ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কখনই না। গনীমতের মাল থেকে চাদর আত্মসাৎ করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি’।[৩৫]

(১৪) চুরি করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِى وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ– ‘আমি জাহান্নামের মধ্যে লৌহশলাকাধারীকে (আমর ইবনু

২৮. প্রাগুক্ত।
২৯. বুখারী হা/৩৪৮৫।
৩০. বুখারী হা/৫৭৮৯।
৩১. মুসলিম হা/৯ (৯০৪)।
৩২. ইবনু মাজাহ হা/২৪৩৩; আহমাদ হা/২০০৮০।
৩৩. বুখারী হা/১২৮৭।
৩৪. ইবনু মাজাহ হা/১৫৯৪; আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।
৩৫. মুসলিম হা/১৮২ (১১৪)।

Contents

মালিক) দেখলাম সে জাহান্নামের মধ্যে নিজের নাড়ীভুঁড়ি টানছে। এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, নিজ লাঠি দ্বারা হজ্জ যাত্রীদের মালপত্র চুরি করত। এরপর যদি ধরা পড়ে যেত তখন বলত আহ! আমার শলাকার সাথে লেগে গেছে। আর কেউ অসাবধান থাকলে তা নিয়ে যেত'।[৩৬]

(১৫) বিনা কারণে রামাযানের ছিয়াম ভঙ্গ করা :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একদা আমি ঘুমন্ত ছিলাম। তখন দু'জন ব্যক্তি আমার নিকট আসল। তারা আমার দু'বাহু ধরে একটি পাহাড়ের নিকট নিয়ে আসল। বলল, পাহাড়ে আরোহণ করুন। আমি বললাম, আমি চড়তে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহযোগিতা করছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আমি আরোহণ করলাম। এমনকি আমি প্রায় পাহাড়ের সমতল স্থানে পৌঁছে গেলাম। পথিমধ্যে আমি একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম, এটি কিসের শব্দ। তারা বলল, এটা জাহান্নামবাসীদের আর্তনাদ। অতঃপর আমাকে সামনে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে হাঁটুর সাথে ঝুলন্ত চোয়াল বিদীর্ণ করা কিছু লোক দেখতে পেলাম যাদের চোয়াল থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা ছিয়াম থেকে হালাল হওয়ার পূর্বে তথা ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বে ইফতার করত'।[৩৭]

(১৬) বিনা কারণে সন্তানকে দুধ না দেওয়া :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ قُلْتُ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ 'অতঃপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে কিছু নারীকে দেখলাম যাদেরকে সর্প তাদের স্তনে দংশন করছে। আমি বললাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ঐ সমস্ত মহিলা যারা তাদের সন্তানদের দুধদানে বিরত ছিল'।[৩৮]

(১৭) ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া, কিন্তু নিজে না করা :

এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ 'মিরাজের রজনীতে আমি এমন লোকদের দেখেছি যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। অতঃপর আমি বললাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা দুনিয়ার বক্তারা, যারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিত কিন্তু নিজেরা তা ভুলে থাকত। তারা কিতাব (কুরআন) তেলাওয়াত করত কিন্তু অনুধাবন করত না'।[৩৯]

(১৮) পেশাব থেকে সতর্ক না থাকা ও মানুষের মাঝে চোগলখুরী করা :

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا–

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বললেন, এদের উভয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোন বড় পাপের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব থেকে বেঁচে থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) একটা তাজা খেজুর শাখা নিয়ে সেটাকে দুই ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (ছাঃ) এইরূপ কেন করলেন? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দু'টি না শুকায় সে পর্যন্ত তাদের শাস্তি লঘু করা হবে এই আশায়'।[৪০]

(১৯) কথার মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেওয়া :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, هَذَانِ رَجُلاَنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا عَذَابًا شَدِيدا فِي ذَنْب هَين قُلْنَا فِيمَ ذَاك قَالَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ 'এই দু'জন ব্যক্তিকে তুচ্ছ পাপের কারণে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আমরা বললাম, সেটা কি হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তাদের একজন পেশাব থেকে বেঁচে থাকত না। অপরজন হ'ল সে তার কথা দ্বারা মানুষকে কষ্ট দিত এবং চোগলখোরী করে বেড়াত'।[৪১]

(২০) পরনিন্দা করা :

রাসূল (ছাঃ)-এর অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلاَّ فِى الْبَوْلِ وَالْغِيبَةِ 'তাদেরকে কেবল পেশাব ও পরনিন্দার কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে'।[৪২] (ক্রমশ)

[লেখক : মাস্টার্স, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

---

৩৬. মুসলিম হা/১০ (৯০৪)।
৩৭. হাকেম হা/ ১৫৬৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৪৯১।
৩৮. হাকেম হা/ ২৮৩৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৪৯১।
৩৯. ছহীহাহ হা/২৯১; ছহীহুল জামে' হা/১১৯।
৪০. বুখারী হা/২১৮; মুসলিম হা/১১১ (২৯২); মিশকতা হা/৩৩৮।
৪১. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৮২৪।
৪২. আহমাদ হা/২০৩৮৯; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৮৪১।

ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ

-আবুল কালাম

(৩য় কিস্তি)

১৫. কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত :

বিশ্ব মানবতার মহা সংবিধান হচ্ছে পবিত্র কুরআন। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে জীবরাঈল (আঃ) মারফত বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাযিল করেছেন এবং এর হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ-

'আমরা কুরআনুল কারীম নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযত করব' *(হিজর-১৫/৯)*। যা অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চূড়ান্ত জীবন বিধান হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। তাতে রয়েছে মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সমাধান। সুতরাং কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, শিক্ষা দেওয়া, তেলাওয়াত করা এবং এর আদেশ-নিষেধগুলি বক্ষে ধারণ করা প্রতিটি বান্দার জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য যা প্রচুর ছওয়াব ও ফযীলতে পরিপূর্ণ। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُثْمَانَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ-

হযরত ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়'।[১]

মসজিদে গিয়ে কুরআন শিক্ষা করা এবং অন্য শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত অনেক বেশী। যা আরবের উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট মূল্যবান উটের চেয়েও অধিক। এমনকি প্রতিটি আয়াতের বিনিময় একটি করে উটের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِى غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ-

'উক্ববাহ ইবনু আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একদিন) মসজিদের প্রাঙ্গণে বসে ছিলাম । এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হয়ে আসলেন ও (আমাদেরকে) বললেন, তোমাদের কেউ প্রতিদিন সকালে 'বুত্বহান' অথবা 'আক্বীক্ব' বাজারে গিয়ে দু'টি বড় কুঁজওয়ালা উটনী কোন অপরাধ সংঘটন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া নিয়ে আসতে পসন্দ করবে? এ কথা শুনে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের প্রত্যেকেই এ কাজ করতে পসন্দ করবে। তখন তিনি বললেন, যদি তাই হয় তাহ'লে তোমাদের কেউ সকালে মসজিদে গিয়ে কুরআনের দু'টি আয়াত শিক্ষা করা কিংবা পাঠ করে না কেন ? অথচ এ দু'টি আয়াত শিক্ষা করা তার জন্য দু'টি উটনী অথবা তিনটি আয়াত শিক্ষা করা তার জন্য তিনটি উটনী অথবা চারটি আয়াত শিক্ষা করা তার জন্য চারটি উটনীর চেয়েও উত্তম। (অর্থাৎ কুরআনের যে কোন সংখ্যক আয়াত একই সংখ্যক উটনীর চেয়ে উত্তম)'।[২]

পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ নেই যা পাঠ করলে বিশেষভাবে নেকী হয়। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হ'ল কুরআনুল কারীম। যা তেলাওয়াত করলে নেকী হয়। তেলাওয়াতকৃত প্রতিটি হরফে দশটি নেকী অর্জিত হয়। হাদীছে এসেছে,

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করল, সে একটি নেকী পেল। আর একটি নেকী হচ্ছে আমলের দশগুণ। আমি বলছি না যে, আলিফ, লাম, মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ'।[৩] অর্থাৎ সর্বমোট ত্রিশ নেকী।

১. বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯।

২. মুসলিম হা/৮০৩; মিশকাত হা/২১১০।
৩. তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭।

কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য জান্নাত ও জান্নাতের সবোচ্চ স্থান সুনিশ্চিত। কুরআন তেলাওয়াকারীকে কুরআন তার মানযীলে মাক্বছূদে পৌঁছিয়ে দেবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কুরআন তেলাওয়াতকারীকে ক্বিয়ামতের দিন বলা হবে তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। তারতীলের সাথে পাঠ করতে থাক যেভাবে দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ স্তর হ'ল তোমার পঠিত সর্বশেষ আয়াত'।[৪] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالأُتْرُجَّةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْخَبِيثٌ وَرِيحُهَا مُرٌّ-

'হযরত আবু মুসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মুমিন কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল কওে তার দৃষ্টান্ত ঐ কমলা লেবুর মত, যা খেতে সুস্বাদু এবং গন্ধে চমৎকার। কিন্তু যে মুমিন কুরআন পাঠ করেনা তবে সে অনুযায়ী আমল করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ খেজুরের মত যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধ নেই। আর মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ রায়হানের মত, যার সুগন্ধ আছে কিন্তু খেতে একেবারে বিস্বাদ। আর ঐ মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করেনা, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতে বিস্বাদ এবং দুর্গন্ধময়'।[৫] হাদীছে এসেছে,

عَنْ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الكِلاَبِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقَدَّمُهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ- وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ أَوْ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا-

হযরত নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কুরআন ও কুরআন অনুযায়ী আমলকারীদের ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে। তাদের সামনে দু'টি মেঘখণ্ড অথবা দু'টি কালো ছায়ারূপে থাকবে সূরা আল-বাক্বারাহ ও আলে-ইমরান। এদের মাঝখানে থাকবে দ্বীপ্তি। অথবা থাকবে প্রসারিত পালক বিশিষ্ট পাখির দু'টি ঝাঁক। তারা আল্লাহ্র নিকট কুরআন পাঠকের পক্ষে সুপারিশ করবে'।[৬]

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সূরার পৃথকভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ دُخُولَ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ-

'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকবে না মৃত্যু ব্যতীত'।[৭]

এ ছাড়াও 'যে ব্যক্তি শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকবে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে'।[৮] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْبَدْرِىِّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِى لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে সূরা আল-বাকারা শেষ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করবে, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে'।[৯]

হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ نُورٌ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ-

৪. তিরমিযী হা/২৯১৪; মিশকাত হা/২১৩৪।
৫. বুখারী হা/৫০৫৯, ৫০২০, ৫৪২৭, ৭৫৬০।
৬. মুসলিম হা/৮০৫; মিশকাত হা/২১২১; রিযাযুস ছালেহীন হা/৯৯৯।
৭. নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮।
৮. বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২৩।
৯. বুখারী হা/৪০০৮, ৫০০৮, ৫০৪০, ৫০৫১, মিশকাত হা/২১২৫।

Contents

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা আল কাহফ পড়বে, তার (ঈমানের) নূর এক জুম'আ হ'তে আগামী জুম'আ পর্যন্ত চমকাতে থাকবে'।[১০] এ বিষয়ে অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ-

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে তাকে দাজ্জালের অনিষ্ট হ'তে নিরাপদ রাখা হবে'।[১১]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِى لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ-

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন তেলাওয়াতে সক্ষম? ছাহাবীগণ বললেন, প্রতি রাতে কি করে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়া যাবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ' (সূরা ইখলাছ) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান'।[১২] হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِى صَلاَتِهِ فَيَخْتِمُ ب(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَلُوهُ لأَىِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ . فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا . فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ-

হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এক ছাহাবীকে একটি সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। ছালাতে তিনি যখন তার সাথীদের নিয়ে ইমামতি করতেন, তখন সূরা ইখলাছ দিয়ে ছালাত শেষ করতেন। তারা যখন অভিযান থেকে ফিরে আসল তখন নবী (ছাঃ)-এর নিকট ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকেই জিজ্ঞাসা কর কেন সে একাজটি করেছে? এরপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, এ সূরাটিতে আল্লাহ্র গুণাবলী রয়েছে। এ জন্য সূরাটি পড়তে আমি ভালোবাসি। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, তাকে জানিয়ে দাও আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন।[১৩] হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ -

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি এ 'কুলহুয়াল্ল-হু আহাদ' সূরাকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার এ সূরার প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে'।[১৪]

১৬. দ্বীনি দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত ঃ

পৃথিবীতে যত নবী রাসূল এসেছিলেন সকলেই তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 'প্রত্যেক জাতির নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি (তারা যেন ঐ মর্মে দাওয়াত দেয়) তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগুত থেকে বেচেঁ থাক' *(নাহল-১৬/৩৬)*। এ দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আল্লাহ তাঁর প্রেরিত রাসূলকে সর্তকও করেছেন । যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 'হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও। তুমি যদি না কর, তবে তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলে না' *(মায়েদা-৫/৬৭)*। আল্লাহ প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যকে জনগণের মাঝে প্রচার করা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের কুরআন-সুন্নাহ-এর স্বনিষ্ট অনুসারীদের দায়িত্ব। শয়তানের ধোঁকায় প্ররোচিত হয়ে বান্দা অন্যায়ে প্রলুব্ধ হয়। দুনিয়ার নগদ চাকচিক্যের মোহে মানুষ আখেরাতকে ভুলে গিয়ে স্রষ্টার আদেশ-নিষেধকে অমান্য করে। দিকভ্রান্ত উম্মাহকে হেদায়েতের আলোকবর্তিকায় ফিরে আনার প্রাণান্তকর চেষ্টাকারীদেও জন্য সুসংবাদ রয়েছে। দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের

১০. বায়হাকী; মিশকাত হা/২১৭৫।
১১. মুসলিম হা/৮০৯; মিশকাত হা/২১২৬।
১২. মুসলিম হা/৮১১; মিশকাত হা/২১২৭।
১৩. বুখারী হা/৭৩৭৫; মিশকাত হা/২১২৯।
১৪. তিরমিযী, দারিমী, আহমাদ, মিশকাত হা/২১৩০।

মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়' *(নামল-১৬/১২৫)*। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 'ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(হামীম সাজদাহ-৪১/৩৩)*।

হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা করত সুন্দরভাবে দাওয়াত দিতে হবে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'তুমি তোমার পালনকর্তার দিকে (মানুষকে) দাওয়াত দাও। আর তুমি অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-

'আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, যদি তা এক আয়াতও হয়। আর বনী ইস্রাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল'।[১৫]

দাওয়াতী ময়দানে একাকী দাওয়াতের চেয়ে সমবেত প্রচেষ্টা বেশী ফলপ্রসূ হয়। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'বলুন ইহাই আমার পথ আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র, আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নয়' *(ইউসুফ-১০৮)*। আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আর তারাই হবে সফলকাম' *(আল ইমরান ৩/১০৪)*। সুতরাং একাকী বা সংঘবদ্ধভাবে মানুষকে হক্বের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। হক হ'ল আল্লাহ্র বিধান যা তাঁর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

১৫. বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا-

'আর তুমি বল হক আসে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। অতঃপর যার ইচ্ছা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক। আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি' *(কাহফ-১৮/২৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'তোমার প্রভুর বাক্য সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাক্যের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আন'আম-৬/১১৫)*। অথচ মানুষ বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে, সামাজিকতার দোহাই দিয়ে কিংবা অধিকাংশের দোহাই দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি কুরআন ও সুন্নাহর বিধানকে এড়িয়ে চলছে। ধর্মের নামে বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী আমল করছে। অথচ এসব কখনই সত্যের মাপকাঠি নয়। এ বিষয়ে সতর্কতাবাণী দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 'আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিপদগামী করে দিবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম -৬/১১৬)*। রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে মানবজাতির কাছে দু'টি আমানত রেখে গেছেন। তিনি বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ- 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তু শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না- 'আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[১৬]

অতএব অশান্তিময় বিশ্বকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহ'লে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার বিকল্প নেই। আর সেই সাথে ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ قال : سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ :مَنْ رَأَى مِنكُم مُنْكَراً فَلْيُغيِّرهُ بيدِه ، فإنْ لَمْ يَستَطِعْ فبلِسَانِه ، فإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقلْبِه ، وذلك أَضْعَفُ الإيمانِ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি অপসন্দনীয় কাজ দেখলে সে

১৬. মুয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৮৬।

যেন হাত দ্বারা বাধা প্রধান করে। সম্ভব না হ'লে কথার মাধ্যমে বাধা প্রদান করে। এটাও সম্ভব না হ'লে সে যেন অন্তর থেকে ঘৃণা করে। এটি সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক'।[১৭]

দাওয়াতের ফযীলত :

এ বিষয়ে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন -

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا-

আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন লোককে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করবে, তার জন্যও সে পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এতে তাদের নেকী একটুও কমবে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি কাউকে গোমরাহীর দিকে আহ্বান করে তারও সে পরিমাণ গুনাহ হবে, যতটুকু গুনাহ তার অনুসারীদের হবে। অথচ অনুসারীদের গুনাহ একটুও কমবে না'।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ-

'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন নেক কাজ চালু করলো সে এটি চালু করার ছওয়াব তো পাবেই, তারপরের লোকেরা যারা এ নেক কাজের উপর আমল করবে তাদেরও সমপরিমাণ নেকী হবে। অথচ তাদের নেকী কমবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করলো তার জন্য গুনাহ রয়েছে এবং পরবর্তীতে যারা এ মন্দ রীতির উপর আমল করবে তাদেরও সমপরিমাণ গুনাহ সে পাবে। তাদের গুনাহও কম করা হবে না'।[১৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 'যে ব্যক্তি কাউকে কোন কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করে, সে উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ নেকী পাবে'।[২০] রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, فَوَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ 'আল্লাহর কসম, যদি একটি ব্যক্তিও তোমার দ্বারা হেদায়াত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাল রংয়ের উটের চেয়েও উত্তম'।[২১]

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبُو عَبْسٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ হযরত আবু আবস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র পথে যে বান্দার পদদ্বয় ধূলায় ধূসরিত হয়, জাহান্নামের আগুন তার পদদ্বয় স্পর্শ করবে না'।[২২]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا- হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র পথে একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ হ'তে সর্বোত্তম'।[২৩]

দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি :

শয়তান প্রতিনিয়ত সমাজ দূষণে রত থাকে এবং মানুষকে তার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে শয়তানের প্ররোচনায় অন্যায়ে প্রলুব্ধ মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনা যায়। যদি দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন না করা হয় তবে তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা সকলকে পাকড়াও করবেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِى قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلاَ يُغَيِّرُوا إِلاَّ أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا-

হযরত জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে জাতিতে কোন লোক পাপে লিপ্ত থাকে, আর ঐ ব্যক্তিকে পাপ থেকে ফেরাতে জাতির লোকদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও না ফেরায় তাহ'লে তাদের

১৭. মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৩৭।
১৮. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮।
১৯. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০।
২০. মুসলিম হা/১৮৯৩; মিশকাত হা/২০৯।
২১.বুখারি হা/২৯৪২,৩০০৯,৩৭০১,৪২১০, রিয়াযুস ছালিহীন হা/১৮০।
২২. বুখারী হা/২৮১১; মিশকাত হা/৩৭৯৪।
২৩. বুখারী হা/২৭৯২; মিশকাত হা/৩৭৯২।

মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করবেন'।[২৪]

হাদীছে এসেছে,

عنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْه-

হযরত বকর সিদ্দীক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে জনগণ! তোমরা নিশ্চয়ই এ আয়াতটি পাঠ করেছ, (অর্থাৎ) হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেদের উপর এ কথা আবশ্যক করে নাও, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা হেদায়াতের উপর স্থির থাকবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন কোন খারাপ কাজ হ'তে দেখে, কিন্তু সেটাকে পরিবর্তন করে না, অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন'।[২৫]

অন্যত্র এসেছে,

عَنْ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضى الله عنهما يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِى أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِى أَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِى فِى أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِى أَعْلاَهَا، فَتَأَذَّوْا بِه، فَأَخَذَ فَأْسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِى، وَلاَ بُدَّ لِى مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَ أَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ-

হযরত নুমান ইবনু কাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনকারী এবং তা লংঘনকারীর উপমা হ'ল সেই যাত্রীদল, যারা লটারীর মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। ফলে কারো স্থান হলো নিচতলায় আর কারো স্থান হলো উপরতলায়। যারা নিচতলায় ছিল তারা পানি নিয়ে উপরতলার লোকদের পাশ দিয়ে গমনাগমন করত। ফলে তারা বিরক্তি প্রকাশ করল। তখন নিচতলার এক লোক কুড়াল নিয়ে নৌযানের নিচের অংশ ফুটো করতে লেগে গেল। এ দেখে উপরতলার লোকজন তাকে এসে জিজ্ঞাসা করল তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমাদের কারণে তোমরা কষ্ট পেয়েছ। অথচ আমাদের পানির প্রয়োজন আছে। এমতাবস্থায় যদি তারা তার হস্তদ্বয় ধরে ফেলে, তাহ'লে তাকেও রক্ষা করবে, নিজেরাও রক্ষা পাবে। আর যদি তাকে তার কাজের উপর ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তাকেও ধ্বংস করবে, নিজেদেরকেও ধ্বংস করবে'।[২৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ হ'তে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা (আযাব থেকে মুক্তির জন্য) তাঁর নিকট দো'আ করবে, কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল হবে না'।[২৭]

আমলবিহীন দাঈর পরিণতি :

মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ-كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ-

'হে ঈমানদারগণ তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা কর না' *(ছফ- ৬১/২-৩)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلاَءِ قَالَ هَؤُلاَءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ-

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন মি'রাজের রাতে আমি বহু লোককে দেখেছি যে, তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে জিবরাইল! এরা কারা? জিবরাইল (আঃ) বললেন, এরা

২৪. আবু দাঊদ হা/৪৩৩৯, ইবনু মাজাহ হা/ ৪০০৯ মিশকাত হা/৫১৪৩।
২৫. ইবনু মাজাহ হা/৪০০৫; তিরমিযী হা/২১৬৮;মিশকাত হা/৫১৪২।
২৬. বুখারী হা/২৪৯৩,২৬৮৬, তিরমিযী হা/২১৭৩, মিশকাত হা/৫১৩৮।
২৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০।

আপনার উম্মতের মধ্যে বক্তাগণ যারা লোকদেরকে ভাল কাজের আদেশ করত কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যেত অর্থাৎ নিজেরা সৎ কাজ করত না'।[২৮]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلاَنُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ-

হযরত উসামা ইবনু জায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন একজন লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, সাথে সাথেই তার পেট থেকে নাড়ী-ভূড়ি বের হয়ে পড়বে। সে নাড়ি-ভূড়িকে কেন্দ্র করে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেভাবে আটার চাক্কিকে কেন্দ্র করে গাধা ঘুরতে থাকে, এটা দেখে জাহান্নামবাসীরা তার পাশে জমায়েত হবে। তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার ঐ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম'।[২৯]

১৭. পরস্পর সালাম ও মুসাফাহার ফযীলত :

পরস্পরে অভিবাদন হলো সালাম। সাক্ষাত হ'লে মুসলিম সালাম বিনিময় করবে। এর মাধ্যমে মহব্বত বৃদ্ধি হয়। পারস্পারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। প্রচলিত কথাগুলি বিশেষ করে গুড মর্নিং, গুড নাইট, টাটা, বাই বাই, ইত্যাদি সব জাহেলী প্রথা। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। সুতরাং ইসলামী রীতি অনুযায়ী সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানো মুসলিমদের দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নিবে এবং গৃহবাসীদের সালাম দিবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর' *(নূর ২৪/২৭)*।

২৮. শারহুস সুন্নাহ, বায়হাকী, মিশকাত হা/৫১৪৯।
২৯. বুখারী হা/৩২৬৭,৭০৯৮,আহমাদ হা/২১৭৮৪।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, ইসলামে কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেন, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়া'।[৩০]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'একজন মুমিনের উপর অপর মুমিনের ছয়টি অধিকার রয়েছে। ১. যখন সে রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার সেবা শুশ্রূষা করবে, ২. মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযা ও দাফন-কাফনে উপস্থিত থাকবে, ৩. দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করবে, ৪. সাক্ষাত হ'লে তাকে সালাম দিবে, ৫. হাঁচি দিলে জবাব দিবে, ৬. উপস্থিত-অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় তার জন্য কল্যাণ কামনা করবে'।[৩১]

(ক্রমশ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৩০. বুখারী হা/১২, ২৮; মিশকাত হা/৪৬২৯।
৩১. নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৩০।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

সার্বিক যোগাযোগ
আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২০০৫৯৪৪২।

মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা

- আব্দুর রহীম

(৩য় কিস্তি)

মানুষ যদি দুনিয়া সম্পর্কে বাস্তব সত্যটি বুঝত তাহ'লে দুনিয়ার এই মায়া জালে আটকে যেত না। কাড়ি কাড়ি টাকা, পাহাড় সম সম্পদের স্বপ্নজাল মানুষ বুনত না। জীবন বাতাসে দোল খাওয়া কচুর পাতার পানির মতই। একদিন এ দুরন্তপনা থাকবে না, থাকবে না অথৈ সম্পদের মিছে মায়া। হিসাবহীন দুনিয়া মানুষের পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের মোক্ষম সময়। হঠাৎ একদিন সবকিছু ফেলে পরকালে পাড়ি জমাতে হবে, যেখানে শুধু হিসাব আর হিসাব। শাস্তি নতুবা শাস্তি। সেজন্য এই দুনিয়ায় অধিক সম্পত্তি পাওয়ার নেশায় মত্ত হওয়া যাবে না। হাদীছে অধিক সম্পদ প্রাপ্তির নেশাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে,

عن عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، يَقُولُ: إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ إِذْ طَلَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْـرٍ مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَةٌ بِفَرْوٍ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِي هُـوَ الْيَوْمَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْـفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَرَاحَ فِي حُلَّةٍ وَوُضِعَتْ بَـيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَـا تُـسْتَرُ الكَعْبَةُ ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْـرٌ مِنَّـا الْيَـوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ-

আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় চামড়কয় তালিযুক্ত একটি ছেড়া চাঁদর গায়ে জড়িয়ে মুসআ'ব ইবনু উমায়ের (রাঃ) এসে আমাদের সামনে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে এবং তার পূর্বের স্বচ্ছল অবস্থার কথা মনে করে কেঁদে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন তোমাদের কেউ সকালে এক জোড়া পোশাক পরবে আর বিকেলে পরবে অন্য জোড়া। আর তার সামনে খাদ্যভর্তি একটি পেয়ালা রাখা হবে আর অন্যটি উঠিয়ে নেয়া হবে। তোমরা তোমাদের ঘরগুলো এমনভাবে পর্দায় ঢেকে রাখবে, যেভাবে কা'বা ঘরকে গেলাফে ঢেকে রাখা হয়। ছাহাবীগণ আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো তখন বর্তমানের চাইতে অনেক স্বচ্ছল থাকব। বিপদাপদ ও অভাব-অনটন হ'তে নিরাপদ থাকব। ফলে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য যথেষ্ট অবসর পাব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন; বরং বর্তমানটাই তোমাদের জন্য তখনকার তুলনায় অনেক ভালো'।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْجُوعِ فِي وجُوهِ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : أَبْشِرُوا، فَإِنَّـهُ سَـيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْدَى عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْقَصْعَةِ مِنَ الثَّرِيدِ وَيُـرَاحُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ، قَالَ : بَلْ ، أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) তার ছাহাবীগণের চেহারায় ক্ষুধার্তের ছাপ লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন, তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। খুব শীঘ্রই তোমার নিকট এমন অবস্থা আসবে যে, সকালে এক পেয়ালা ছারীদ দেওয়া হবে এবং বিকালে আবার অনুরূপ কিছু দেওয়া হবে। ছাহাবীগণ আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো তখন বর্তমানের চাইতে অনেক স্বচ্ছল থাকব (বিপদাপদ ও অভাব-অনটন হ'তে নিরাপদ থাকব। ফলে ইবাদত বন্দেগীর জন্য যথেষ্ট অবসর পাব)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বরং বর্তমানটাই তোমাদের জন্য তখনকার তুলনায় অনেক ভালো'।[২] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَـلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَـا بِلَـالُ ؟ قَالَ: تَمْرٌ ادَّخَرْتُهُ، قَالَ: أَمَا تَخْشَى يَا بِلَالُ، أَنْ يَكُـونَ لَـهُ بُخَارٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ؟ أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَـرْشِ إِقْلَالًا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) (পীড়িত) বেলাল (রাঃ)-কে দেখতে গেলেন। বেলাল তাঁর জন্য এক স্তূপ খেজুর বের করলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে বেলাল! একি?! বেলাল বললেন, আমি আপনার জন্য ভরে রেখেছিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তুমি কি ভয় কর না যে, তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনে বাষ্প তৈরী করা হবে? হে বেলাল! তুমি খরচ করে যাও। আর আরশ-ওয়ালার নিকটে (মাল) কম হয়ে যাওয়ার ভয়

১. তিরমিযী হা/২৪৭৬; মিশকাত হা/৫৩৬৬; ছহীহাহ হা/২৩৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২. বাযযার হা/১৯৪১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৮২৭৮; ছহীহুত তারগীব হা/২১৪১, ৩৩০৮।

করো না'।[৩] পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং অসহায় ও দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য কিছু সম্পদ আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখা একদম অবৈধ নয়। কিন্তু অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে সবটুকু খরচের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে বেলাল (রাঃ) মানবীয় গুণাবলীর সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারেন। অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِي حَرْبٍ، أَنَّ طَلْحَةَ حَدَّثَهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ لِي بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَنَزَلْتُ فِي الصُّفَّةِ مَعَ رَجُلٍ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحْرَقَ بُطُونَنَا التَّمْرُ، وَتَخَرَّقَتْ عَنَّا الْخُفُفُ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ: لَوْ وَجَدْتُ خُبْزًا، أَوْ لَحْمًا لَأَطْعَمْتُكُمُوهُ، أَمَا إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تُدْرِكُوا، وَمَنْ أَدْرَكَ ذَاكَ مِنْكُمْ أَنْ يُرَاحَ عَلَيْكُمْ بِالْجِفَانِ، وَتَلْبَسُونَ مِثْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَمَكَثْتُ أَنَا وَصَاحِبِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرَ، حَتَّى جِئْنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَوَاسَوْنَا وَكَانَ خَيْرَ مَا أَصَبْنَا هَذَا التَّمْرُ-

আবু হারব হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, তালহা বর্ণনা করেন, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী ছিলেন। আমি মদীনায় আসলাম। সেখানে কেউ আমার পরিচিত ছিল না। একজন লোকের সাথে আমি ছুফ্ফার সদস্য হলাম। প্রতিদিন তার সাথে আমার এক মুদ খেজুরে অংশীদার করা হত। একদিন রাসূল (ছাঃ) ছালাত পড়ালেন। সালাম ফিরালে একজন ছুফফা সদস্য বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! খেজুর আমাদের পেটকে পুড়িয়ে দিল এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে দিল। রাসূল (ছাঃ) মেম্বারে আরোহণ করে খুৎবায় বললেন, আল্লাহ্র কসম আমার নিকট যদি রুটি বা গোশত থাকত অবশ্যই তোমাদের খাওয়াতাম। তবে জেনে রেখ, খুব শীঘ্রই এটা পাবে। তোমাদের মধ্যে যারা সে সময় পাবে, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেয়ালা ভর্তি খাবার পরিবেশন করা হবে এবং কা'বার পর্দার ন্যায় দামী পোষাক পরিধান করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এবং আমার সাথী সেখানে আঠার দিন অবস্থান করলাম। সেসময়ে আমাদের ভাগ্যে আরাক (কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ) বৃক্ষের ফল ব্যতীত কোন কিছু জুটেনি। এরপর যখন আনছারী ভাইদের নিকট আসলাম এবং তাদের সাথে সমন্বয় হ'ল তখন সেখানে যা পেয়েছিলাম তার মধ্যে খেজুরই শ্রেষ্ঠ ছিল'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهَا سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا حَتَّى تُنَجِّدُوا بُيُوتَكُمْ كَمَا تُنَجَّدُ الْكَعْبَةُ قُلْنَا: وَنَحْنُ عَلَى دِينِنَا الْيَوْمَ قَالَ: وَأَنْتُمْ عَلَى دِينِكُمُ الْيَوْمَ. قُلْنَا: فَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ أَمِ الْيَوْمَ قَالَ: بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ.

'তোমাদের জন্য দুনিয়ার ধনভান্ডার খুলে দেওয়া হবে। ফলে তোমরা তোমাদের বাড়ি-ঘরগুলোকে নতুন করে সাজাবে যেভাবে কা'বাকে প্রতি বছর নতুনভাবে সাজানো হয়। আমরা বললাম, আমরা কি আজকের এই দ্বীনের উপর থাকব? তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের আজকের দ্বীনের উপরেই থাকবে। আমরা বললাম, তাহ'লে আমরা সেসময়ে ভালো থাকব নাকি বর্তমানে ভালো অবস্থায় রয়েছি? তিনি বললেন, বরং বর্তমানটাই তোমাদের জন্য তখনকার তুলনায় অনেক ভালো'।[৫] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: دُعِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ إِلَى طَعَامٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَأَى الْبَيْتَ مُنَجَّدًا، فَقَعَدَ خَارِجًا وَبَكَى قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَيَّعَ جَيْشًا بَلَغَ عَقَبَةَ الْوَدَاعِ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِمَ أَعْمَالِكُمْ قَالَ: فَرَأَى رَجُلًا ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ رَقَعَ بُرْدًا لَهُ بِقِطْعَةٍ، فَاسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَقَالَ: هَكَذَا، وَمَدَّ يَدَيْهِ وَمَدَّ عَفَّانُ يَدَيْهِ وَقَالَ: تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَيْ أَقْبَلَتْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ تَقَعَ عَلَيْنَا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَمْ إِذَا غَدَتْ عَلَيْكُمْ قَصْعَةٌ وَرَاحَتْ أُخْرَى، وَيَغْدُو أَحَدُكُمْ فِي بُرْدَةٍ وَيَرُوحُ فِي أُخْرَى، وَتَسْتُرُونَ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ " فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: أَفَلَا أَبْكِي فَقَدْ بَقِيتُ حَتَّى تَسْتُرُونَ بُيُوتَكُمْ بِهِ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ-

মুহাম্মাদ বিন কা'ব হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হ'ল। তিনি এসে দেখলেন, বাড়িকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। বাইরে বসে কান্না শুরু করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল কেন আপনি কাঁদছেন? তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন সৈন্যদলকে বিদায় জানাতেন তখন তিনি বিদায় স্থানে গিয়ে বলতেন, أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ- অর্থ : 'তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের শেষ আমল আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করলাম'। তিনি একদিন জনৈক লোককে দেখলেন, তার চাদরটি ছিড়ে টুকরো করে সূর্যালোক পড়ে এমন স্থানে আসলেন। আর এভাবে হস্ত সম্প্রসারিত করলেন এবং দুই হাত উঁচুতে প্রসারিত করে বললেন, দুনিয়া তোমাদের উপর উদিত হবে/আগমন করবে- একথাটি তিনবার বললেন, অর্থাৎ আগমন করবে। আমি

৩. তাবারাণী কাবীর হা/১০২০; মিশকাত হা/১৮৮৫; ছহীহাহ হা/২৬৬১; ছহীহুত তারগীব হা/৯২১।

৪. আহমাদ হা/১৬০৩১; তাবারী, তাহযীবুল আছার ৬২৯; ছহীহাহ হা/২৪৪৮-এর আলোচনা।

৫. বাযার হা/৪২২৭; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮২৮০; ছহীহাহ হা/২৪৮৬।

ধারণা করছিলাম দুনিয়া সত্যিই আমাদের উপর পড়ে যাবে। তিনি বললেন, বর্তমানটাই তোমাদের জন্য অনেক ভালো নাকি যখন তোমাদের নিকট সকাল-সন্ধ্যা পেয়ালা ভর্তি খাবারের আগমন ঘটবে, সকালে এক পোষাক পরে বের হবে ও বিকালে আরেক পোষাক পরে ফিরবে এবং তোমাদের বাড়িগুলোকে কা'বাকে সাজানোর ন্যায় সাজাবে তখন উত্তম হবে? তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ বললেন, তাহ'লে আমি কেন কাঁদব না? আমি বেঁচে আছি আর তোমরা কা'বাকে নতুনভাবে পর্দা পরানোর ন্যায় তোমাদের বাড়িগুলোকে পর্দা পরিয়েছ?[৬] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَا أَنَا فِى حَلْقَةٍ فِيهَا مَلأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ أَخْشَنُ الْجَسَدِ أَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْىِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ قَالَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَدْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ هَؤُلاَءِ إِلاَّ كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ. قَالَ إِنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا إِنَّ خَلِيلِى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم دَعَانِى فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ : أَتَرَى أُحُدًا. فَنَظَرْتُ مَا عَلَىَّ مِنَ الشَّمْسِ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثُنِى فِى حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ أَرَاهُ. فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لِى مِثْلَهُ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ. ثُمَّ هَؤُلاَءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا. قَالَ قُلْتُ مَا لَكَ وَلإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لاَ تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ. قَالَ لاَ وَرَبِّكَ لاَ أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

আহনাফ ইবনু কায়স (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসার পর একদা কুরাইশদের এক সমাবেশে বসা ছিলাম। সেখানে তাদের (গোত্রীয় নেতা) দলপতিও উপস্থিত ছিল। এমন সময় মোটা কাপড় পরিহিত সুঠাম দেহের অধিকারী ও রুক্ষ চেহারার এক ব্যক্তি আসল। এসে দাঁড়িয়ে বলল, সম্পদ কুক্ষিগতকারীদের সুসংবাদ দাও যে, একটি পাথর জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে, তাদের কারো বুকের মাঝখানে রাখা হবে। এমনকি তার কাঁধের হাড় ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং কাঁধের হাড়ের উপর রাখা হ'লে তা স্তনের বোটা ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং পাথরটি (আগুনের উত্তাপের ফলে) কাঁপতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, উপস্থিত লোকেরা সবাই মাথা নত করে থাকল এবং তার বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে কাউকে কিছু বলতে দেখলাম না। অতঃপর সে পেছন দিকে ফিরে এসে একটি খুঁটির কাছে বসে পড়ল, আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। অর্থাৎ তার কাছে এসে বসলাম। তারপর আমি বললাম যে, এরা তো তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি। তিনি (উত্তরে) বললেন, এরা (দ্বীন সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না বা জ্ঞান রাখে না। আমার বন্ধুবর আবুল কাসিম (ছাঃ) একবার আমাকে ডাকলেন এবং আমি উপস্থিত হলাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'তুমি ওহুদ পাহাড় দেখতে পাচ্ছ? আমি তখন সূর্যের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম এবং ধারণা করলাম, হয়ত তিনি আমাকে তার কোন কাজে পাঠাবেন। আমি বললাম, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এটা চাই না যে, এ পাহাড় আমার জন্য সোনা হোক আর যদি এত অঢেল সম্পদের মালিক আমি হয়েও যাই তাহলে ঋণ পরিশোধের জন্য শুধু তিন দীনার রেখে বাকি সব খরচ করে দিব। অতঃপর এরা শুধু দুনিয়া সঞ্চয় করছে, আর কিছুই বুঝছে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে বললাম, তুমি ও তোমার কুরাইশ গোত্রীয় ভাইদের কী হয়েছে; তুমি তাদের কাছে প্রয়োজনে কেন যাও না, মেলামেশা করো না আর কেনই বা কোন কিছু গ্রহণ করো না? উত্তরে সে বলল, তোমার প্রভুর শপথ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) তাদের কাছে পার্থিব কোন কিছু চাই না এবং দ্বীন সম্পর্কেও কোন কিছু জিজ্ঞেস করব না'।[৭] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي ذَرٍّ فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ قَالَ فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعٌ قَالَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوسًا قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوْ ادَّخَرْتَهُ لِحَاجَةٍ تَنُوبُكَ أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْرِغَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-

আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছামেত হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি আবু যার (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন। তিনি তার সম্পদগুলো বের করলেন। এসময় তার সাথে দাসীও ছিল। তিনি সে অর্থ দ্বারা নিজ প্রয়োজন পূরণ করতে থাকলেন। তিনি বলেন, তার সাথে অতিরিক্ত সাতটি দিলেন। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন যাতে তা দ্বারা কিছু মুদ্রা কেনা হয়। আমি তাকে বললাম, যদি আপনি এগুলো প্রয়োজনে জমা রাখেন তাহ'লে উন্নয়নে কাজে লাগবে বা বাড়িতে আগত মেহেমানের জন্য খরচ করতে পারবেন'। তখন তিনি বললেন, আমার বন্ধু আমাকে

৬. আহমাদ, আয-যুহুদ ১/১৯৭; আল-মাতালিবুল আলিয়া হা/৩২৮৩; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৪৫৮৭; ছহীহাহ হা/২৩৮৪।

৭. মুসলিম হা/৯৯২; আহমাদ হা/২১৪৬২; ইবনু হিব্বান হা/৩২৫৯।

Contents

নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যে স্বর্ণ বা রৌপ্যকে পাত্রে ভরে মুখ বন্ধ করে রেখে দেওয়া হ'ল তা হবে মালিকের জন্য অঙ্গার যতক্ষণ না তা আল্লাহ্র পথে দান করে দেওয়া হবে'।[৮]

আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর অভ্যাস ছিল, তিনি আগামীকালের জন্য কিছু জমা রেখে দিতেন না'।[৯] ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কিছু আগামী দিনের জন্য জমা করে রাখতেন না। সবই দান করে দিতেন। এটাই ছিল আলাহ তা'আলার উপর তাঁর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুলের নিদর্শন। তাঁর ওপর যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছিল, (যেমন বিবিগণ) তাদের এক বছরের খরচ তিনি একত্রে দিয়ে দিতেন। তাঁরা প্রয়োজনে খরচ করতেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় দান করতেন। ফলে কখনো এমন হতো যে, ঘরে রান্না করার মতো কিছুই থাকত না। অন্য আরেক হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا رَآنِى قَالَ : هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى مَنْ هُمْ قَالَ : هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.-

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কাবা গৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, কা'বা গৃহের মালিকের শপথ, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম, কিন্তু বিলম্ব না করে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হ'ল অধিক সম্পদের মালিকরা। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা এদিক ওদিকে (ডানে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে) ব্যয় করেছে। তবে এদের সংখ্যা অনেক কম। উট ও গরু মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট আসবে এবং তাকে ওদের শিং দ্বারা আঘাত করবে ও খুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। পদদলিত করে যখনই সর্বশেষটি চলে যাবে, তৎক্ষণাৎ প্রথমটি পুনরায় ফিরে আসবে এবং তা চলতে থাকবে লোকদের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত'।[১০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِينَ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. أَرْبَعٌ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ قُدَّامِهِ وَمِنْ وَرَائِهِ.- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রাচুর্যের মালিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, তবে যারা ডানে, বাঁয়ে, সামনে পেছনে (আল্লাহ্র পথে) নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তারা ব্যতীত'।[১১] অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى نَخْلٍ لِبَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلَكَ الْمُكْثِرُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ حَتَّى بِكَفِّهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ. فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মদীনার একটি বাগানে হাটছিলাম। তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! সম্পদশালীরা ধ্বংস হয়ে গেল। তবে এরা ব্যতীত। তিনি তিনবার বললেন এবং তিনি হস্ত তালু দ্বারা ডানে-বামে ও সামনে-পিছনে ইশারা করলেন। আর তাদের সংখ্যা খুবই কম। কিছুক্ষণ চলার পর আবার বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি তোমাকে জান্নাতের একটি ধনভান্ডারের সংবাদ দিব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তুমি বল, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল-াবিলা-হি ওয়ালা মালজা' মিনালাহি ইলা ইলাইহে' (নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত আলাহর নিকট ছাড়া আশ্রয় স্থানও নেই'।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ 'সম্পদশালীরা ক্বিয়ামতের দিন সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হবে। কিন্তু যারা নিজেদের মাল এদিক সেদিক (আল্লাহ্র পথে) খরচ করে এবং পবিত্র পন্থায় তা উপার্জন করে তারা এর ব্যতিক্রম'।[১৩] আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আলক্বামা বলেন, كَانَ ابن مسعود يُعْطِي النَّاسَ عَطَايَاهُمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ ، قَالَ : خُذْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله

৮. আহমাদ হা/২১৪২১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৭৭৬২; ছহীহুত তারগীব হা/৯২৯।
৯. তিরমিযী হা/২৩৬২; ছহীহুত তারগীব হা/৯৩০।
১০. বুখারী হা/৬৬৩৮; মুসলিম হা/৯৯০।
১১. ইবনু মাজাহ হা/৪১২৯; ছহীহাহ হা/২৪১২।
১২. আহমাদ হা/৮০৭১; ছহীহাহ হা/২৪১২; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৬১।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/৪১৩০; আহমাদ হা/২১৪৩৭; ছহীহাহ হা/১৭৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৬০।

عليه وسلم ، يَقُولُ : إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ. ‘ইবনু মাসঊদ (রাঃ) তাঁর সম্পদ দান করে দিতেন। অতঃপর জনৈক লোক আসলে তাকে এক হাযার দিরহাম দিয়ে বললেন, এটি গ্রহণ কর। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে দীনার ও দিরহাম ধ্বংস করে দিয়েছে এবং এ দু’টো তোমাদেরকেও ধ্বংস করে দিবে’।[১৪]

ক্বিয়ামতের দিন সম্পদের আধিক্য পুলছিরাত্ব অতিক্রম করার সময় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ পৃথিবীতে যার যেমন সম্পদ থাকবে সে পরিমাণ সম্পদ বহন করে জাহান্নামের উপর নির্মিত রাস্তা পার হ’তে হবে। বোঝা হালকা হ’লে সহজে তা অতিক্রম করে জান্নাতে যাওয়া যাবে। আর বোঝা ভারী হ’লে অবস্থা কঠিন হয়ে যাবে। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) অবৈধ পন্থায় সম্পদের পিছনে ছুটতে নিষেধ করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: قُلْتُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: أَلَا تَبْتَغِي لِأَضْيَافِكَ مَا يَبْتَغِي الرِّجَالُ لِأَضْيَافِهِمْ ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَئُودًا , لَا يُجَاوِزُهَا الْمُثْقِلُونَ , فَأُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ-

উম্মে দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুদ দারদাকে বললাম, কী ব্যাপার তুমিও কেন অমুক অমুকের মতো করে মেহমানের জন্য (দুনিয়া বা সম্পদ) তলব করো না? তখন তিনি উত্তরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই তোমাদের সামনে এমন সংকটময় গিরি রয়েছে যা (পার্থিব সম্পদের বোঝায়) ভারী লোকেরা অতিক্রম করতে পারবে না। তাই আমি ঐ গিরি অতিক্রম করার জন্য হালকা থাকতে চাই’।[১৫] তিনি আরো বলেন, إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ عَقَبَةً كَئُودًا لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا كُلُّ مُخِفٍّ ‘অবশ্যই তোমাদের সম্মুখে এমন এক ভয়ংকর গিরিপথ রয়েছে যা হালকা বোঝা ওয়ালা ছাড়া কেউ নাজাত পাবে না।[১৬] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ بِالرَّبَذَةِ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ مُسْعَبَّةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْمَجَاسِدِ وَلَا الْخَلُوقِ قَالَ : فَقَالَ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَا تَأْمُرُنِي بِهِ هَذِهِ السُّوَيْدَاءُ تَأْمُرُنِي أَنْ آتِيَ الْعِرَاقَ فَإِذَا أَتَيْتُ الْعِرَاقَ مَالُوا عَلَيَّ بِدُنْيَاهُمْ: إِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ دُونَ جِسْرِ جَهَنَّمَ طَرِيقًا ذَا دَحَضٍ وَمَزَلَّةٍ، وَأَنَّا إِنْ نَأْتِيَ عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ وَاصْطِبَارٌ أَحْرَى أَنْ نَنْجُوَ مِنْ أَنْ نَأْتِيَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَوَاقِيرُ-

আবু আসমা হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু যার (রাঃ) রাবাযা নামক স্থানে অবস্থানকালে তার নিকট গমন করেন। তখন তার সাথে তার ক্ষুধার্ত কালো বর্ণের স্ত্রী ছিল। যার দেহে কোন যা‘ফরান বা সুগন্ধির কোন চিহ্ন ছিল না। রাবী বলেন, তিনি বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য করবে না কী বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছে? কী নির্দেশ দিচ্ছে এই ছোট কালো মহিলাটি। সে বলে যাতে আমি ইরাকে গমন করি। আর আমি ইরাকে গমন করলে তারা দুনিয়ার সবকিছু নিয়ে আমার প্রতি ঝুঁকে পড়বে। অথচ আমার বন্ধু মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, জাহান্নামের পুলের সামনে একটি ধারালো পদস্খলনকারী রাস্তা রয়েছে। আর আমরা যদি সেখানে এমন অবস্থায় আগমন করি যখন আমাদের পিঠে হালকা বোঝা থাকবে তাহ’লে নাজাত পাব। ভারী বোঝা নিয়ে গমন করলে যা সম্ভব নয়’।[১৭]

উল্লেখ্য যে, ছিরাত একটি ভয়াবহ পথ যা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে। লোকেরা তাদের আমল অনুপাতে তার পার হয়ে জান্নাতে যাবে। আবার কেউ জাহান্নামে পড়ে যাবে। ছিরাত সর্বপ্রথম অতিক্রম করবেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি বলেন, وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِى أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَفِى جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ. قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِىَ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى ‘ইত্যবসরে জাহান্নামের উপর দিয়ে ছিরাত (রাস্তা) স্থাপন করা হবে। আর আমি ও আমার উম্মাতই হব প্রথম এ পথ অতিক্রমকারী। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ মুখ খোলারও সাহস করবে না। আর রাসূলগণও কেবল এ দো’আ করবেন, হে আল্লাহ! নিরাপত্তা দাও, নিরাপত্তা দাও। আর জাহান্নামে থাকবে সা‘দান বৃক্ষের কাটার মত অনেক কাঁটাযুক্ত লৌহ দণ্ড। তোমরা সা‘দান বৃক্ষটি দেখেছ কি? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তা সা‘দান বৃক্ষের কাটার মতই, তবে সেটা যে কত বিরাট তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী পাকড়াও করা হবে। কেউ তার আমলের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, আর কেউ আমলের শাস্তি ভোগ করবে’।[১৮]

(চলবে)

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

১৪. মুসনাদে বাযযার হা/১৬১২; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৫৮।
১৫. হাকেম হা/৮৭১৩; মিশকাত হা/৫২০৪; ছহীহাহ হা/২৪৮০।
১৬. ছহীহাহ হা/২৪৮০।
১৭. আহমাদ হা/২১৪৫৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৭৮।
১৮. বুখারী হা/৮০৬; মুসলিম হা/১৮২; মিশকাত হা/৫৫৮১।

Contents

ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ : কিছু সংশয় পর্যালোচনা

- আহমাদুল্লাহ

ভূমিকা : ছালাতের যে ক'টি বিষয়ে আমাদের মাঝে অস্পষ্টতা রয়েছে তন্মধ্যে ইমামের পিছে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের বিষয়টি অন্যতম। যারা ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পাঠ অসিদ্ধ বলে মনে করেন বা বিরোধিতা করেন, তারা কোন দলীলের ভিত্তিতে এমনটি করেন-সে বিষয়টির পর্যালোচনা হওয়া যরূরী। কেননা এগুলি অনেকের মনে সংশয়ের বীজ বপন করছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

দলীল-১ :

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له)، يعني : في الصلاة المفروضة যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। যেন তোমাদের প্রতি রহম করা হয় অর্থাৎ ফরয ছলাতের মধ্যে।[১]

পর্যালোচনা : সনদ যঈফ। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, علي هو ابن أبي طلحة، لم يسمع من ابن عباس আলী বিন আবী ত্বালহা ইবনে আব্বাস হ'তে শ্রবণ করেন নি।[২] হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেছেন, علي ابن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمص أرسل عن ابن عباس ولم يره من السادسة صدوق قد يخطىء مات سنة ثلاث وأربعين আলী বিন আবী ত্বালহা...ইবনে আব্বাস হ'তে মুরসাল বর্ণনা রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি তাকে দেখেননি। তিনি ষষ্ঠ ত্বাবাকার রাবী। তিনি সত্যবাদী, মাঝে মাঝে ভুল করতেন। তিনি ৪৩ হিজরীতে মারা গিয়েছেন'।[৩]

দলীল-২ :

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا المحاربي، عن داود بن أبي هند، عن بشير بن جابر قال: صلى ابن مسعود، فسمع ناسًا يقرأون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفقهوا! أما آن لكم أن تعقلوا؟ (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) ، كما أمركم الله –

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ছালাত পড়ছিলেন। তখন কতিপয় লোককে ইমামের সাথে ক্বিরাআত পড়তে শুনলেন। ছালাত শেষে তিনি বললেন, তোমাদের কি অনুধাবন করার সময় আসেনি, তোমাদের কি বুঝার সময় হয়নি? যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নীরব থাকবে'।[৪]

পর্যালোচনা : সনদ যঈফ। **প্রথমত :** বাশীর বিন জাবের ও মুহারিবী উভয়েই মাজহূল। 'মুহারিবী' বলতে কোন্ মুহারিবী তা আমরা জানতে সক্ষম হইনি। এ সম্পর্কে শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) বলেছেন, 'বাশীর বিন জাবেরের জীবনী কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায়নি। এমন রাবী যার জীবনী পাওয়া যায় না তিনি মাজহূল বা মাসতূর হয়ে থাকেন। সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী স্বীয় আল্লামা যুবায়দী হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম ছাহেবের (আবূ হানীফা) নিকটে মাজহূলের বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হয়'।[৫]

বাশীর বিন জাবের ছাহেবকে 'হাদীছ আওর আহলেহাদীছ' বইটির গ্রন্থকার 'ইয়াসির বিন জাবের' লিখেছেন। এর সনদের একজন রাবী 'আল-মুহারিবী'র নির্দিষ্ট পরিচয় রিজালের গ্রন্থসমূহ থেকে অনুসন্ধান করতে হবে। দ্বিতীয় এই যে, এই রেওয়ায়েতে 'ইমামের সাথে ক্বিরাআত করতে শুনেছেন' দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয় যে, তারা ইমামের পিছে উচ্চস্বরে ক্বিরাআত করেছিলেন। আর এটি সাধারণ জনগণেরও জানা আছে যে, আহলেহাদীছদের নিকটে ওযর ব্যতীত (যেমন ক্বিরাআতের ভুল ধরা) ইমামের পিছে জেহরী ক্বিরাআত নিষিদ্ধ।[৬]

দলীল-৩ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ –

আবূ হুরায়রা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমামকে নিয়োগ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। যখন সে তাকবীর দিবে তখন তোমরাও তাকবীর দিবে। আর যখন সে ক্বিরাআত করে তখন তোমরা চুপ থাকবে। আর যখন সে বলবে, সামিআল্লাহু

১. ইবনে জারীর হা/১৫৬০৪।
২. আল-ইরওয়া হা/১৪১১।
৩. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৪৭৫৪।
৪. ইবনে জারী, তাফসীরে ত্বাবারী হা/১৫৫৮৪।
৫. আহসানুল কালাম ২/৯৫।
৬. যুবায়ের আলী যাঈ, মাসআলা ফাতেহা খলফাল ইমাম, পৃঃ ১০৮।

লিমান হামিদাহ, তখন তোমরা বলবে আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ'।[৭]

পর্যালোচনা : এই হাদীছটি সম্পর্কে শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ বলেন, 'এই রেওয়ায়াতটি মানসূখ বা রহিত। এই হাদীছের রাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ) জেহরী ছালাতসমূহেও ইমামের পিছনে ফাতিহা পাঠের হুকুম দিতেন'।[৮]

রাবী যদি নিজের বর্ণনার বিরোধী ফৎওয়া দেন তবে ঐ রেওয়ায়াতটি হানাফীদের উছূল অনুযায়ীও মানসূখ হয়ে যায়'।[৯]

দলীল-৪ :

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ بِهِ مِنَ الصَّلاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ করলেন, যে ছালাতে তিনি উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পড়ছিলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ কি একটু পূর্বে আমার সাথে কুরআন পড়েছে? তখন একজন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হ্যাঁ, আমি পড়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাই তো বলেছি আমার সাথে কুরআন নিয়ে টানাটানি হচ্ছে কেন? লোকেরা যেদিন রাসূল (ছাঃ) হ'তে একথা শুনলেন তখন থেকে সেসব ছালাতে কুরআন পড়া ছেড়ে দিলেন, যেসব ছালাতে রাসূল (ছাঃ) উচ্চস্বরে কুরআন পড়তেন'।[১০]

পর্যালোচনা : এটাও মানসূখ। উপরের হাদীছের তাহক্বীক্বে মানসূখের কারণ বলা হয়েছে।

দলীল-৫ :

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ-

জাবের হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির ইমাম আছে, তার ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত বলে গণ্য হবে'।[১১]

পর্যালোচনা : যঈফ হাদীছ। এর একাধিক সনদ রয়েছে। আবুয যুবায়ের সম্পর্কে ইমামগণের মন্তব্য নিম্নরূপ-

(১) ইবনে হাজার (রহঃ) বলেছেন, محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير من التابعين مشهور بالتدليس 'আবুয যুবায়ের তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ'।[১২] তিনি আরো বলেছেন, أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة আবুয যুবায়ের আল-মাক্কী সত্যবাদী। কিন্তু তিনি তাদলীস করতেন। তিনি চতুর্থ স্তরভুক্ত'।[১৩]

(২) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেছেন, وَكَانَ يُدَلِّسُ 'তিনি তাদলীস করতেন'।[১৪]

(৩) সুয়ূত্বী (রহঃ)[১৫] বুরহানুদ্দীন হালাবী (রহঃ)[১৬] ইবনুল ইরাক্বী (রহঃ)[১৭] তাকে প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

(৪) শায়খ আলবানী[১৮] শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ[১৯] এবং শায়খ ইরশাদুল হক আছারী[২০] তাকে মুদাল্লিস বলেছেন।

দ্বিতীয় সমালোচিত রাবী : অপর রাবী জাবের আল-জু'ফী চরম সমালোচিত রাবী। নিম্নে তাঁর সম্পর্কে ইমামদের মতামত উল্লেখ করা হল-

(১) হাফেয হায়ছামী (রহঃ) বলেছেন, وَفِيهِ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعَفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ 'এতে জাবের বিন ইয়াযীদ আল-জু'ফী আছেন। তিনি যঈফ। যদিও শু'বা ও সুফিয়ান তাকে ছিক্বাহ বলেছেন'।[২১]

(২) শায়েখ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, وجابر هو ابن يزيد الجعفى وهو متروك 'জাবের বিন ইয়াযীদ আল-জু'ফী পরিত্যক্ত রাবী'।[২২]

---

৭. নাসাঈ হা/৯২১; আবূ দাঊদ হা/৬০৩; তিরমিযী হা/৩৬১।
৮. দ্র. আছারুস সুনান হা/৩৫৮; মুসনাদুল হুমায়দী, দেওবন্দী নুসখা হা/৯৭৪।
৯. দ্র. ত্বাহাবী, শারহু মাআনিল আছার ১/২৩; আছারুস সুনান মাআত তালীক্ব পৃ. ২০; তাওযীহুস সুনান ১/১০৭; খাযায়েনুস সুনান ১/১৯১, ১৯২; উমদাতুল ক্বারী ৩/৪১; হুসাইন আহমাদ, তাক্বরীরে তিরমিযী পৃ. ২১০।
১০. মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/১১১।
১১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৮০২।
১২. তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১০১।
১৩. আত-তাক্বরীব, রাবী নং ৬২৯১।
১৪. আস-সুনানুল কুবরা হা/২১১২; যিকরুল মুদাল্লিসীন, রাবী ১৫।
১৫. আসমাউল মুদাল্লিসীন জীবনী নং ৫৪।
১৬. আত-তাবঈন লি আসমাইল মুদাল্লিসীন জীবনী নং ৭২।
১৭. আল-মুদাল্লিসূন জীবনী নং ৫৯।
১৮. আহকামুল জানায়েয পৃ. ১৬০।
১৯. আল-ফাতহুল মুবীন পৃ. ১২০।
২০. মুসনাদুস সার্রাজ হা/৫৭২।
২১. মাজমা হা/১৭৪২।
২২. আল-ইরওয়া হা/১১৪৯।

(৩) ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেছেন, ضَعَّفُوهُ মুহাদ্দিছগণ তাকে দুর্বল বলেছেন'।[২৩]

(৪) ইমাম বুখারী[২৪], ইমাম মুসলিম[২৫], ইমাম নাসাঈ[২৬], ইবনে আবী হাতেম[২৭], ইবনে হিব্বান[২৮] এবং ইবনে আদী[২৯] সহ আরো অনেক বিদ্বান তার সমালোচনা করেছেন। উপরের আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, জাবের জু'ফী প্রত্যাখ্যাত রাবী। কেউ কেউ তাকে কাযযাবও বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, এর অন্য একটি সনদে জাবের জু'ফীর পরিবর্তে 'লায়ছ বিন আবী সুলাইম' রয়েছেন। তিনিও যঈফ রাবী। তিনি সত্যবাদী। কিন্তু শেষ বয়সে ইখতিলাত্বের শিকার হন। আর তাঁর হাদীছসমূহের মাঝে পার্থক্য করতে পারতেন না (কোন হাদীছটি ইখতিলাত্বের আগে আর কোনটি পরের তা বুঝতে পারতেন না)। ইবনুল জাওযী[৩০], আবুল হাসান ইবনুল ক্বাত্তান[৩১] ইবনে আব্দুল হাদী[৩২] হাফেয যায়লাঈ[৩৩] হাফেয হায়ছামী[৩৪] হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী[৩৫] তাকে যঈফ ও মুদাল্লিস বলেছেন।

তাছাড়াও এখানে আমভাবে ক্বিরাআতের কথা এসেছে। ইমামের পিছে আমভাবে যে কোন সূরা পাঠ করা নিষেধ। কিন্তু সূরা ফাতেহা ব্যতীত। ফাতেহাও ক্বিরাআতের অন্তর্ভুক্ত। তবে ক্বিরাআত দ্বারা আমভাবে ফাতেহা সহ সকল সূরাকে বুঝানো হয়। আমভাবে ক্বিরাআত পাঠ করা নিষেধ। তবে খাছভাবে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব।

দলীল-৬ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ، وَابْنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ–

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমরা সেজদায় থাকাবস্থায় যদি তোমরা ছালাতে শরীক হও তবে তোমরাও সেজদা করবে। সেটাকে কিছু গণ্য করবে না। আর যে ব্যক্তি রুকূ পেল সে যেন পুরো ছালাত পেল তথা ঐ রাক'আতটি পেল'।[৩৬]

পর্যালোচনা : সনদ যঈফ। এখানে ইয়াহইয়া নামে একজন সমালোচিত রাবী আছেন। তার সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেছেন, تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ هَذَا، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ইয়াহইয়া বিন আবী সুলায়মান শক্তিশালী নন'।[৩৭] ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ يَحْيَى بن أبي سُلَيْمَان الْمَدِينِيّ، وَهُوَ ضَعِيف 'এটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। এতে ইয়াহইয়া বিন আবী সুলায়মান আল-মাদীনী আছেন। তিনি যঈফ রাবী'।[৩৮]

দলীল-৭ :

عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ هُبَيْرَةَ بْنَ يَرِيمَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ–

আলী ও ইবনে মাসঊদ বলেছেন, যে ব্যক্তি রুকূ পেল না সে যেন সিজদা করেই সেটাকে রাক'আত গণ্য না করে'।[৩৯]

পর্যালোচনা : এর সনদ যঈফ। কারণ এখানে 'আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ' তাদলীস করেছেন। 'আসমাউল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে আছে যে, كثير التدليس ويعرف بالإمام তিনি অত্যধিক তাদলীসকারী এবং ইমাম হিসাবে পরিচিত।[৪০] ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাঁকে মুদাল্লিস বলেছেন।[৪১] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন।[৪২]

দলীল-৮ :

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ–

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেছেন, ইমামের ক্বিরাআতই তোমার জন্য যথেষ্ট।[৪৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। শায়খ আলী যাঈ (রহঃ) বলেছেন, আনাস বিন সীরীন ৩৩ বা ৩৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ

২৩. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৪৭।
২৪. আয-যুআফাউছ ছগীর, রাবী নং ৫০।
২৫. আল-কুনা ওয়াল আসমা, রাবী নং ২৯১৮।
২৬. আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকীন, রাবী নং ৯৮।
২৭. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, রাবী নং ২০৪৩।
২৮. আল-মাজরূহীন, রাবী নং ১৭৩।
২৯. আল-কামিল, রাবী নং ৩২৬।
৩০. আত-তাহকীক ফী মাসাইলিল খিলাফ হা/১৩১৫।
৩১. বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ফী কুতুবিল আহকাম ৫/২৯৫।
৩২. তানকীহুত তাহকীক ৩/২৩৪।
৩৩. নাছবুর রায়াহ ২/৪৭৫।
৩৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৬৩৬৪।
৩৫. ইতহাফুল মাহারাহ হা/২৭৬০; তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫৬৮৫; তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, নং ১৬/১৬৮।
৩৬. আবূ দাঊদ হা/৮৯৩।
৩৭. মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/৩৪৬৫।
৩৮. খুলাছাতুল আহকাম হা/২৩২৪।
৩৯. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৩৩৭১।
৪০. রাবী নং ৪৫।
৪১. তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৯১।
৪২. ছহীহাহ হা/১৭০১।
৪৩. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৭৮৪।

করেছেন।[৪৪] ওমর (রাঃ) ২৩ হিজরীতে শহীদ হয়েছিলেন।[৪৫] নাফে‘ ওমর (রাঃ)-কে পান নি।[৪৬] সুতরাং এই বর্ণনাটি মুনক্বাত্বি বা বিচ্ছিন্ন।

দলীল-৯ :

‘রাসূল (ছাঃ), আবূ বকর, ওমর এবং ওছমান (রাঃ) ইমামের পিছে ক্বিরাআত পাঠ হ’তে নিষেধ করতেন’।[৪৭]

তাহক্বীক্ব : প্রখ্যাত দেওবন্দী আলেম মাওলানা আব্দুল মতীন ছাহেব বলেছেন, ‘এর সনদে আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ আছেন, তিনি যঈফ’।[৪৮]

দলীল-১০ :

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْ لَا تَقْرَؤُوا مَعَ الْإِمَامِ –

ওমর (রাঃ) দৃঢ়ভাবে বলেছেন, তোমরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ কর না’।[৪৯]

পর্যালোচনা : এখানে সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহঃ) তাদলীস করেছেন। ইমাম নাসাঈ[৫০], বুরহানুদ্দীন হালাবী[৫১] সহ অন্যরা তাকে মুদাল্লিস রাবী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

দলীল-১১ :

عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ ইবনু মাসঊদ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ে তার মুখ যদি মাটিতে ভরে যেত’।[৫২]

পর্যালোচনা : মুহাম্মাদ বিন আজলান (রহঃ) ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-কে পাননি। এটা মুহতারাম আব্দুল মতীন ছাহেবও স্বীকার করেছেন।[৫৩]

দলীল-১২ :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا حَدِيجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَيْتَ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا –

ইবনু মাসঊদ বলেছেন, ‘যে ইমামের পিছে কিরাআত পাঠ করে তার মুখ যদি আগুনে ভরে যেত![৫৪]

পর্যালোচনা : এটা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত নয়। কারণ এখানে আবূ ইসহাক্ব সাবীঈ রয়েছেন যিনি মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবীর ‘আন’ যোগে বর্ণনা করা প্রসঙ্গে আব্দুল মতীন ছাহেব লিখেছেন, ‘আর স্বীকৃত কথা যে, মুদাল্লিস রাবী যদি আন (হতে বা থেকে) শব্দ যোগে বর্ণনা করেন, তবে সেটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র বলে বিবেচিত হয় না’।[৫৫]

অপর রাবী হুদাইজ সম্পর্কে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, ‘এর সনদটি যঈফ। এতে হুদাইজ বিন মুআবিয়া রয়েছেন। তিনি যঈফ। যেমনটি ইমাম নাসাঈ ও অন্যরা বলেছেন’।[৫৬] হাফেয হায়ছামী (রহঃ) বলেছেন, وَفِيهِ حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ এতে হুদাইজ বিন মুআবিয়া রয়েছেন। তিনি যঈফ। আবূ হাতেম বলেছেন, তিনি সত্যবাদী স্তরের। তার হাদীছ লেখা যাবে।[৫৭] মুসনাদে আহমাদের টীকাকারগণ হুদাইজকে যঈফ বলেছেন।[৫৮] ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ) বলেছেন, ‘হুদাইজ (হাদীছ বর্ণনায়) কিছুই নন’।[৫৯] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, ‘মুহাদ্দিছগণ তার কতিপয় হাদীছে সমালোচনা করেছেন’।[৬০] ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেছেন, حديج بن مُعَاوِيَة بَصرِي لَيْسَ بِالْقَوِيّ হুদাইজ বিন মুআবিয়া হ’লেন বছরার অধিবাসী। তিনি শক্তিশালী নন’।[৬১]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হ’ল যে, হুদাইজ হ’লেন যঈফ রাবী। যাকে জমহুর ইমামগণ সমালোচনা করেছেন।

দলীল-১৩ :

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ : أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ –

আবূ ওয়াইল হ’তে বর্ণিত যে, একজন ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদের নিকটে আসলেন। তিনি বললেন, আমি কি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করবো? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ তাকে বললেন, নিশ্চয় ছালাতে গভীর ধ্যান এবং মনোযোগ দিতে হয়। আর এর জন্য ইমামই তোমার জন্য যথেষ্ট।[৬২]

---

৪৪. তাহযীবুত তাহযীব ১/৩৭৪।
৪৫. তাকরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ৪৮৮৮।
৪৬. ইতহাফুল মাহরাহ ১২/৩৮।
৪৭. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/২৮১০।
৪৮. দলীলসহ নামাযের মাসায়েল পৃ. ১৫৬।
৪৯. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৮০৪।
৫০. যিকরুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১৮।
৫১. আত-তাবঈন লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ২৬।
৫২. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৮০৬।
৫৩. দলীলসহ নামাযের মাসায়েল পৃ. ১৫৭।
৫৪. শারহু মাআনিল আছার হা/১৩১০।
৫৫. দলীলসহ নামাযের মাসায়েল পৃ. ৮৭।
৫৬. আল-ইরওয়া হা/৫০৩।
৫৭. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১১৪৫৯।
৫৮. তাহক্বীক মুসনাদে আহমাদ ৭/৪০৯।
৫৯. তারীখে ইবনে মাঈন, দূরীর বর্ণনা, ক্রমিক নং ১৩১৯।
৬০. আত-তারীখুল কাবীর, ক্রমিক ৩৮৮; আয-যুআফাউছ ছগীর, ক্রমিক ৯৯।
৬১. আয-যুআফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ১২১।
৬২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৭৮০।

Contents

পর্যালোচনা : এখানে আমভাবে ক্বিরাআতের কথা আছে। খাছভাবে ফাতিহা পড়ার নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ থাকতে হবে। তা না হলে আম দলীল দ্বারা খাছ দলীলকে বাতিল করা হবে যা গ্রহণীয় নয়।

দলীল-১৪ :

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي نِجَادٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ–

যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করবে তার মুখে (যদি) জ্বলন্ত অঙ্গার হত![৬৩]

পর্যালোচনা : সনদ যঈফ। এখানে কাতাদা নামক একজন প্রসিদ্ধ রাবী রয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, 'তিনি মুদাল্লিস।[৬৪] হাফেয আলাঈ (রহঃ) বলেছেন, قتادة بن دعامة السدوسي أحد المشهورين بالتدليس وهو أيضا يكثر من الإرسال عن مثل النعمان بن مقرن وسفينة ونحوهما ক্বাতাদা বিন দিআমাহ অন্যতম প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী। তিনি প্রচুর পরিমাণে মুরসাল বর্ণনা রেওয়ায়াত করতেন।[৬৫]

ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, قتادة بن دعامة السدوسي البصري صاحب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان حافظ عصره وهو مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره 'ক্বাতাদা বিন দিআমাহ আস-সাদূসী আল-বছরী আনাস বিন মালেক (রাঃ) এর ছাত্র। তিনি তার যামানার যুগশ্রেষ্ঠ হাফেয ছিলেন। এবং তিনি তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ। নাসাঈ ও অন্যরা তাকে মুদাল্লিস রাবী হিসাবে উল্লেখ করেছেন'।[৬৬]

অপর রাবী আবূ নিজাদ হলেন মাসতূর বা মাজহূলুল হাল।

দলীল-১৫ :

হাম্মাদ বলেছেন, وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ سَكَرًا– 'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ে তার মুখ যদি মাদকে পূর্ণ হত!'[৬৭]

পর্যালোচনা : এর কোন সনদ ইমাম বুখারী (রহঃ) উল্লেখ করেননি। আমাদের জানামতে এর কোন সনদ নেই। না যঈফ আর না ছহীহ।

দলীল-১৬ :

আলী বলেছেন, مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ 'যে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করে সে স্বাভাবিক নিয়মের উপর নেই'।[৬৮]

পর্যালোচনা : মুহাম্মাদ বিন আজলান মুদাল্লিস রাবী। তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি তার সাথে আলীর সাক্ষাৎ হওয়া প্রমাণিত নয়। ইবনে হাজার (রহঃ) বলেছেন, محمد بن عجلان المدني تابعي صغير مشهور من شيوخ مالك وصفه بن حبان بالتدليس মুহাম্মাদ বিন আজলান আল-মাদানী স্বল্পবয়সী তাবেঈ এবং প্রসিদ্ধ। তিনি ইমাম মালেকের অন্যতম উস্তাদ। ইবনে হিব্বান তাকে মুদাল্লিস বলেছেন।[৬৯] সুতরাং বর্ণনাটি যঈফ।

দলীল-১৬ :

আলী বলেছেন, مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ 'যে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করলো সে স্বাভাবিক ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে গেল'।[৭০]

পর্যালোচনা : যঈফ। মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান দুর্বল রাবী।[৭১] শায়খ আলবানী তাকে যঈফ বলেছেন।[৭২]

দলীল-১৭ :

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ –

যায়েদ বিন ছাবেত বলেছেন, যে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করল তার কোন ছালাত নেই।[৭৩]

পর্যালোচনা : এর সকল রাবীই ছিক্বাহ। তবে মূসা বিন সা'দ বিন যায়েদের সাথে তার দাদা যায়েদ বিন ছাবেতের সাক্ষাৎ হওয়া প্রমাণিত নয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, وَلَا يُعْرَفُ لِهَذَا الْإِسْنَادِ سَمَاعٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يَصِحُّ مِثْلُهُ এই সনদের রাবীদের একে অপর থেকে হাদীছ শ্রবণের বিষয়টি অজ্ঞাত। আর এমন (বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত) হাদীছ

৬৩. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৭৮২।
৬৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, রাবী নং ১৩২; মীযানুল ইতিদাল, রাবী নং ৬৮৬৪।
৬৫. জামেউত তাহছীল, রাবী নং ৬৩৩; এছাড়াও আল-মুদাল্লিসীন রাবী নং ৪৯; আত-তাবঈন লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন রাবী নং ৫৭ ইত্যাদি।
৬৬. তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৯২; আল-ফাতহুল মুবীন পৃ. ১১১, রাবী নং ৯২।
৬৭. বুখারী, জুযউল ক্বিরাআত পৃ. ১৪।
৬৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/২৮০৬।
৬৯. তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৯৮; আল-ফাৎহুল মুবীন পৃ. ১১৭; তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬১৩৬।
৭০. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৭৮১।
৭১. ড. সাদ বিন নাছির বিন আব্দুল আযীয, তাহকীক মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ৩/৩৩১।
৭২. ইরওয়া হা/৫০৩।
৭৩. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৭৮৮।

Contents

ছহীহও হয় না।[৭৪] অত্র মওকূফ বর্ণনাটি যঈফ হলেও এর মরফূ সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি জাল। এটাকেই আলবানী (রহঃ) ‘বাতিল’ বলেছেন।[৭৫]

সারকথা : মারফূ হিসাবে এটা জাল। তবে মওকূফ হিসাবে যঈফ, সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে।

দলীল-১৮ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا عَلِيُّ بْنُ زَكَرِيَّا التَّمَّارُ , ثنا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ , ثنا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ , عَنْ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَهَرَ -

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ইমামের ক্বিরাআতই তোমার জন্য যথেষ্ট। আস্তে পাঠ করুক বা জোরে।[৭৬]

পর্যালোচনা : সনদ যঈফ। ইমাম দারাকুতনী নিজেই বলেছেন, عَاصِمٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ , وَرَفْعُهُ وَهْمٌ ‘আছেম শক্তিশালী নন। একে মরফূ হিসাবে বর্ণনা করায় তার ভ্রম হয়েছে’।[৭৭] এছাড়াও এখানে ক্বিরাআতের কথা আছে। খাছভাবে সূরা ফাতিহার কথা নেই। ইমাম বাযযার (রহঃ) বলেছেন, وَعَاصِمٌ فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ‘আছেম শক্তিশালী নন’।[৭৮] ইমাম মুগলত্বাঈ হানাফী (রহঃ) বলেছেন, ‘বায়হাক্বী এটা আছেম বিন আবদুল আযীয হতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যঈফ রাবী’।[৭৯] হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, ‘আছেম বিন আব্দুল আযীয হলেন যঈফ’।[৮০] ইমাম আবূ যুরআহ (রহঃ) বলেছেন, ‘আমি বললাম, আছেম বিন আব্দুল আযীয কেমন? তিনি বললেন, আছেম শক্তিশালী রাবী নন’। বুখারী (রহঃ) বলেছেন, ‘আছেম বিন আব্দুল আযীয আল-আশজাঈর ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে’।[৮১]

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পক্ষে আলোচ্য দলীলগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। আর কিরাআত পাঠের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলো আম দলীল। এগুলোতে খাছভাবে সূরা ফাতিহার কথা না পড়ার কথা বলা নেই। সুতরাং এ সকল দলীলের ভিত্তিতে ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ থেকে বিরত থাকা যাবে না। আল্লাহ আমাদেরকে হক বুঝার ও মানার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৭৪. তাহকীক জুযউল ক্বিরাআত হা/৪৫।
৭৫. যঈফা হা/৯৯৩।
৭৬. দারাকুতনী হা/১২৫২।
৭৭. ঐ।
৭৮. মুসনাদুল বাযযার হা/৩৮২।
৭৯. শরহে ইবনে মাজাহ হা/৯৪৩-এর আলোচনা দ্র.।
৮০. তানকীহুত তাহকীক মাসআলা নং ১২৬; আরো দেখুন : আল-কাশিফ, রাবী নং ২৫০৫; আল-মুগনী ফিয যুআফা, রাবী নং ২৯৮৬; আল-মুক্বতানা ফী সারদিল কুনা, রাবী নং ৩৯০৭।
৮১. আয-যুআফাউল কাবীর, ক্রমিক নং ১৩৬৪।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর’১২ হ’তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **‘সোনামণি’** -এর মুখপত্র **‘সোনামণি প্রতিভা’**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন ‘সোনামণি প্রতিভা’

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **‘সোনামণি প্রতিভা’**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

Contents

সাক্ষাৎকার : ড. অছিউল্লাহ আব্বাস

*[ভারতের জামি'আহ সালাফিয়্যাহ বেনারসে ৩১.০৩.২০১৬ মার্চ তারিখে ইসলামী মাদরাসা সমূহের সিলেবাসে আক্বীদা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক অর্ন্তভুক্তিকরণ চাহিদাপত্র জমাদান উপলক্ষ্যে বিজ্ঞ আলেম-ওলামা ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মাসজিদুল হারামের সম্মানিত মুফতী, মাননীয় শিক্ষক ও প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান ড. অছিউল্লাহ মুহাম্মাদ আব্বাস অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় যেটি বেনারস থেকে প্রকাশিত উর্দূ মাসিক পত্রিকা 'মুহাদ্দিছ'-এর জুন ২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারটি 'তাওহীদ ডাক'-এর পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হলো। সাক্ষাৎকারটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হুসাইন (ছানাবিয়াহ, ১ম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী)।- **সহকারী সম্পাদক**]।*

প্রশ্ন : শায়খ, আপনার নাম, বংশলতিকা, জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান সম্পর্কে জানতে পারি কি?

ড. অছিউল্লাহ আব্বাস : আমার নাম অছিউল্লাহ। বংশ তালিকা - অছিউল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আব্বাস খান বিন আহমাদ খান। আমাদের বংশ তালিকা ৭ম বা ৮ম পুরুষ পর্যন্ত পাওয়া যায়। এর পূর্বে আমার আর জানা নেই। আলহামদুলিল্লাহ আমি ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভারতের পাপরা ভূজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। আমাদের বংশের ভূজ বাবা নামে একজন ব্যক্তি এ গ্রামে বসবাসের গোড়াপত্তন করেন। এটাই আমার জন্মস্থান। প্রথমে এই গ্রাম বাস্তী যেলার অন্তর্গত ছিল। এখন এটি উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগর যেলায় অবস্থিত

প্রশ্ন : শায়খ, আপনি প্রাথমিক শিক্ষা কোথা থেকে শুরু করেছেন এবং কোন বয়সে?

ড. অছিউল্লাহ আব্বাস : আলহামদুলিল্লাহ, আমার দাদা গ্রামের জমিদার ছিলেন। তিনি গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আমার বংশটি ছিল সম্মানিত। সম্মানিত বলার কারণ ছিল যে, আমার বংশের লোকেরা গ্রামের অন্যদের সাথে বসবাস করার পাশাপাশি, তাদেরকে ছালাত, ছিয়াম, জুম'আ জামা'আত ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। আমাদের বংশের আরেকজন সম্মানিত ব্যক্তি মাওলানা আমরুল্লাহ নিজ বংশেরই সম্মানিত লোকদেরকে জ্ঞান অর্জনের জন্য মাওলানা নাযীর হুসাইন দেহলবীর নিকট প্রেরণ করতেন। তার এলাকার সাইয়েদ নাযীর হুসাইন-এর ছাত্র মাওলানা ইবাদুল্লাহ (ইউসুফপুর) শিক্ষার প্রসারে গ্রামে একটি মাদরাসা খোলেন। সেখানে আমি পাঁচ বৎসর বয়সে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক স্তরের মৌলিক জ্ঞান অর্জন শুরু করি। আমাদের বংশীয় মাওলানা মুহাম্মাদ সেলিম ছিলেন আমার উস্তাদ। তিনি আমাদেরকে খুব আদর করে পড়াতেন। তিনি আমাদের জন্য এতটাই কল্যাণকামী ছিলেন যে, যদি কেউ ক্লাসে অনুপস্থিত থাকত, তিনি তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতেন, দেখভাল করতেন। তিনি দুই বছর 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া'য় জ্ঞান অর্জন করেন। ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার ফলে মাদরাসটি তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে এবং তা বিরান হয়ে যায়। তখন তিনি আব্দুস সালাম বাসতুবী ছাহেবের মাদরাসা 'রিয়াযুল উলূমে' ভর্তি হন এবং সেখানে থেকে ফারেগ হন। ১৯৫৯ সালে নিজ গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামে ইউসুফপুরের মাদরাসা 'দারুল হুদা'য় ভর্তি হন। এই মাদরাসাটিকে মাওলানা আমরুল্লাহ ও ইবাদুল্লাহ এলাকায় প্রচলিত বিদ'আত ও ভ্রান্ত প্রথাগুলোর মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং এলাকার অধিকাংশ লোকই এখন আহলেহাদীছ। আমি সেখানে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি।

প্রশ্ন : শায়খ, জ্ঞানার্জনের জন্য জামি'আহ সালাফিয়্যাহতে আপনার আগমন কখন ও কিভাবে?

ড. অছিউল্লাহ আব্বাস : 'দারুল হুদা' মাদরাসায় যেই বছর আমি মিশকাত পড়তাম, সেই বৎসর সেখানে এক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তা হিসেবে মাওলানা আব্দুর রউফ রহমানী ও মাওলানা আব্দুল জলীল রহমানী এবং বিশেষ মেহমান হিসেবে মাওলানা নাযীর আহমাদ আমলবীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিলো। প্রোগামের শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ক্লাসে যেহেতু আমার পজিশন ১ম ছিল তাই আমাকেও পুরস্কার দেওয়া হয়। তখন মাওলানা নাযীর আহমাদ ছাহেব বলেছিলেন যে, সবচেয়ে ছোট বটে, তবে সবচেয়ে ভাল। 'দারুল হুদা' মাদরাসায় অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ উস্তাদ ছিলেন যারা বিভিন্ন নামী- দামী প্রতিষ্ঠান থেকে ফারেগ ছিলেন। উস্তাদদের মধ্য থেকে মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম বেনারসী দিল্লী রহমানিয়া থেকে ফারেগ হয়েছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্‌রীস দেওবন্দ থেকে পড়ে এসেছিলেন। তিনিই একমাত্র উস্তাদ যিনি আহলেহাদীছ ছিলেন। মাওলানা আব্দুর রহমান রহমানী দিল্লী রহমানিয়া থেকে ফারেগ হয়েছিলেন এবং জালালুদ্দীন মূতীপুরী ছাহেব যিনি মাওলানা নাযীর আহমাদ ছাহেবের খুব প্রিয় ও আস্থাভাজন ছিলেন, তিনি ইউসুফপুরে মাওলানার যাত্রাকালে বলেছিলেন যে, এই বাচ্চাটিকেও জামি'আহ রহমানিয়া বেনারসে ভর্তি করিয়ে দিবেন। তখন মাওলানা বলেছিলেন, এখনও অনেক ছোট। উত্তরে মাওলানা জালালুদ্দীন বলেছিলেন ছোট কিন্তু খুব

মেধাবী ও বিচক্ষণ। তখন মাওলানা আমাকে কিছু প্রশ্ন করেন তার মধ্য থেকে একটি প্রশ্ন ছিল, হাদীছে এসেছে যে, শেষ যামানায় ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, এর তাৎপর্য কী? আমি এর পুরোপুরি সঠিক উত্তর দিয়েছিলাম, তখন মাওলানা আমার উপর খুবই খুশী হয়েছিলেন। আর তিনি যাওয়ার সময় আমার এলাকার এক সাথী ভাই ছাদেক আলীকে বলে দিলেছিলেন যে, যখন তুমি বেনারস মাদরাসায় আসবে তখন এই বাচ্চাকে সাথে নিয়ে আসবে। সুতরাং ১৯৬২ সালে এখানে (জামি'আহ সালাফিয়াতে) আমি ভর্তি হয়ে যাই। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত লেখাপড়া করে ১৯৬৬ সালে এখানেই অধ্যাপনার কাজ শুরু করি।

প্রশ্ন : মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি কখন ও কিভাবে ভর্তি হন?

ড. অছিউল্লাহ আব্বাস : ১৯৬৬ সালে জামি'আহ সালাফিয়্যাহতে পাঠদানের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে শায়খ আব্দুল কাদের শাইবাতুল হামদ এবং হিন্দুস্থানে নিযুক্ত সউদী রাষ্ট্রদূত ইউসুফ ফাওযান ছাহেব আগমন করেন। তখন শায়খ আব্দুল কাদের ছাহেব বলেন যে, শায়খ ইবনে বায-এর পক্ষ থেকে চারজন ছাত্রকে মদীনা মুনাওয়ারায় লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই সুবাদে জামি'আহ্র চারজন ছাত্রকে নির্বাচন করা হয়। তারা হ'লেন শায়খ আব্দুল হামীদ রহমানী, শায়খ আব্দুস সালাম মাদানী, শায়খ আব্দুর রহমান লাইসী এবং আমি ।

অতঃপর আমরা শায়খ আব্দুল কাদেরের সাথে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মদীনা মুনাওয়ারায় যাই। তখন শিক্ষাবর্ষ শেষ হ'তে মাত্র তিন মাস বাকি ছিল। আমি ছাড়া বাকী তিনজন কুল্লিয়ার ১ম বর্ষে ভর্তি হন, আর আমি ছানাবিয়া ২য় বর্ষে। যখন মাস পূর্ণ হ'ল তখন একদিন শায়খ ইবাদ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আব্দুল হামীদ তোমার কতদিন আগে এসেছিল? তখন আমি বললাম দুই বছর। তখন তিনি বললেন, সে এখন কুল্লিয়া ১ম বর্ষে আর তুমি ছানাবিয়্যাহ শেষ বর্ষে এবং তোমার অনুপস্থিতি অনেক বেশী ।

অনুপস্থিতি এভাবে যে, তখন হাযিরা হ'ত সিট নম্বর হিসাবে। কিন্তু আমি জানতাম না যে আমার সিট নম্বর ছিল ৪৫। তাই যেখানেই খালি পেতাম সেখানেই বসে পড়তাম। এই জন্য শায়খ মনে করেছেন আমি অনুপস্থিত থাকি। তাই আমাকে ছানাবিয়্যাহ ২য় বর্ষে ভর্তি হতে হয়। এই বিষয়টি আমার খুব কঠিন মনে হয়। কেননা আব্বা বলতেন, পড়তে হয় তো ঘরেই পড়। তাহ'লে কৃষিকাজও করতে পারবে। পাশাপাশি দাওয়াত ও তাবলীগ করতে পারবে। আমার মাথায় এটি ছিল। পরবর্তীতে আলাহ তা'আলার বাণী- وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ বস্তুতঃ তোমরা এমন বহু কিছু অপসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার বহু কিছু পসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*।-এই আয়াতটির সত্যতার প্রকাশ ঘটে আমার জীবনে। কেননা এ কারণে আমি এক বছর পিছিয়ে যাই আর যেই বছর আমার কুল্লিয়া শেষ হয় সেই বছরই মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স বিভাগ খোলা হয়। আবার যেই বছর মাস্টার্স শেষ হয় সেই বছরেই ডক্টরেট বিভাগ খোলা হয়। অর্থাৎ এক বছর পিছিয়ে যাওয়ার ফলে আমি ঠিক সময়মত মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। নতুবা হয়ত দেশেই ফিরে যেতাম। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

প্রশ্ন : শায়খ, আপনি কুল্লিয়ার কোন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন? তারপর মাস্টার্সে ও ডক্টরেট বিভাগে কিভাবে আপনার ভর্তি সম্পন্ন হয়েছিল?

ড. অছিউল্লাহ আব্বাস : আমি কুল্লিয়াতে 'দাওয়াহ' বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম। আর মাস্টার্সে আমার ভর্তি হওয়াটা একমদই ভাগ্যের বিষয় ছিল। কেননা যেই বছর আমার কুল্লিয়া শেষ হয় সেই বছর মক্কার উম্মুল কুরায় 'কুল্লিয়াতুশ শারঈয়্যাহ ওয়াদ দিরাতুল ইসলামিয়্যাহ' বিভাগে মাস্টার্স খোলা হয়। তখন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় তার পুরাতন ছাত্রদেরকে একত্রিত করতে থাকে এবং এই ঘোষণা দেয় যে, ছয় জন অনারবী ছাত্র ভর্তি নেওয়া হবে। বাকীরা হবে আরবী। তখন ৫০/৬০ জন অনারবী ছেলে দরখাস্ত করে। তারমধ্যে আমিও একজন ছিলাম। তখন ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে যারা মনোনীত হয় তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। সেই সময় শায়খ হাম্মাদ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ'-এর ১ম খন্ড-এর তাখরীজের কাজ শুরু করেন । তখন আমিও তার সাথে প্রায় অর্ধেক কিতাবের তাখরীজের কাজ সম্পন্ন করি। তখন শায়খ মুছত্বফা আ'যমী ছাত্রদেরকে একটি প্রশ্ন করেন যে, কেউ যদি আরবী ভাষায় প্রকাশিত কিতাবসমূহকে অনুসন্ধান করতে চায় তবে কোন কিতাবের সাহায্য নেওয়া উচিৎ? কেউ উত্তর দিলনা। অবশেষে আমি উত্তর দিলাম যে, ইউসুফ বিন আলাইয়ান বিন মূসা সারকীস যিনি একজন লেবাননী খৃষ্টান তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'মু'জামুল মাতবূ'আত আল-আরাবিয়্যাহ'। তখন শায়খ মুছত্বফা আ'যমী শায়খ আমীন আল-মিছরীকে সম্বোধন করে বলেন যে, শায়খ আল্লাহ্র কসম হিন্দুস্তানবাসীরাও আলেম। অতঃপর আমার যখন মাস্টার্স সম্পন্ন হয়, তার তিন মাস পূর্বে ডক্টরেট বিভাগ খোলা হয়। তাই পরবর্তীতে ডক্টরেট-এ ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই এবং সেই সময় আমি বিবাহ করি। ডক্টরেট করার সময় আমি লাইব্রেরীতে কাজের আবেদন করি। আল্লাহ তা'আলার দয়ায় আমার আবেদন মঞ্জুর করা হয়। তখন থেকেই আমি লাইব্রেরীর সাথে জুড়ে যাই।

প্রশ্ন : ডক্টরেটে আপনার কোন বিষয়টি প্রিয় ছিল এবং তা কোন শায়েখের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল?

ড. অছিউল্লাহ আব্বাস : মাস্টার্সে পড়ার সময় আমি নিয়ত করেছিলাম যে, ডক্টরেটে যখন পড়বো তখন 'ফাযায়েলুছ

ছাহাবা' বিষয়টির তাহক্বীক্ব ও তাখরীজের কাজ করবো। কেননা এই কিতাবটি কারো কাছে ছিলনা। তবে আমার জানা ছিল যে, মিনায় বসবাসকারী আব্দুর রহীম ছাদীকের কাছে এর একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যা তিনি তুর্কি থেকে এনেছিলেন। ডক্টরেটে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিল 'সাইয়্যিদ ছিফর মিছরী, যিনি শায়েখ রবী' বিন হাদী আল-মাদখালীরও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

প্রশ্ন : শায়খ, 'উম্মুল কুরা' বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও হারাম শরীফের সম্মানিত মুফতী হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার আলাপ-আলোচনা কখন ও কিভাবে শুরু হয়?

ড. অছিউল্লাহ আব্বাস : ১৩৯৭ হিজরী যখন আমি ডক্টরেট করেছিলাম তখন মুহাম্মাদ নাছের রাশেদকে হারামাইনের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়। তিনি হারাম শরীফের উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। হারাম শরীফের দিকে তাকিয়ে 'উম্মুল কুরা'র ভিসিকে বললেন যে, আমাকে এমন একজন ছাত্র দিন যে হাদীছ, উছূলে হাদীছ, তাফসীর, উলূমে তাফসীরের দারস দিতে পারবে। তখন ভিসি আমাকে ডেকে বললেন, হারাম শরীফে যাবে? তাহ'লে ১৩০০ রিয়াল পাবে। আমি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। আর মনে মনে এই আয়াত পাঠ করে ছিলাম رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 'হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার পক্ষ হ'তে আমার প্রতি কল্যাণ নাযিলের মুখাপেক্ষী' *(ক্বাছাছ ২৮/২৪)*। অতঃপর আমাকে সেখানে পাঠানো হয়।

১৩৯৮ হিজরী (১৯৭৯খৃঃ)-তে যখন মাহদী দাবীদার জুহাইমান আল-উতাইবীর হামলার ঘটনা ঘটল, তখন আমরা সমস্ত মানুষ সেখানেই ছিলাম। পনের দিন আমরা চিৎ হয়ে ছালাত আদায় করেছি। যখন-ই আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়োজাহাজ অতিক্রম করত, তখনই ছাত্ররা ভয় পেয়ে যেত। যখন তাদের মনে বেশী ভয় সঞ্চারিত হত, তখন আমি তাদেরকে 'গ্রীষ্মের খরতাপযুক্ত মেঘ অচিরেই দূর হয়ে যাবে' বলে সান্ত্বনা দিতাম। আর আমি এমন পরিস্থিতির মধ্যেই ২০০ পৃষ্ঠা হাদীছের তাখরীজ করে ফেলি।

১৩৯৮ হিজরীর শেষে যিলক্ব'দ মাসে আমার প্রবন্ধ পেশ করি। আর ১৩৯৯ হিজরীতে আমার ডক্টরেট শেষ হয়। ১৪০১ হিজরী সনে মুহাররম বা রবীউল আওয়াল মাসে হজ্জের পরে 'কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়' জেদ্দায় আমার প্রবন্ধের পর্যালোচনাও শেষ হয়।

যখন হারাম শরীফে যাই তখন মুহাম্মাদ নাছির রাশেদ আমাকে দিয়ে দরখাস্ত লিখান যে, আমি এই কাজ খুব ভালোভাবে আঞ্জাম দিব এবং অধ্যাপনাতেও কোন ত্রুটি করব না। আর ছয় বছর আমি এই প্রতিষ্ঠানেই অধ্যাপনা করেছি। তখন শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সাবীলের সাথে ভালোভাবে পরিচিত হয়ে যাই। কেননা ১৪০০ হিজরীতে 'মু'তামারুদ দাওয়াহ ওয়াত তা'লীম'-এ আমি তার সাথে হিন্দুস্থানে এসেছিলাম এবং মিসর ও নাইজেরিয়াতেও গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে হারাম শরীফে থাকার পরামর্শ দেন এবং সাথে সাথে সেখানে আরবীতে দারস প্রদানের সুযোগ দেন। পরবর্তীতে শায়েখ সাবীল আমাকে তার উপদেষ্টা বানিয়ে নেন। এভাবে তিন বছর ছিলাম। তখন এক আইন জারী হয় যে, হারাম শরীফের সে ব্যক্তিই দরস দিতে পারবে, যার কাছে সঊদী নাগরিকত্ব রয়েছে। তখন আমি খুব পেরেশান হয়ে শায়েখ সাবীলের ঘরে গিয়ে এই আয়াতটি পাঠ করি, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ 'অতঃপর যখন ঈসা তার কওমের মধ্যে কুফরী অনুভব করল, তখন বলল, কে আল্লাহ্র পথে আমার সাহায্যকারী হবে? *(আলে-ইমরান ৩/৫২)*। আমি শায়েখকে পুরো বিষয়টি খুলে বলি ও সাহায্য কামনা করি। কিছু দিন পর আমি ঘরে ছিলাম। তখন সাবীল সাহেবের ছেলে ওমর সাবীলের ফোন আসে যে, বাবা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। আমি পেরেশান হয়ে গেলাম যে কী ব্যাপার? তারপর আমি গেলাম, তিনি আমাকে ভালভাবে নিলেন ও বললেন, যাও দরস দাও। এটা ১৪১৬ হিজরীর ঘটনা। অতঃপর ১৪১৯ হিজরীতে আমি বুখারীর দরস দেওয়া শুরু করি। মাশাআল্লাহ আজ পর্যন্ত তা চালু রয়েছে।

প্রশ্ন : শায়েখ সঊদী আরবে আপনি কোন কোন শিক্ষক থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন?

ড. অছিউল্লাহ আব্বাস : সেখানে তো আমি অনেক শিক্ষক থেকে ফায়দা লাভ করেছি, তাদের ক্লাসেও শামিল ছিলাম। তাদের কয়েকজনের নাম উলেখ করছি, শায়খ হাম্মাদ আনছারী, শায়খ মুছত্বফা আনছারী, শায়খ আলী নাছির ফাক্বীহী, শায়খ হাসান আল-গুমারী, শায়খ আলী আমীন মিছরী (তিনি সিরিয়ার নাগরিক ছিলেন), শায়খ ছালেহ বিন হামীদ, শায়খ আব্দুর রহমান, শায়খ আবু সুলাইমান, শায়খ রবী' বিন হাদী আল-মাদখালী (ছানাবিয়্যাতে তাঁর কাছে 'শারহুল আক্বীদাতুল ওয়াসাতিয়্যাহ' পড়তাম) প্রমুখ। এছাড়াও আরো অনেক উস্তাদ রয়েছেন যাদের থেকে আমি জ্ঞানার্জন করেছি।

প্রশ্ন : শায়খ, আপনি কোন আলেম থেকে ইজাযাহ সনদ লাভ করেছেন?

ড. অছিউল্লাহ আব্বাস : আমার খুবই আফসোস হয় যে, এ পর্যন্ত মাত্র চারজন শিক্ষকের কাছ থেকে ইজাযাহ সনদ লাভ করেছি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, আল্লামা শানক্বীত্বী (রহঃ), শায়খুল হাদীছ ওবাইদুল্লাহ রহমানী, শায়েখ আবেদ হাসান (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাবীল (রহঃ) যিনি হজ্জব্রত পালনরত অবস্থায় ছিলেন। মজার ব্যাপার হ'ল যখন আমি তাঁর নিকট ইজাযাহ সনদ চাইলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, اجزتك من قبل ان تقول 'তুমি বলার আগেই আমি তোমাকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছি'।

Contents

ঈমানের মহান মর্যাদা

-শরীফুল ইসলাম

ভূমিকা :

ঈমান মুমিনের আসল সম্বল। ঈমানের আলোকরশ্মিতে মুমিন দুনিয়ার যাবতীয় চাকচিক্য, সৌন্দর্য, মিথ্যা মায়া ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। ঈমানের মর্যাদার বদৌলতে মুমিন প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পেয়ে থাকে। আর ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ গ্রহণ করলে মুমিন সমস্ত কুপ্রবৃত্তি হ'তে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। যার দরুণ ঈমানের জোশে মুমিন ইহজগত ও পরজগতে অপার মর্যাদার অধিকারী হয় এবং সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

ঈমানের মর্যাদা ও ফযীলত :

ঈমান নামের অমীয় সুধা মুমিনগণ লাভ করে যার দরুণ তারা ঈমানের মহান মর্যাদা ও ফযীলত পেয়ে থাক। ঈমানের সোহাগমাখা ছোঁয়ায় মুমিন জীবন ফুলে-ফলে সুশোভিত হয় এবং এর ফলাফল মুমিন ইহজগতে প্রতিটি পদক্ষেপে আঁচ করতে পারে। নিম্নে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণনা করা হ'ল।

আল্লাহ্র উপর ঈমান আনায়ন সর্বোত্তম আমল :

মহান আল্লাহ্র নিকট বান্দার সর্বোত্তম আমল হ'ল তার বক্ষমূলে ঈমানের বীজ বপণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, أَفْضَلُ الأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِيمَانٌ لاَ شَكَّ فِيهِ 'আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম আমল হ'ল ঈমান আনয়ন করা'।[১]

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা। তাকে বলা হ'ল তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করা। আবার তাকে বলা হ'ল তারপর কি? তিনি বললেন, কবুল হজ্জ'।[২]

অত্র হাদীছের মাধ্যমে ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমাণ পেশ করেছেন যে, বান্দার সর্বোত্তম আমল হ'ল ঈমান। আর ঈমানটাই আমল। কেননা মানুষের অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়িত হয় থাকে। তাইতো রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন আমল সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে জিহাদ ও হজ্জের কথা উল্লেখ করলেন। সুতরাং জিহাদ ও হজ্জ আমল দু'টি সংযুক্ত রয়েছে ঈমানের (বিশ্বাসের) সাথে। এ কারণেই আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রঃ) ছহীহ বুখারীতে পরিচ্ছেদ চয়ন করেছেন, إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ 'নিশ্চয় ঈমানটাই আমল'।

ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ধন্য করেছেন :

বান্দাকে আল্লাহ প্রদত্ত যত নে'মত প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম দান হ'ল ঈমান। বান্দার উপর আল্লাহ্র রহমত ও বরকত অবতরণের যোগসূত্র হ'ল ঈমান। ঈমানের মাধ্যমেই আল্লাহ বান্দার উপর দয়াপরবশ হয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ '(তারা মনে করে) তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমাকে ধন্য করেছে। তুমি বল, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছ মনে কর না। বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক' *(হুজুরাত ৪৯/১৭)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাছীর (রঃ) তার তাফসীরে বলেন, অর্থাৎ অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বলেন যে, আরবগণ মনে করত যে, তারা এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উপকার করছে, তার স্বার্থে ইসলাম গ্রহণ করছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে অবসান করে অবতরণ করেন, قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ। আর রাসূল (ছাঃ) হোনায়েনের যুদ্ধের দিন আনছার-মুহাজিরদেরকে সে কথা স্মরণ করে বলেছিলেন যে, হে আনছারগণ! আমি কি তোমাদেরকে ভ্রষ্টতার মধ্যে পাইনি? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। আর তোমরা ছিলে বিচ্ছিন্ন আর আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে জুড়ে দিয়েছেন। আর তোমরা ছিলে দরিদ্র আমার মাধ্যমে তোমাদের অভাব মোচন করেছেন। এভাবে যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন, তখন আনছাররা বলেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহসানকারী'।[৩]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের নিকট ঈমানকে প্রিয়তর করে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং ঈমানের মাধ্যমে যাবতীয় কুফরী, ফাসেকী, অবাধ্যতাকে ঘৃণিত করে

১. আহমাদ হা/ ৭৫০২।
২. বুখারী হা/২৬।
৩. তাফসীর ইবনু কাছীর ৭/৩৯০ পৃঃ।

দেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ 'কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরসমূহে সুশোভিত করেছেন। আর তোমাদের নিকট কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপসন্দনীয় করে দিয়েছেন। তারাইতো সত্য পথপ্রাপ্ত' *(হুজুরাত ৪৯/৭)*।

মানুষ ঈমানের মাধ্যমেই আত্মার তৃপ্তি পেয়ে থাকে এবং অন্তরকে ঈমানের দ্বারাই সুসজ্জিত করে। এভাবেই বান্দা তার আত্মার মাঝে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করে। যার কারণে মুমিন তার অন্তরে ঈমানের পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং বাহ্যিকভাবে ইবাদতে মশগুল থাকে।

আমল কবুলের পূর্বশর্ত ঈমান :

আল্লাহ তা'আলা নেক আমলের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টির পথ উন্মুক্ত করেছেন। আর ঈমানকে নেক আমল কবুলের পূর্বশর্ত হিসেবে মানদণ্ড করেছেন। ঈমান ব্যতীত কোন নেক আমল করে পারলৌকিক জীবনে কোন সফলতা আসবে না। পরকালে সফলতার জন্য সর্বাগ্রে মযবুত ঈমান প্রয়োজন। ইহাই ঈমানের সর্ববৃহৎ মর্যাদা। মুমিনগণ ঈমানের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকার লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا 'আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং ছওয়াব লাভে দৃঢ় বিশ্বাসী অবস্থায় তার জন্য যথার্থ প্রচেষ্টা চালায়, তাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে' *(বানী ইসরাঈল ১৭/১৯)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ 'অতএব যে ব্যক্তি বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম করে, তার কোন কর্মই অস্বীকৃত হবে না। আর আমরা তা লিপিবদ্ধ করে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৯৪)*। এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঈমানকে পরকালীন মহান সফলতার জন্য শর্তযুক্ত করেছেন।

বান্দা ঈমানশূন্য হলে তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয় যায় :

আমলসমূহ সংরক্ষিত ও ফলপ্রসূ হয় ঈমানের মাধ্যমেই। বান্দার ঈমান হরণ করা হ'লে তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়, যার ফলে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ব্যাপারে সবাই সমান। সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকি নবী-রাসূলগণও। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 'অথচ নিশ্চিতভাবে তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের (নবীদের) প্রতি (তাওহীদের) প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। অতএব যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। মহান আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদেরকে খাছ করে বলার পর আমভাবে বলেন, ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'এটাই আল্লাহ্‌র হেদায়াত। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এ পথে পরিচালিত করেন। তবে যদি তারা শিরক করত, তাহ'লে তাদের সব কাজকর্ম নিস্ফল হয়ে যেত' *(আন'আম ৬/৮৮)*। অত্র আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, শিরক সমস্ত আমলসমূহকে বিনষ্ট করে দেয়, ঈমান আমলসমূহকে রক্ষা করে এবং এর মাধ্যমেই মুমিন মহান সফলতার মাধ্যমে মর্যাদাবান হয়।

ঈমানের দৃষ্টান্ত এক উত্তম ফলবান বৃক্ষের ন্যায় :

মহান আল্লাহ ঈমানের পবিত্র বাণীকে উপমা হিসেবে পেশ করছেন এক ফলবান বৃক্ষের সাথে। মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ - تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ-

'তুমি দেখ না আল্লাহ কিভাবে উপমা বর্ণনা করেন? পবিত্র বাক্য হল পবিত্র বৃক্ষের মত। যার মূল সুদৃঢ় ও শাখা আকাশে উত্থিত। যা সর্বদা ফলদান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত সমূহ বর্ণনা করেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ইবরাহীম ১৪/২৪-২৫)*। আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে বৃক্ষের সাথে উপমা হিসেবে পেশ করছেন, যে বৃক্ষ উত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ফলপ্রসূ। যার শিকড় (আমল) স্থায়িত্বপূর্ণ এবং ডালপালা ছড়িয়ে আছে মানব কল্যাণে। মুমিন হবে অপরের হিতাকাংক্ষী। একজন ঈমানদার সর্বদা অপর মুমিনের জন্য হবে সহায়ক। সকল মুমিন একটি দেহের মত।

ঈমানদারগণ সৃষ্টির সেরা :

সমস্ত সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাদের জন্য জান্নাতে মর্যাদার স্থান নির্বাচন করেছেন। বান্দার মাঝে ঈমানদারগণের মর্যাদাই উর্ধ্বে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হ'ল সৃষ্টির সেরা' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৭)*। তাদের শেষ শুভ পরিণাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ 'তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে চিরস্থায়ী বসবাসের বাগিচাসমূহ; যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। যেখানে তারা অনন্ত কাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপরে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৮)*। তিনি আরো বলেন, وَأُدْخِلَ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ 'আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে 'সালাম' *(ইবরাহীম/২৩)*।

ঈমানদার কখনও জাহান্নামে যাবে না :

যে অন্তরে ঈমানের বীজ বোপিত হয়েছে সে অন্তর জাহান্নামের (স্থায়ী) বাসিন্দা হবে না। তার জন্য জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে। সরিষা পরিমাণ ঈমান অন্তরে থাকলেও সে জাহান্নামের অধিকারী হবেনা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এই বলে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, মহান আল্লাহ তাঁর জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন'।[৪] মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কণা পরিমাণ যুলুম করেন না। যদি কোন সৎকর্ম থাকে, তাহ'লে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন। আর আল্লাহ তাঁর তরফ থেকে মহা প্রতিদান দিয়ে থাকেন' *(নিসা ৪/৪০)*। অপর হাদীছে বলা হয়েছে, يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. 'জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর মহান আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো'।[৫]

সুতরাং বান্দা তার আমলের কমতির কারণে সাময়িক জাহান্নামী হলেও তার বক্ষে সুপ্ত ঈমানী দৃঢ়চিত্ততা থাকার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু কাফের, মুশরিক যাদের অন্তরে ঈমানের ছোঁয়া নেই তারা কস্মিনকালেও জান্নাতে প্রবেশের আশা করতে পারে না। কেননা তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করা হয়েছে।

শয়তান ঈমানদারদেরকে করায়ত্ব করতে পারে না :

শয়তানের ফাঁদে মুমিন কখনই আবদ্ধ হয় না। যদিও শয়তান আদম সন্তানের রগে রগে বিচরণ করে কিন্তু ঈমানদার তার ঈমানের শক্তিতে সমস্ত শয়তানী কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। একমাত্র ঈমানই তাকে টিকিয়ে রাখে শয়তানের কুপ্রবৃত্তি মোকাবেলায়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ তার (শয়তানের) কোন আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। তার আধিপত্য তো কেবল তাদের উপরেই চলে, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা তার কারণে মুশরিক হয়েছে *(নাহল ১৬/৯৯-১০০)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا 'নিশ্চয়ই আমার (অনুগত) বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। আর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৬৫)*।

সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত কেবল ঈমানদারগণ ব্যতীত :

পৃথিবীর সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে হাবুডুবু খায় একমাত্র ঈমানদার ব্যতীত। এটা হয় একমাত্র শূন্যতার কারণেই। কেননা ঈমানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সম্বল যা তাকে সমস্ত ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। ঈমান হ'ল মুমিনের রক্ষাকবয। আর ঈমানের মর্যাদা তো এটাই। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আসর ১০৩/২-৩)*।

আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণ উত্তম প্রতিদান দিবেন :

মহান আল্লাহ ঈমানের মজবুত রশিকে আকড়ে ধরার জন্য মুমিনদেরকে উত্তম ও সম্মানজনক পুরস্কার ভূষিত করবেন। যার সর্বশেষ ধাপ হ'ল জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত লাভ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 'সত্বর আল্লাহ মুমিনদের মহা পুরস্কার দান করবেন' *(নিসা ৪/১৪৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا 'তুমি মুমিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রয়েছে মহা অনুগ্রহ' *(আহযাব ৩৩/৪৭)*। পরিশেষে আমরা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করবো যে মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে ঈমানের মাধ্যমে প্রকৃত মুমিনদের কাতারে শামিল হওয়ার তাওফীক দান করেন। যার ঘোষণা হয়েছে এভাবে وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ 'আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের দূরে না রেখে কাছে আনা হবে' (ক্বাফ ৫০/৩১)।*[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]*

৪. বুখারী হা/৪২৫; মুসলিম হা/১৫২৮।
৫. বুখারী হা/২২, ৪৫৮১।

ষড়রিপু সমাচার

--লিলবর আল-বারাদী

(৫ম কিস্তি)

পাঁচ. মদ রিপু :

মদ হলো দম্ভ গর্ব, অহংকার, দর্প, মদ্য, প্রমত্ততা, বিহ্বলভাব ইত্যাদি। যে কোন ধর্মীয় বিধানে মদের কোন স্থান নেই; সে দম্ভ বা মদ্য যাই হোক। মদ মানুষকে তার প্রকৃত অবস্থা থেকে বিকৃত করে দেয়। তার আসল রূপটি লোপ পায়। মদান্ধ মানুষদের অধিকাংশই আত্মশ্লাঘায় ভোগে। এ আত্মশ্লাঘায় বা আত্মম্ভরিতা তার নিজের মধ্যে নিহিত আত্মবোধ বা আত্মদৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে পৃথিবীর সবকিছুই তুচ্ছ মনে করে ধরাকে সরাজ্ঞান করে থাকে। জীবনের অর্জিত বা সঞ্চিত যাবতীয় সম্পদকে সে এক ফুৎকারে ধ্বংস করে দিতে পারে।

প্রবাদে আছে, 'অহংকার পতনের মূল'। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, মানুষ অনেক সাধনা করে, ত্যাগ-তিতিক্ষা করে যা কিছু অর্জন করে তা সে অহংকারের কারণে ধরে রাখতে পারে না। তার অহংকার ধীরে ধীরে তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। মদান্ধ মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য খুব বেশী পীড়াপীড়ি করে থাকে। সর্বত্রই চায় তার সর্বোচ্চ সাফল্য এবং তাতে আত্মঅহংকারে স্ফীত হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যাহির করার প্রাণান্ত চেষ্টায় বিভোর-বিহবল হয়ে পড়ে। ফলে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি তো পায়ই না; উপরন্তু হীন ও ক্ষুদ্র বলেই স্বীকৃতি পায়। এতে তার যে স্পর্ধার বিকাশ ঘটে তা তাকে নগ্ন, নির্লজ্জ ও বেসামাল করে তুলে। আর তখনই তার অনিবার্য পতন হয়ে থাকে।

গর্ব-অহংকার যেমনি মানব জীবনকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে তেমনি বিনয়, ভদ্রতা-নম্রতা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণে সাহায্য করে। সর্বপ্রথম অহংকার করেছিল ইবলীস শয়তান। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 'আর যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*। ইবলীস ঐ সময় নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলল, 'আমি ওর চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে'। আল্লাহ বললেন, তুই বের হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত, তোর উপরে আমার অভিশাপ রইল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৬-৭৮; আ'রাফ ৭/১২)*।

ক. অহংকারের নিদর্শন সমূহ : যে অহংকারী সে অভিশপ্ত, নীচুতম ব্যক্তি ও সম্মান বিভ্রাট ধিক্কার পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি। মহান আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) বললেন, তুমি নেমে যাও এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি নীচুতমদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তোমার অহংকার করার অধিকার নেই' *(আ'রাফ ৭/১৩)*।

অহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তিকে যেমন কেউ পসন্দ করে না, তেমনি তাকে আল্লাহ্‌র ভালবাসেন না। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ 'যমীনে গর্বভরে চল না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিককে ভালবাসেন না' *(লোক্বমান ১৮)*।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ. 'যার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহংকার থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[১] নিম্নে দাম্ভিকদেও কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা হ'ল।

১. দম্ভভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা : এটি করা হয়ে থাকে মূলতঃ দুনিয়াবী স্বার্থের নিরিখে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, 'অহংকার হ'ল 'সত্যকে দম্ভের সাথে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'।[২]

২. নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা : যেমন ইবলীস আদমের চাইতে নিজেকে বড় মনে করেছিল এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছিল। সে যুক্তি দিয়েছিল, أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا 'আমি কি তাকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? *(ইসরা ১৭/৬১)*।

৩. অন্যের আনুগত্য ও সেবা করাকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করা : এই প্রকৃতির লোকেরা মনে করে সবাই আমার আনুগত্য ও সেবা করবে, আমি কারো আনুগত্য করব না। এরা ইহকালে অপদস্থ হয় এবং পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا 'পরকালের ঐ গৃহ আমরা তৈরী করেছি ঐসব লোকদের

১. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮।
২. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮।

জন্য, যারা এ দুনিয়াতে উদ্ধত হয় না ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

৪. নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করা : আবু জাহল এরূপ অহংকার করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তার অভিজ্ঞ পরিষদবর্গ ও শক্তিশালী জনবলের ভয় দেখিয়েছিল। জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ 'ডাকুক সে তার পরিষদবর্গকে'। 'অচিরেই আমরা ডাকব আযাবের ফেরেশতাদেরকে' *('আলাক্ব ৯৬/১৭-১৮)*। পরিণতি কি হয়েছিল, সবার জানা। উক্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى 'কখনই না। মানুষ অবশ্যই সীমালংঘন করে'। 'কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে' *('আলাক্ব ৯৬/৬-৭)*। আল্লাহ একেক জনকে একেক মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা দিয়ে দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষই পরস্পরের মুখাপেক্ষী। কেউ অভাবমুক্ত নয়। তাই মানুষের জন্য অহংকার শোভা পায় না। আল্লাহ কেবল 'মুতাকাবিবর' (অহংকারী)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন আল্লাহ বলেন, الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ 'অহংকার' আমার চাদর এবং 'বড়ত্ব' আমার পরিধেয়। অতএব যে ব্যক্তি ঐ দু'টির কোন একটি আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব'।[৩]

৫. লোকদের কাছে বড়ত্ব যাহির করা ও নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখা : মূসা (আঃ) যখন ফেরাঊনকে লাঠি ও প্রদীপ্ত হস্ততালুর নিদর্শন দেখালেন, তখন ফেরাঊন ভীত হ'ল। কিন্তু নিজের দুর্বলতা ঢেকে রেখে সে তার লোকদের জমা করল। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলল, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى – فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা'। 'ফলে আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন' *(নাযে'আত ৭৯/২৩-২৪)*। এরূপ নিজের দোষ স্বীকার করা দৃষ্টান্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে এসেছে। তিনি তাঁর পিছনে অনুসরণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, لَوْ تَعْلَمُونَ ذُنُوبِي مَا وَطِئَ عَقِبِي رَجُلاَنِ وَلَحَثَيْتُمْ عَلَى رَأْسِي التُّرَابَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ غَفَرَ لِي ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِي– 'আমার যে কত পাপ রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে দু'জন লোকও আমার পিছনে হাঁটতে না এবং অবশ্যই তোমরা আমার মাথায় মাটি ছুঁড়ে মারতে। আমি চাই আল্লাহ আমার গোনাহসমূহ মাফ করুন'।[৪]

৬. অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করা : মূসা ও হারূণ (আঃ) যখন তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন ফেরাঊন বলেছিল, فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ 'আমরা কি এমন দু'ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত মানুষ এবং তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে'? *(মুমিনূন ২৩/৪৭)*। অন্যকে হেয় গণ্যকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন উঠাবেন এমন অবস্থায় যে, তারা ঐসব দুর্বল শ্রেণীর লোকদের পায়ের নীচে থাকবে। এটি হবে তাদেরকে দুনিয়ায় হেয় জ্ঞান করার বদলা স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِى صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِى جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخَبَالِ 'অহংকারী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের চেহারা বিশিষ্ট পিঁপড়া সদৃশ। সর্বত্র লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর তাদের 'বূলাস' নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে লেলিহান অগ্নি তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। সেখানে তারা জাহান্নামীদের পোড়া দেহের গলিত পুঁজ-রক্তে পূর্ণ 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক নদী থেকে পান করবে।[৫]

একদিন ছাহাবী আবু যর গিফারী (রাঃ) নিগ্রো মুক্তদাস বেলাল (রাঃ)-কে তার কালো মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে কিছু বললে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ 'হে আবু যর! তুমি তাকে তার মায়ের নামে তাচ্ছিল্য করলে? তোমার মধ্যে জাহেলিয়াত রয়েছে'।[৬] আবু যর গিফারীর ন্যায় একজন নিরহংকার, বিনয়ী ছাহাবীর একদিনের একটি সাময়িক অহংকারকেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বরদাশত করেননি।

৭. মানুষের সাথে অসদ্ব্যবহার করা ও তাদের প্রতি কঠোর হওয়া : এটি অহংকারের অন্যতম লক্ষণ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'ল। তিনি বললেন, তোমরা ওকে অনুমতি দাও। সে তার গোত্রের কতই না মন্দ ভাই ও কতই না মন্দ পুত্র! অতঃপর যখন লোকটি প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সাথে অতীব নম্রভাবে কথা বললেন। পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি লোকটি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলেন। আবার সুন্দর আচরণ করলেন, ব্যাপারটা কি? জবাবে তিনি বললেন, হে আয়েশা! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট

৩. আবুদাঊদ হা/৪০৯০; মিশকাত হা/৫১১০ 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ।
৪. হাকেম হা/৫৩৮২, সনদ ছহীহ।
৫. তিরমিযী হা/১৮৬২, ২৪৯২; মিশকাত হা/৩৬৪৩, ৫১১২।
৬. বুখারী, ফৎহসহ হা/৩০।

সেই ব্যক্তি যাকে লোকেরা পরিত্যাগ করে ও ছেড়ে যায় তার ফাহেশা কথার ভয়ে'।[৭]

৮. শক্তি বা বুদ্ধির জোরে অন্যের হক নষ্ট করা : এটি অহংকারের একটি বড় নিদর্শন। আল্লাহ কাউকে বড় করলে সে উদ্ধত হয়ে পড়ে এবং যার মাধ্যমে তিনি বড় হয়েছেন ও যিনি তাকে বড় করেছেন সেই বান্দা ও আল্লাহকে সে ভুলে যায়। সে এই কথা ভেবে অহংকারী হয় যে, আমি আমার যোগ্যতা বলেই বড় হয়েছি। ফলে সে আর অন্যকে সম্মান করে না। সে তখন শক্তির জোরে বা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অন্যের হক নষ্ট করে। এই হক সম্মানের হ'তে পারে বা মাল-সম্পদের হ'তে পারে। অন্যায়ভাবে কারো সম্মানের হানি করলে ক্বিয়ামতের দিন অহংকারী ব্যক্তিকে পিঁপড়া সদৃশ করে লাঞ্ছনাকর অবস্থায় হাঁটানো হবে।[৮] অথবা তাকে ঐ মাল-সম্পদ ও মাটির বিশাল বোঝা মাথায় বহন করে হাঁটতে বাধ্য করা হবে'।[৯]

৯. অধীনস্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা ও তাদেরকে নিকৃষ্টভাবে খাটানো : অহংকারী মালিকেরা তাদের অধীনস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি এরূপ আচরণ করে থাকে। যা তাদের জাহান্নামী হবার বাস্তব নিদর্শন। এই স্বভাবের লোকেরা এভাবে প্রতিনিয়ত 'হাক্কুল ইবাদ' নষ্ট করে থাকে। আর বান্দা ক্ষমা না করলে এ হক আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ 'তুমি মযলূমের দো'আ থেকে বেঁচে থাক। কেননা মযলূমের দো'আ ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা নেই (অর্থাৎ সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়)'।[১০] الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যুলুম কিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে'[১১] তিনি একদিন বলেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, যার কোন ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সে-ই ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত নিয়ে হাযির হবে। অতঃপর লোকেরা এসে অভিযোগ করে বলবে যে, তাকে ঐ ব্যক্তি গালি দিয়েছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তার মাল গ্রাস করেছে, হত্যা করেছে, প্রহার করেছে। অতঃপর তার নেকী থেকে তাদের একে একে বদলা দেওয়া হবে। এভাবে বদলা দেওয়া শেষ হবার আগেই যখন তার নেকী শেষ হয়ে যাবে, তখন বাদীদের পাপ থেকে নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই হকদারকে তার হক আদায় করে দেয়া হবে। এমনকি শিংওয়ালা ছাগল যদি শিংবিহীন ছাগলকে গুঁতো মেরে কষ্ট দিয়ে থাকে, সেটারও বদলা নেওয়া হবে (মানুষকে ন্যায়বিচার দেখানোর জন্য)'।[১৩]

১০. মিথ্যা বা ভুলের উপর যিদ করা : এটি অহংকারের অন্যতম নিদর্শন। নবীগণ যখন লোকদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন, তখন তারা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করত এবং নিজেদের ভুল ও মিথ্যার উপরে যিদ করত। যদিও শয়তান তাদেরকে (এর মাধ্যমে) জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহবান করে *(লোকমান ৩১/২১)*।

কেবল কাফেরদের মধ্যে নয়, বরং মুসলমানদের মধ্যেও উক্ত দোষ পরিলক্ষিত হয়। যেমন শিরক ও বিদ'আতে অভ্যস্ত লোকেরা বিভিন্ন অজুহাতে উক্ত পাপের উপর টিকে থাকে। অমনিভাবে বিচারক ও শাসক শ্রেণী তাদের ভুল 'রায়' থেকে ফিরে আসেন না। বরং একটি অন্যায় প্রবাদ চালু আছে যে, 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না'। অথচ মানুষের ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। খলীফা ওমর (রাঃ) যখন আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে কূফার গর্ভণর করে পাঠান, তখন তাকে লিখে দেন যে, তুমি গতকাল কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকলে সেখান থেকে ফিরে আসতে কোন বস্তু যেন তোমাকে বাধা না দেয়। কেননা الرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِى فِى الْبَاطِلِ 'মিথ্যার উপরে টিকে থাকার চাইতে সত্যের দিকে ফিরে আসা অধিক উত্তম'।[১৪]

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হিঃ) বলতেন, مَا مِنْ كِتَابٍ أَيْسَرُ عَلَىَّ رَدًّا مِنْ كِتَابٍ قَضَيْتُ بِهِ ثُمَّ أَبْصَرْتُ أَنَّ الْحَقَّ فِى غَيْرِهِ فَفَسَخْتُهُ 'আমি সিদ্ধান্ত দিয়েছি এমন কোন বিষয় বাতিল করা আমার নিকটে সবচেয়ে সহজ, যখন আমি দেখি যে তার বিপরীতটাই সত্য।[১৫] আব্দুর রহমান বিন মাহদী (৩৫-১৯৮ হিঃ) বলেন, আমরা এক জানাযায় ছিলাম। যেখানে ওবায়দুল্লাহ বিন হাসান উপস্থিত ছিলেন, যিনি তখন রাজধানী বাগদাদের বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন। আমি তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি ভুল উত্তর দেন। তখন আমি বললাম, أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا 'আল্লাহ আপনাকে সংশোধন হওয়ার তাওফীক দিন! এ মাসআলার সঠিক উত্তর হ'ল এই, এই। তখন তিনি কিছুক্ষণ দৃষ্টি অবনত রাখেন। অতঃপর মাথা উঁচু করে দু'বার বলেন, إذًا أرجع وأنا صاغر 'এখন আমি প্রত্যাবর্তন করলাম এবং

৭. বুখারী হা/৬০৫৪; মুসলিম হা/২৫৯১; মিশকাত হা/৪৮২৯।
৮. তিরমিযী হা/২৪৯২।
৯.আহমাদ, মিশকাত হা/২৯৫৯; ছহীহাহ হা/২৪২।
১০. বুখারী হা/১৩৯৫; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২।
১১. বুখারী হা/২৪৪৭, মুসলিম হা/২৫৭৯, মিশকাত হা/৫১২৩
১২. মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭ 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।
১৩. মুসলিম হা/২৫৮২; মিশকাত হা/৫১২৮।
১৪. দারাকুৎনী হা/৪৪২৫-২৬; বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ ১০/১১৪; বায়হাক্বী ১০/১১৯, হা/২০১৫৯।
১৫. বায়হাক্বী ১০/১১৯, হা/২০১৬০।

আমি লজ্জিত'। অতঃপর বললেন, لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل 'ভুল স্বীকার করে হক-এর পুচ্ছধারী হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় বাতিলের শিরোমনী হওয়ার চাইতে'।[১৬]

খ. অহংকার পতনের মূল : অহংকার পতনের মূল। গর্ব-অহংকার যেমনি মানব জীবনকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। সর্বপ্রথম ইবলীস আল্লাহ্র সামনে অহংকার করেছিল। মহান আল্লাহ বলেন, وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَبَى 'সে (ইবলীস) নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(বাকারাহ ২/৩৪)*। আর এভাবেই সর্বপ্রথম পতন ঘটে অভিশপ্ত ইবলীসের। মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাকে বলেন, فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ 'বের হয়ে যাও এখান থেকে। কেননা তুমি অভিশপ্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৬)*। অহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তিকে যেমন কেউ পসন্দ করে না, তেমনি তাকে আল্লাহ ভালবাসেন না। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ 'যমীনে গর্বভরে চল না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিককে ভালবাসেন না' *(লোক্বমান ১৮)*। যমীনে দাম্ভিকতার সাথে চলাফেরার পরিণাম অতীব করুন। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى فِيْ حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, '(অতীত কালে) কোন এক ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক পরিধান করে আত্মম্ভরিতার সাথে হেঁটে যাচ্ছিল। এতে সে নিজেকে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত অনুভব করছিল। সে মাথায় সিঁথি কেটে ও চাল-চলনে অহংকারী ভাব প্রকাশ করে চলছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাকে ধসিয়ে দিলেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের নিচে ধসে যেতে থাকবে'।[১৭]

অহংকার কুফরীর প্রধান উৎস। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فالكفر من الكبر والمعاصي من الحرص وَالظُّلم من الْحَسَد وَالْبَغي কুফরীর মূল উৎস হ'ল 'অহংকার'। পাপকর্মের উৎস হ'ল 'লোভ'। আর বিদ্রোহ ও সীমালংঘনের উৎস হ'ল 'হিংসা'।[১৮] অহংকার অত্যন্ত মন্দ বিষয় যা শিরকের চেয়েও জঘন্য। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, التَّكَبُّرُ شَرٌّ مِنَ الشِّرْكِ فَإِنَّ الْمُتَكَبِّرَ يَتَكَبَّرُ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَالْمُشْرِكَ يَعْبُدُ اللهَ وَغَيْرَهُ 'অহংকার শিরকের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র দাসত্বের বিরুদ্ধে অহংকার করে। আর মুশরিক আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং সাথে অন্যেরও করে'।[১৯]

গ. অহংকারী জান্নাতে যাবে না : মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত কেহ জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ মুমিন ব্যক্তি সরল, বিনয়ী ও ভদ্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি হয় সরল ও ভদ্র। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি হয় ধূর্ত ও চরিত্রহীন'।[২০] যারা অহংকার করে তাদেরকে আল্লাহ সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বিমুখ রাখেন। মহান আল্লাহ বলেন, سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে অবশ্যই আমি আমার নিদর্শনাবলি থেকে বিমুখ করে রাখব' *(আ'রাফ ৭/১৪৬)*।

তাছাড়া ঝগড়াকারী, হঠকারী ও অহংকারীরা জান্নাতে যাবে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ'ল দুর্বল এবং যাদেরকে লোকেরা দুর্বল ভাবে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে কিছু বলে, আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ'ল বাতিল কথার উপর ঝগড়াকারী, হঠকারী ও অহংকারী'।[২১]

দম্ভভরে সত্যকে অস্বীকারকারী এবং অন্যকে তুচ্ছকারী জান্নাতে যাবে না। হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যার অন্ত

১৬. হিংসা ও অহংকার : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ : ২০১৪ খৃঃ), পৃঃ ৪০-৪৯।
১৭. বুখারী হা/৫৭৯৮।
১৮. হিংসা ও অহংকার, পৃষ্ঠা নং ৪০।
১৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৬ খৃঃ) ২/৩১৬।
২০. আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হা/৫০৮৫।
২১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬ 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ

রে অনু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, কোন ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার কাপড়টা সুন্দর হোক, জুতাটা মনোরম হোক। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যই পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের তুচ্ছ মনে করা'।[২২] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ 'যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[২৩] মানুষের যত প্রকার ত্রুটি আছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হ'ল আত্মগর্ব করা। আর এটা যখন কারো মধ্যে জাগ্রত হয়, তখন সে নিজেকে খুব বড় জ্ঞানী ও গুণসম্পন্ন মনে করে ও অন্যরা তাকে সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী ও যোগ্য মনে করুক এটা প্রত্যাশা করে।

ঘ. অহংকারের পরিণতি জাহান্নাম : অহংকারের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রকার হ'ল ইলমের অহংকার। কেননা তার ইলম তার কোন কাজে আসেনা। যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য জ্ঞানার্জন করে, জ্ঞান তার অহংকারকে চূর্ণ করে দেয় এবং তার অন্তর আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকে। যে নিজেকে হীন মনে করে এবং সর্বদা নিজের হিসাব নিয়ে সন্ত্রস্থ থাকে। একটু উদাসীন হ'লেই ভাবে এই বুঝি ছিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হ'লাম ও ধ্বংস হয়ে গেলাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইলম শিখে গর্ব করার জন্য ও নেতৃত্ব লাভের জন্য, সে অন্যের উপর অহংকার করে ও তাদেরকে হীন মনে করে। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে বড় অহংকার (أَكْبَرُ الْكِبْرِ)। আর ঐ ব্যক্তি কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তর কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।[২৪]

কুরআনে জাহান্নামীদের প্রধান দোষ হিসাবে তাদের অহংকারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ... قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ– 'কাফিরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে'... 'তখন তাদেরকে বলা হবে তোমরা জাহান্নামের দরজা সমূহে প্রবেশ কর সেখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। অতএব অহংকারীদের বাসস্থান কতই না নিকৃষ্ট' *(যুমার ৩৯/৭১-৭২)*। অন্যত্র বলেন, فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ 'অতএব তোমরা জাহান্নামে দরজা সমূহ দিয়ে প্রবেশ কর, এতেই চিরস্থায়ীভাবে বসবাস কর। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট' *(নাহল ১৬/২৯)*।

অহংকার হলো আল্লাহর চাদর। আর তা নিয়ে টানাহেঁচড়া করলে সেই ব্যক্তির পরিণাম জাহান্নাম। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِى عَذَّبْتُهُ. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, মহা সম্মানিত প্রতাপশালী আল্লাহ

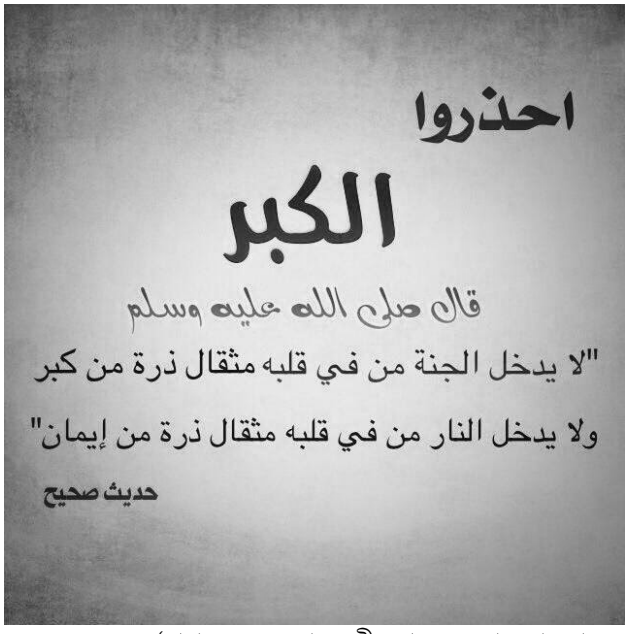

বলেছেন, 'মাহাত্ম্য হচ্ছে তার লুঙ্গী, আর অহংকার তার চাদর। যে ব্যক্তি এ দু'টির যে কোন একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তাকে আমি শাস্তি প্রদান করব'।[২৫]

ঙ. অহংকার থেকে বেঁচে থাকুন : অহংকার দূরীকরণের জন্য কেবল আকাংখাই যথেষ্ট নয়, বরং অহংকার থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের পার্থিব অবস্থানের কথা সর্বদা স্মরণ করতে হবে। নতুবা শয়তানের প্ররোচনায় পদচ্যুত হয়ে যেতে পারি। সুতরাং আমাদের মধ্যে জন্ম, মৃত্যু ও আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহিতার অনুভূতি তৈরী হ'লে কোনভাবেই দাম্ভিকতা প্রশ্রয় পাবে না ইনশাআল্লাহ।

প্রথমেই নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে হবে যে, প্রাণহীন শুক্রাণু থেকে সে জীবন পেয়েছে। আবার সে মারা যাবে। অতএব তার কোন অহংকার নেই।

মুসলিম হা/২৭৫।
২২. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৭।
২৪. যাহাবী, আল-কাবায়ির (বৈরূত : দারুন নদওয়াতুল জাদীদাহ পৃঃ ৭৮।
২৫. মুসলিম হা/৬৮৪৬; ছহীহ তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/২৮৯৮।

অতঃপর আল্লাহ সম্পর্কে জানবে যে, তিনিই তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তিনিই তাকে শক্তি দিয়ে মেধা দিয়ে পূর্ণ-পরিণত মানুষে পরিণত করেছেন। তাঁর দয়াতেই তার সবকিছু। অতএব প্রতি পদে পদে আল্লাহ্র দাসত্ব ব্যতীত তার কিছুই করার নেই। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ 'আমি জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। 'মানুষ তার জন্মের সময় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না' *(দাহর ৭৬/১)*। অতএব নিজেকে সর্বদা আল্লাহ্র দাস মনে করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অহংকার দূর করার প্রধান ঔষধ'।[২৬]

একটি নির্দিষ্ট হায়াত শেষে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তরে অবস্থান করি না কেন এই চিরন্তন সত্য থেকে রক্ষা পেতে পারি না। মরতে হবেই একদিন। মহান আল্লাহ বলেন, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ 'যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান কর' *(নিসা ৪/৭৮)*। তিনি আরো বলেন, أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ- وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ 'মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি একটি শুক্রাণু হ'তে? অথচ সে এখন হয়ে পড়েছে প্রকাশ্যে বিতর্ককারী'। 'মানুষ আমাদের সম্পর্কে নানা উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায়। আর বলে, কে এই পচা-গলা হাড়-হাড্ডিকে পুনর্জীবিত করবে'? 'তুমি বলে দাও, ওকে পুনর্জীবিত করবেন তিনি, যিনি ওটাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৯)*।

আমরা যদি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করি তবে আমাদের মিথ্যে অহংকার হৃদয়ে স্থান পেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ 'তোমরা স্বাদ ধ্বংসকারী বস্তুকে বেশী বেশী স্মরণ কর' অর্থাৎ মৃত্যুকে'।[২৭]

ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে দিয়ে আল্লাহ বলবেন, اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 'তোমার আমলনামা তুমি পাঠ কর। আজ তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট' *(ইসরা ১৭/১৪)*। আল্লাহ মানুষের হায়াত ও মউত সৃষ্টি করেছেন, কে তাদের মধ্যে সুন্দরতম আমল করে, সেটা পরীক্ষা করার জন্য' *(মুলক ৬৭/২)*।

অহংকার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করা সর্বোত্তম পন্থা। নিরহংকার হ'তে চাইলে নিম্নের দো'আটি বেশী বেশী পাঠ করা প্রয়োজন। اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً- اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ- অর্থ : আল্লাহ সর্বোচ্চ, আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা, সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রশংসাসহ আল্লাহ্র জন্য সকল পবিত্রতা। আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হ'তে এবং তার প্ররোচনা, তার ফুঁক ও তার কুমন্ত্রণা হ'তে। উক্ত হাদীছে نَفْخُهُ বা 'শয়তানের ফুঁক'-এর অর্থ সম্পর্কে রাবী 'আমর বিন মুর্রা বলেন, সেটা হ'ল الْكِبْرُ অর্থাৎ 'অহংকার'।[২৮]

পরিশেষে বলব, বান্দার অহংকার করার মত কোন কিছুই নেই। কারণ অহংকার সেই করবে যিনি অবিনশ্বর, কিন্তু মানুষ যে নশ্বর। স্রষ্টার চাদর নিয়ে সৃষ্টির টানাটানি করা উচিৎ নয়। জীবনে সুখী ও সুন্দর জীবন যাপন করতে চাইলে সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া আদায় করতে হবে। তাছাড়া নিচের দিকে লক্ষ্য করলে নিজের অবস্থান সর্বদা পরিলক্ষিত হয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ (যদি তুমি সুখী হতে চাও), তাহ'লে যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে নীচু, তার দিকে তাকাও। কখনো উপরের দিকে তাকিয়ো না। তাহ'লে তোমাকে দেওয়া আল্লাহ্র নে'মত সমূহকে তুমি হীন মনে করবে না'।[২৯] অহংকার করার চেয়ে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থেকে 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত পরামর্শ।

ষড় রিপুর মধ্যে এই রিপুটি অতীব স্পর্শকাতর। কারণ অণু পরিমাণ এই রিপু কারো মধ্যে বিরাজ করলে অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে। সুতরাং অহংকার থেকে নিজেকে দূরে রাখি এবং সর্বদা কবরের কথা স্মরণ করি। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক্ব দান করুন- আমীন।

(ক্রমশ)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

২৬. হিংসা ও অহংকার, পৃষ্ঠা নং ৬৭।
২৭.তিরমিযী হা/২৩০৭, মিশকাত হা/১৬০৭।
২৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭৭৭; আলবানী, সনদ ছহীহ লিগাইরিহী।
২৯. বুখারী হা/৬৪৯০, মুসলিম হা/২৯৬৩, মিশকাত হা/৫২৪২।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমাদের জাতিসত্ত্বা

- ডা. সাইফুর রহমান

বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ। তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ এমন কোন সাতসমুদ্র তের নদী পাড়ের দীর্ঘপথ নয়। রাজধানী ঢাকা থেকেও দেশের কোন অংশ নয় অজেয় দূরুত্বে। আজ তথ্য প্রযুক্তির এই অত্যাধুনিক যুগে গোটা বিশ্ব পরিণত হয়েছে একটি ছোট্ট পুকুরের মত; যার এক কোনায় ঢিল ছুড়লে গোটা পুকুরেই ঢেউয়ের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার পরেও পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো দেশের একটি বৃহৎ অংশে (একদশমাংশ) কি ঘটছে, কিভাবে ঘটছে ইতিপূর্বে কি ঘটেছে এবং কারা ঘটিয়েছে, এর বিশেষ কিছুই জানা নেই, জানা নেই এখানে বসবাসরত জাতিসত্তার সঠিক ইতিহাস। কিংবা জানার গরজ অনুভব করেন না এদেশের বেশীর ভাগ জনগণ (বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম)। বঞ্চনার কথিত ইতিহাসের বাইরেও যে রয়েছে প্রবঞ্চনা, প্ররোচনার অকথিক কথকতা তা এখনো রয়ে গেছে পর্দার অন্তরালে। এ দেশের নতুন গজিয়ে উঠা এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রামে অতীত ও বর্তমানের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে দেশ বাসীকে জানানোর প্রায়োজন অনুভব করেন না। এ সকল বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজ ও রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ পাশ্চাত্যেও সুরে সুর মিলিয়ে কোরাস গাইছে। এই সব বুদ্ধিজীবী রাজনীতিকগণ যদি নিজ দেশের ঐক্য, সমৃদ্ধি ও সংহতির জন্য স্বীয় গবেষণা, সাহিত্য চর্চা, সংস্কৃতি চর্চা ও রাজনীতি চর্চা করত তবুও আশঙ্কামুক্ত থাকা যেত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এ দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্যকর্ম, সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতিচর্চা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে নির্বাসন দিয়ে ভিন্ন দেশী ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতির সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টায় নিরত। স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পরও তারা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা নিয়ে সুখী না হয়ে বির্তকে লিপ্ত। এ ভিন্নতাই বাবুইকে স্বাধীন এবং চড়ুইকে পরাধীন করে রেখেছে।[১]

সম্মানিত সচেতন পাঠকদেরকে উদ্দেশ্যে বর্তমান জাতিসত্তার ইতিহশ্য এবং চট্টগ্রাম ও রোহিঙ্গা বিষয়ক আলোচনার অবতারণা করা হ'ল।

ভৌগলিক অবস্থা :

দক্ষিণ পূর্বে এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বে আর বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে প্রায় ২১০২৫' থেকে ২৩০৪০' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১০৫৫' থেকে ৯২০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশের পর্বতসংকুল এলাকা জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা Chittagong hill Tracts-এর অবস্থান। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ৩টি যেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের মোট ১৩,১৪৮ বর্গকিলোমিটার বা ৪,০৮৯ বর্গমাইল এলাকা মিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ছিল ৬,৭৯৬ বর্গমাইল। ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে এর আয়তনকে কমিয়ে ৫০৮৯ বর্গমাইলে পরিণত করে।[২]

ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব :

বৃটিশ লেখক স্যার রেজিনাল্ড কুপল্যান্ড তার 'দি কিউটার অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে একটি বিষয়ে আলোচনা আছে তা হ'ল 'কুপল্যান্ড প্লান' বা 'ক্রাউন কলোনী'। ১৯৩০-এর দশকে আসাম প্রদেশের গর্ভনর স্যার রবার্ট রিড এবং স্যার রেজিন্যাল্ড কুপল্যান্ড কর্তৃক যৌথভাবে একটি প্লান দেয়া হয়েছিল।

সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, বৃটিশ কর্তৃক ভারতত্যাগের সময় ভারতকে চারটি মূল অঞ্চলে ভাগ করা হোক। অঞ্চলগুলো হলো নিম্নরূপ (১) সিন্ধু নদীর উপত্যকা বা দি ইন্ডুজ ভ্যালী; (২) সঙ্গাদীর উপত্যকা বা দি গেঞ্জম ভ্যালী; (৩) দাক্ষিণাত্য বা দি ডেক্ক ভ্যালি এবং (৪) উত্তর-পূর্ব ভারত নামে পরিচিত পার্বত্য এলাকা। কুপল্যাণ্ড এবং ডি উভয়েরই যৌথ মত ছিল যে, যেহেতু এই পার্বত্য এলাকাটি আদতেই ভারতের না এবং বার্মারও না; তাই তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়ে লন্ডনের বৃটিশ ক্রাউনের অধীনে রাখা হোক। এই কলোনীর দক্ষিণে থাকত তৎকালীন আরকান ও তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তরে থাকত বর্তমানের ত্রিপুরা, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড ও অরুণাচল। উত্তর সীমান্ত হ'তে তৎকালীন ভারত ও চীনের সীমান্তরেখা। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের সীমান্ত হ'তে বঙ্গোপসাগরের নীল পানি।[৩]

যে কারণেই হোক কুপল্যাণ্ড ও রিডের এ পরিকল্পনা বাস্ত বায়িত হয়নি। কিন্তু এটা পরিস্কার যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক, ভূ-অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত। অঞ্চলটি বিশ্বের তিনটি খুবই গুরুত্ববহ ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের সংযোগস্থলে অবস্থিত। (১) দক্ষিণ এশিয়া বা সার্ক অঞ্চল। (২) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বা আসিয়ান অঞ্চল। (৩) উত্তর-পূর্বের বিশাল চীন অঞ্চল। চীন ইতিমধ্যে পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ

১. সময়কালীন সংলাপ, এস .এম নজরুল ইসলাম (ইতিহাস অন্বেষা, তৃতীয় সংস্করণ : ২০১৭), পৃষ্ঠা ২৫-২৬।

২. সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও আকার, এস .এম নজরুল ইসলাম, (সাগরিকা প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম; ২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৭), ১৭১ পৃঃ।

৩ . প্রবন্ধ : রোহিঙ্গাবিহীন রাখাইন এবং বাঙ্গালীবিহীন পার্বত্য চট্টগ্রাম, সৈয়দ মুহাম্মাদ ইব্রাহীম বীর প্রতীক (দৈনিক নয়াদিগন্ত ঢাকা, ৪ অক্টোবর ২০১৭), ৮ পৃঃ।

করেছে এবং ভারত নিকট ভবিষ্যতে পরাশক্তি হ'তে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার উর্ধ্বে এরা কেউই নয়। বিশেষ করে ভারতের কোন প্রতিবেশী তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয়। ফলে তাদের কারো সাথে তার সদ্ভাব নেই। চীন ও ভারতের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ক। ভারত মহাসাগরে প্রভাব বলয় বিস্তারের দূরভিসন্ধির কারণে ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র চট্টগ্রামকে এতদঞ্চলে অতীব প্রয়োজনীয় ভূ-কৌশলগত এলাকা হিসাবে বিবেচনা করে।[৪]

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বণ্টন ও হার নিম্নরুপ-

জনগোষ্ঠীর নাম	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হার
১. বাঙালী	৫,০০,০০০ (প্রায়)	৬০
২. চাকমা	২,৪০,০০০ (প্রায়)	২৪
৩. মারমা	১,৪৩০০০ (প্রায়)	১৪
৪. টিপার (ত্রিপুরা)	৬১,০০০ (প্রায়)	০৬
৫. মুরং	২,২০০০ (প্রায়)	২,২
৬. তনচংগা/ত্যাগনাক	১,৯০০ (প্রায়)	১,১
৭. ব্যোম	৭০০০ (প্রায়)	০,৭
৮. পাংখা	৪,৫০০ (প্রায়)	০,৩৫
৯. খ্যাং	২,০০০ (প্রায়)	০,২০
১০. খুমি	১,২০০ (প্রায়)	০,২০০
১১. লুমাই	৬৬২ (প্রায়)	০,১২
১২. ম্রো (কুকি)	৫,০০০ (প্রায়)	৮,০০।[৫]

তবে বর্তমানে প্রায় ১৩টি উপজাতি মিলে ৫ লক্ষ এবং বাঙালী মুসলমান ৭ লক্ষ; সর্বমোট প্রায় ১২ লক্ষ জনবসতি রয়েছে।[৬]

১৩টি উপজাতির মধ্যে চাকমা সম্পাদায় জনসংখ্যা, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী। চাকমা ও মারমা সম্পাদায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, ত্রিপুরা সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং লুমাই ও ব্যোম সম্প্রদায় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী।[৭] পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অ-উপজাতীয়দের মধ্যে শতকরা ৯৭ভাগ মুসলমান, ২ভাগ বৌদ্ধ ও ১ভাগ হিন্দু। অন্যদিকে উপজাতীয়দের মধ্যে প্রায় ৫০ভাগ বৌদ্ধ হলেও হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী সংখ্যাও কম নয়। আবার উপজাতি সম্পাদয়ের সবচেয়ে বড় অংশ চাকমা সম্প্রদায়ে সংখ্যা সমগ্র উপজাতীয়দের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ এবং মারমাদের সংখ্যা শতকরা ২০ভাগ।[৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল মুসলমান :

অনেকে মনে করেন যে, উপজাতিরাই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত মালিক উপজাতীয়রা। বাঙালী মুসলমানরা সেখানে অনাহূত, আগন্তুক। কিন্তু সঠিক ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে দেখা যাবে যে, উপজাতীয়রাই সেখানে অনাহূত, আগন্তুক এবং মুসলমানরাই প্রাচীন অধিবাসী। এমনকি সকল ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কেউই এখানকার অধিবাসী নয়। কেননা খ্রিষ্টীয় ৯ম-১০ম শতাব্দী থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম শাসনাধিকারে ছিল। এজন্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের 'দারুল ইসলাম' বলা হয়। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গবেষকদের মতে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছিল আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে। বাংলাদেশের 'রাহমী' বংশীয় রাজা ইসলামের নবী (ছাঃ)-কে এক কলস আদা উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন বলে একটি হাদীছ থেকে জানা যায়। চট্টগ্রাম বন্দরের সাথেই তাদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাদের প্রচারের ফলে স্থানীয় বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করেন। আধুনিক গবেষণা মতে অনুমান করা হয় যে, এই সব আরব স্থানীয় মুসলিমরা খ্রিষ্টীয় ৯ম ও ১০ম শতাব্দী হ'তে চট্টগ্রাম উপকুলবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে নির্বাচিত আমীরের অধীনে শরী'আত মোতাবেক পরিচালিত হতেন এবং এদেশীয়দের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতেন।[৯] যার ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে আরবদের যোগাযোগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে না সূচক শব্দ ব্যবহার (নিঃসন্দেহে) আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন আলকরণ, সূলক বহর, চাকলিয়া ইত্যাদি এখনও আরবী নাম বহন করে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, আরবী শব্দ শাৎ (বন্দীপ) এবং সংঙ্গ (গঙ্গ) হ'তে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়। এছাড়া হালিশহর, ষোলশহর নামও আরবী থেকে উদ্ভূত। যথা- হাওয়ালে শহর (শহরের উপকণ্ঠ)।[১০]

বান্দরবন যেলার রামুর মুসলিম জনগোষ্ঠী :

রাজা 'মহত ইং'-এর রাজত্বকালে কয়েকটি আরব বাণিজ্যতরী রাম্ব্রী (রাম) দ্বীপের তীরে এক সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ে এবং তৎকালীন আরাকানের অন্তর্গত রামুতে আশ্রয় লাভ করে।

---

৪. সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও আকার, এস. এম নজরুল ইসলাম, পৃ. ১৭১।
৫. মাসিক আত-তাহরীক, সম্পাদকীয় 'পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২০ বছর পর'; ২১ তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা এপ্রিল ২০১৮।
৬. মাসিক আত-তাহরীক, সম্পাদকীয়, ২১তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা।
৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিবাহিনী ও মানবাধিকার, লে. আবু রুশদ (অবঃ), (জেড আর প্রকাশনা, ২য় সংস্করণ-১১. এপ্রিল ১৯৯৭), পৃ. ৮।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৯. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (২য় প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১১ খৃ.), পৃ. ৪০৩।
১০. খাল কেটে কুমির আনার পরিণাম, এস .এম নজরুল ইসলাম, (ইতিহাস অন্বেষা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৫), পৃ. ১৮৮।

ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস রাজমালাতে রয়েছে যে, ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা ধনমানিক্য (১৪৯০-১৫২৬) রামু পর্যন্ত অধিকার করেন। তখন রামু ও চকরিয়া নিয়ে গঠিত আরাকানের করদ রাজ্যের শাসক ছিলেন আদম শাহ। ড. মুহাম্মাদ এনামুল হকের মতে, ৯৫১ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চট্টগ্রামের আরব বসতি স্থাপনকারী মুসলমানরা চট্টগ্রাম

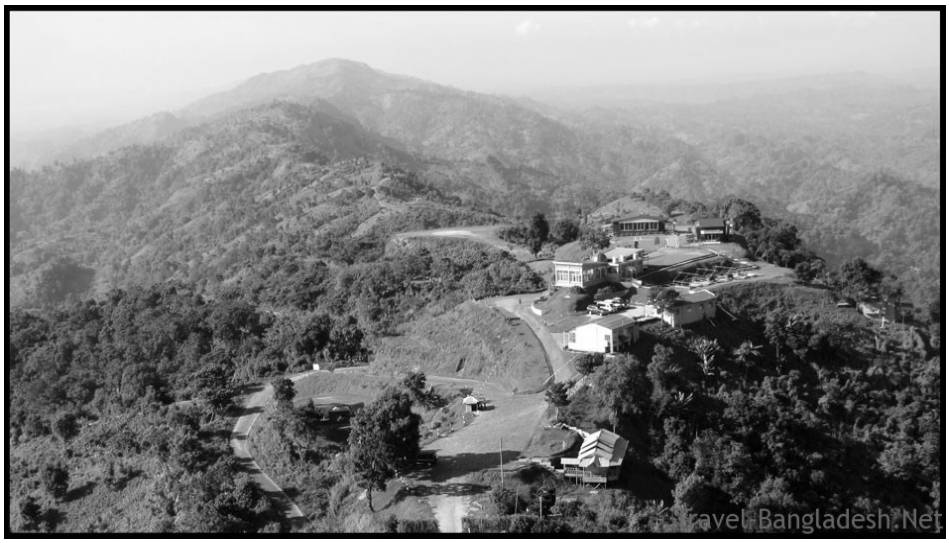

ও নোয়াখালীর সমন্বয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে, যার প্রধানের পদবী ছিল সুলতান। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. মোহর আলীও এ মতকে সমর্থন করেছেন।[১১]

সোনারগাঁ এর মুসলিম সুলতান ফখর উদ্দীন মুবারক শাহ তাঁর সেনাপতি কদল খাঁ গাজীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অধিকার করেন ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের শহরের কাতালাগঞ্জ ও রাউজানের বদলপুর গ্রাম তার স্বীতিবহ। সোনারগাঁয়ের সুলতান জালালুদ্দীন ১৪২০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। ১৫০৯ থেকে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত চট্টগ্রাম। ত্রিপুরার রাজা ধনমানিক্যের দখলে ছিল। ১৫১৬ সালে মুবরাজ নুশরাত শাহ চট্টগ্রামকে জয় করে দারুল ইসলামে পরিণত করেন'।[১২]

মূলত ইসলাম ধর্মের গুরুত্ব থেকেই আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনরা চট্টগ্রামে বাণিজ্য বসতি গড়ে তুলেছিল। তাদের মাধ্যমেই বৃহত্তর চট্টগ্রামের জনসাধারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ৯৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বেশীরভাগ সময়ে রাজনৈতিকভাবে মুসলমানরা চট্টগ্রামের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ফলে ১৮৭২ সালের আদমশুমারীতে চট্টগ্রামের মুসলিমরা সংখ্যাধিক্য ছিল।

উপজাতীয় গোত্রদের চট্টগ্রাম আগমনের ইতিহাস :

সকল ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাংলাদেশ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কেউই বাংলাদেশে স্মরণনাতীতকাল থেকে বসবাস করে না। তাদের সকলেই বহিরাগত বিশেষ করে ভারত ও মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে এসেছে বিভিন্ন সময়ে। এই অনুপ্রবেশ স্মরণনাতীতকাল পূর্বে ঘটেনি। মাত্র কয়েক'শ বছর পূর্বে ভারত ও মিয়ানমার থেকে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উপরোক্ত বাংলাদেশের এই উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের আদিনিবাস ভারত ও মিয়ানমারের আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃত নয়।[১৩]

মূলত, ১৮৬০ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক কোন অস্তিত্ব ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য বৃটিশ সরকার চট্টগ্রামকে কেটে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে আলাদা যেলা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন Act (আইন)-এর মাধ্যমে উক্ত যেলা থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ও পার্শ্ববর্তী আরাকান থেকে উপজাতিদের আমদানি করে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তি এবং পববর্তী ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়া যে সব জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী আখ্যা দিয়ে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসরাঈল, পূর্ব-তিমুর বা দক্ষিণ সুদানে পরিণত করার ঘৃণ্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সে সব উপজাতি গোত্রদের চট্টগ্রাম আগমনের ইতহাস নিম্নরূপ-

(ক) চাকমা : চাকমা লেখক বিরোজ মোহর দেওয়ান লিখেছেন, একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিপুত্র নয়। তারা এর মূল আদিবাসীও নয়। বার্মা কর্তৃক আরাকান আক্রান্ত হ'লে চৌদ্দ শতকের গোড়ার দিকে চাকমারা চট্টগ্রাম এসে বাংলার সুবেদারদেও নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। বাংলার সুলতান মানবিক কারণে

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।
১৩. বাংলাদেশের উপজাতীয়রা আদিবাসী নয় কেন?, মেহেদী হাসান পলাশ, মাসিক আত-তাহরীক, ২২তম বর্ষ সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ২৬।

তাদেরকে টইনছড়ি নদীর তীরে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। তখন তাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য'।[১৪]

১৪০৬ খৃষ্টাব্দে বার্মার রাজা মোংশো আই (১৪০১-১৪২২) আরাকান আক্রমন করলে আরাকানের রাজা পালিয়ে বাংলার রাজধানী গৌড়ে আশ্রয় নেন। বোধগম্য কারণেই ধরে নেয়া যায় যে, যেখানে প্রাণভয়ে রাজা গৌড়ে পলায়ন করেছেন সেখানে প্রজারা নিশ্চয়ই অস্তিত্ব রক্ষার্থে সীমান্ত পার হয়ে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল।

১৫৫০ খৃষ্টাব্দে Joao De Barros নামক একজন পর্তুগীজ নাগরিক তার আঁকা একটি মানচিত্রে CHACOMAS নামক একটি রাজ্যের উল্লেখ করেছেন। উক্ত রাজ্যটির অবস্থান ছিল শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার দক্ষিণ-পূর্বে এবং আরাকানের উত্তরে দু'টি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে। স্থানটি নিশ্চিতভাবে তৎকালীন লুসাই হিলস বা বর্তমান মিজোরাম রাজ্য।[১৫]

১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানের রাজা সেলিম শাহ (মঘীনাম-রাজ্যগ্রী) (১৫৯৩-১৬১২) জনৈক পুর্তগীজ PHILP DE BRITO NICOTE'-এর নিকট লিখিত চিঠিতে নিজেকে The highest and the most powerful king of Arakan of Chocomas and Bangla' হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।[১৬]

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৪ই এপ্রিল চাকমা কর্তৃক আরাকান দখলের পর বার্মার রাজা তুরবুয়ামা চট্টগ্রামের ইংরেজ কমিশনারের কাছে লিখেন, আরাকানে বসবাসকারী চাকমারা সীমান্তের জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। মূল চিঠিটি ফার্সী ভাষায় ছিল। উল্লেখ্য যে, ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে থেকে বৃটিশ কর্তৃক বার্মা দখল (১৮২৩-২৪) পর্যন্ত আরাকানে প্রশাসনিক ভাষা ফার্সী ছিল।

উল্লেখ্য, বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী উক্ত পলাতক আরাকানবাসীদের বার্মার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধে লিপ্ত রেখে ছিল। তাদেরকে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে আরাকানে যুদ্ধ অভিযান **পরিচালনায় সহায়তা করে সমগ্র বার্মা ও আরাকানকে যুদ্ধ** বিধ্বস্ত করে অবশেষে ১৮২৩-২৪ সালে সমগ্র বার্মা দখল করে নিয়েছিল। উক্ত সময়কালে যে সব মগ পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বর্তমানে মারমা (মগ) নামে পরিচিত। উপরোক্ত তথ্যের আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, চাকমাদের একটি রাজ্য ছিল যা সিলেট ও ত্রিপুরার দক্ষিণ-পূর্বদিকে ও আরাকান রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত মিজোরাম রাজ্য। উক্ত রাজ্যসমূহ দীর্ঘদিন যাবৎ আরাকানের করদ-রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। সুতরাং চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আগন্তুক জাতিগোষ্ঠী।

(খ) কুকি : পার্বত্য চট্টগ্রামে কুকি জাতি বহিভূর্ত অন্য সকল উপজাতীয় গোষ্ঠীই এখানে তুলনামূলকভাবে নতুন বসতি স্থাপনকারী, এখানকার আদিম জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ম্রো, খ্যাং, পাংখো এবং কুকিরা মূল কুকি উপজাতির ধারাভুক্ত। ধারণা করা হয় যে, এরা প্রায় ২০০ থেকে ৫০০ বছর আগে এখানে আগমন করে।[১৭]

বিশস্ত সূত্রানুযায়ী এই কুকী গোত্রের উপজাতিরা মায়ানমার, চীন ও উত্তর-পূর্ব ভারত হ'তে এসে প্রথমে এখানে বসতি স্থাপন করে'।[১৮]

(গ) মারমা (মগ) : পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা জনগোষ্ঠী ষোড়শ ও সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে ১৭৮৪ সালের বার্মা যুদ্ধে এ অঞ্চলে দলে দলে প্রবেশ বাধ্য হয়।

এরা ধীরে দীরে এখানে অধিপত্য বিস্ত্মার করেছে। বর্তমানে এরা তিনটি ধারায় বিভক্ত যেমনঃ জুমিয়া, রোয়াং ও রাজবংশী মারমা'।[১৯]

(ঘ) ব্যোম : হব্যামরা মায়ানমার-চীন থেকে তাশন পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য চট্টগ্যাম (CHT) আগমন করে। খৃষ্টান মিশনারী তাৎপরতার ফলে এদের অধিকংশই এখানে ধর্মান্ত রিত খৃষ্টান। রুসাইরাত্ত এখন অধিকাংশ খৃষ্টান CHT এর বড় জনগোষ্ঠি মুংরা এখনও প্রকৃতি পূজারী, এদের কোন ধর্মগ্রন্থও নেই।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি উপজাতির মধ্যে চাকমা সম্প্রদায় জনসংখ্যা, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী। চাকমা ও মারমা সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং ত্রিপুরা সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী।[২০]

(ঙ) নৃতত্ত্ববিদ ও বৃটিশ প্রশাসক T.H Lewin এর মতে Agueater portion of the Hill tracts at present living in the CHT Undoubtedly come about two generation ago from Arakan, this is asserted both by their own traditions and by Records in Chittgong Collectorate.[২১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এদের প্রায় সবাই যুদ্ধ বিগ্রহ ও হিংস্র দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে তাদের পুরাতন বসতিস্থল থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে। নতুবা নতুন জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীর পশ্চাতধাবন করে আক্রমণকারী হিসেবে এদেশে প্রবেশ করেছে।

[লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলা]

---

১৪. খাল কেটে কুমির আনার পরিণাম, এস .এম নজরুল ইসলাম, পৃ: ১৮৯।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।
১৭. সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও আরাকান, এম.এম নজরুল ইসলাম, পৃ. ১৭৬।
১৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম, শান্তি বাহিনী ও মানবাধিকার, লে. আবু রূশদ (অব.), পৃ. ০৮।
১৯ . খাল কেটে কুমির আনার পরিনাম, এস.এম নজরুল ইযলাম, পৃ. ১৯১।
২০. পার্বত্য চট্টগ্রাম,শান্তি বাহিনী ও মানবাধিকার, লে.আবু রূশদ(অব.), পৃ. ৮।
২১ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও আরাকান, এম.এম নজরুল ইসলাম, পৃঃ ১৭৭।

কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস

-মুখতারুল ইসলাম

ভূমিকা :

ইসলামবিরোধী পরাজিত শক্তি ও স্বার্থান্বেষী ইহুদী-খৃষ্টানরা মুসলমানদের আদর্শিক দৃঢ়তা বিনষ্ট করার জন্য নানা সময় বেছে নেয় মুসলমান নামধারী কিছু গাদ্দারকে, যারা বিশ্বাসঘাতকতায় বংশীয়ভাবে পারদর্শী। চিররোগা, মানসিক বিকারগ্রস্ত, চরম স্বার্থপর, ভণ্ডনবী মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তাদের অন্যতম। ভারতের কাদিয়ান শহরে জন্মগ্রহণকারী এই ব্যক্তির হাতে সৃষ্ট দলটি আজ সারাবিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে সুকৌশলে ইসলামী আক্বীদা বিনষ্টের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে কর্মরত। বাতিলপন্থী, বিভ্রান্ত ও অমুসলিম কাদিয়ানী দলটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষে উপমহাদেশে ইংরেজ প্রভুর হাত ধরে মুসলমানদেরকে তাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম ইসলাম থেকে দূরে রাখতে বিশেষকরে মুসলমানদের শক্তির আধার জিহাদ থেকে বিমুখ করতে ইসলামের নামে আত্মপ্রকাশ করে। যা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির দূরভিসন্ধির অংশবিশেষ মাত্র। আফ্রিকাসহ অন্যান্য দেশে কাদিয়ানীরা 'আহমাদিয়া' নামে নিজেদের পরিচয় দানের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রতারণা ও ভ্রমে ফেলার প্রচেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে মুহাম্মাদ (ছাঃ), যাঁর অপর নাম আহমাদও ছিল, তাঁর সাথে দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। বরং তাদের ভণ্ড নবীর নাম হ'ল গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। পাক-ভারতে এরা কাদিয়ানী[১] নামেই পরিচিত। সম্প্রতি বাংলাদেশের পঞ্চগড় শহরে ৩দিন ব্যাপী ইজতেমা আয়োজনের ঘোষণা দিয়ে তারা বাংলাদেশের বুকে তাদের শক্তির জানান দিয়েছে। বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা তাদের আক্বীদা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

কাদিয়ানীদের ঈমানবিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ :

কাদিয়ানীদের আক্বীদা সম্পর্কে খ্যাতিমান গবেষক আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) বলেন, যে সকল বাতিল মতবাদ ইসলামের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন এবং তার অস্তিত্বকে বিনাশ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হ'ল কাদিয়ানী মতবাদ। এ মতবাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হ'ল ইসলামী চিন্তাধারাকে প্রকাশ্যে নয় বরং গোপনীয়ভাবে ধূলিসাৎ করা। কেননা ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা এ কথা প্রমাণ করেছে যে, যখনই ইসলাম বিরোধী কোন দল বা সম্প্রদায় ইসলামের সাথে সম্মুখ সমরে আবির্ভূত হয়েছে কিংবা এর অস্তিত্বকে মুছে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তখন তারা সে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি, বরং এর ফলে ইসলামের শক্তি ও মুসলমানদের তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ইহুদী, নাছারা ও মক্কার মুশরিকগণ তাদের সকল শক্তি নিয়ে ইসলামের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে এবং মুসলমানদের সংখ্যালঘু করতে ও তাদের উন্নতিকে রোধ করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু তারা এ সকল উদ্যোগের পর ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তা তো স্পষ্ট। যখন ক্রুসেডের শক্তি পরাভূত হয়, তখন তাদের আধিপত্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং ইসলামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মুকাবিলায় তাদের অস্ত্রের ঝনঝনানি ভেঙে পড়ে, যেমন করে ইসলামের উষালগ্নে ইসলামের গতি প্রতিরোধে মুশরিক ও ইহুদী সম্প্রদায় ব্যর্থ হয়েছিল। এমনিভাবে বাহাছ-মুনাযারা এবং তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে এবং ক্ষমতার ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমেও তারা ইসলামের মুকাবিলায় কখনও সফলতা অর্জন করতে পারেনি। অনন্তর তাদের সমুদয় অপচেষ্টা সত্ত্বেও ইসলাম প্রচার ও প্রসারে নতুন নতুন দিক-দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এ সকল বিপদাপদ ইসলামের উন্নতি, মহত্ত্ব এবং স্থিতিশীলতাকেই বরং বৃদ্ধি করেছে। তাই যেমন তারা ইসলামের কোনরূপ ক্ষতিসাধনে ব্যর্থ হয়, তেমনিভাবে তারা ইসলামের জ্যোতি প্রবাহের সম্মুখে বাঁধা সৃষ্টি করতে নিরাশ হয়ে পড়ে। আরব উপদ্বীপের মুশরিক, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের এ অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রবেশ করার যুগে আফগানিস্তান, ইরান ও চীনের হিন্দু, বৌদ্ধ, অগ্নিপুজারী ও শিখরাও এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তাদের বন্ধুগণ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে। উপরন্তু তারা এটাও অনুধাবন করেছে যে, ইসলামের পাষাণ প্রস্তরটি অতি কঠিন। একে ভেঙে ফেলা বা তাতে ফাটল বা ছিদ্র করা সম্ভব নয়।

এই তিক্ত অভিজ্ঞতা ইসলামের অনিষ্টকারী শত্রুদেরকে যে নতুন চিন্তাধারার খোরাক জোগায়, তা হ'ল এই যে, তারা প্রকাশ্যে ইসলামকে প্রতিরোধ করার পদ্ধতি পরিবর্তন করে। কেননা প্রকাশ্য প্রতিরোধ মুসলমানদের আত্মমর্যাদা ও প্রতিরোধ শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করে তোলে। ফলে তারা মুসলমান ও ইসলামের উপর আঘাত হানতে প্রতারণা ও কপটতার কৌশল অবলম্বন করে এবং ইসলামকে মুকাবিলার জন্য ইসলামের নামে মুসলমানদের মধ্য থেকে পৃথক নতুন ধর্ম তৈরী করে। তারা ভাবল এভাবে ধীরে ধীরে ইসলামের

১. আলোচনা দেখুন : ড. গালিব আওয়াজী, 'ফিরাকু মু'আছরাহ তানতাসিবু ইলাল ইসলাম ওয়া মাওক্বিফিল ইসলাম মিনহা পৃঃ ৪৮৭; ওয়াল মাওসূ'আতুল মুয়াসসারাতু ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিবিল মু'আছারাহ পৃঃ ৩৮৯; আবুল আ'লা মওদূদী, ওয়ামা হিয়াল কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ৯; মুহাম্মাদ খাযের হুসাইন, ত্বায়েফাতুল কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ৭ এবং ড. মুহাম্মাদ শামাহ, আছারুল বীয়া'তি ফী যুহূরিল কাদিয়ানিয়্যাহ। বিস্তারিত দ্র. ইহসান ইলাহী যহীর, 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ : দিরাসাত ওয়া তাহলীল' (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ১৪০৪ হিঃ ১৯৮৩খ্রি.), পৃঃ ১৯।

অস্তিত্ব ও চিন্তাধারাকে মুছে ফেলা যাবে। এমনই পূর্ব পরিকল্পিত চিন্তাধারা থেকে কাদিয়ানী মতবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথমতঃ তারা একটি মুসলিম দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং তারা ইসলাম বিরোধী বিষাক্ত চিন্তাধারা এমনভাবে প্রচার করতে শুরু করে, যাতে সাধারণ লোক বুঝে উঠতে না পারে। অতঃপর তারা ক্রমশঃ গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করতে লাগল। যখন তাদের জালে কিছু অনভিজ্ঞ লোক এমনিভাবে ফেঁসে যায় যে তাদের পালাবার আর কোন পথ থাকে না, তখন খোলাখুলিভাবে এদের সম্মুখে তাদের এ ভ্রান্ত আক্বীদাই বহাল থেকে যায়, আর যাদেরকে হেদায়াত ও মুক্তি দান করা আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল, তারা এ ভ্রান্তি থেকে রেহাই পায়। এ চিন্তাধারায় এবং ইসলামবিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে তারা এ পরিকল্পিত স্তরগুলোকে তাবলীগ ও দাওয়াতের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে নিল, যাতে তারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত এবং ইসলামের প্রকৃত রূপকে কলুষিত করতে পারে।

বক্ষমান প্রবন্ধে কাদিয়ানী মতবাদের প্রকৃত আকীদাসমূহ এবং যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি, তা প্রামাণ্য তথ্যসূত্র থেকে উল্লেখ করব, যাতে পাঠকবৃন্দ এর ব্যাপক ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে পারেন। অনুরূপভাবে এদের প্রতারণা এবং মুনাফেকী থেকে তারা সতর্ক হ'তে পারেন'।[২]

কাদিয়ানীদের প্রধান প্রধান যে আক্বীদা সমূহ এখানে আলোচিত হবে তা নিম্নরূপ :

(ক) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সম্পর্কে। (খ) আল-কুরআনুল কারীম সম্পর্কে। (গ) হাদীছে নববী ও খতমে নবুঅত সম্পর্কে। (ঘ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আম্বিয়াকেরাম ও ছাহাবাগণ সম্পর্কে। (ঙ) মাসীহ মাওউদ তথা প্রতিশ্রুত মাসীহ বা ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে। (চ) জিহাদ সম্পর্কে। (ছ) মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারার উপরে কাদইয়ানকে প্রাধান্যদান সম্পর্কে। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হ'ল।

(ক) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সম্পর্কে :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) মহান আল্লাহ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের আক্বীদা খণ্ডনে বলেন, 'আল্লাহ সম্পর্কে কাদিয়ানীরা বিদঘুটে ও হাস্যকর আক্বীদা পোষণ করে। তারা সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টিজীবের সাথে সত্তাগতভাবে সাদৃশ্য জ্ঞান করে। কাদিয়ানীদের বিশ্বাস মানুষের মতই আল্লাহ ছিয়াম রাখেন, ছালাত আদায় করেন, ঘুমান আবার জাগ্রত হন, লিখেন ও স্বাক্ষর করেন, বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সিদ্ধান্ত সঠিক নেন আবার ভুলও করেন, স্ত্রী সহবাস করেন এবং সন্তান জন্ম দেন, বিভক্ত হন, সাদৃশ্য রাখেন এবং তিনি দেহ বিশিষ্ট (নাউযুবিল্লাহ)'।[৩] মহান আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত নিকৃষ্ট কথা থেকে পূত-পবিত্র। তিনি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা যা কারো সাথে তুলনীয় নয়। তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেয়নি এবং তিনিও কারো থেকে জন্মিত নন। মহান আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ– অর্থাৎ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন'।[৪]

আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বাতিল আক্বীদাগুলি নিম্নরূপ :

১. তথাকথিত ভন্ড নবী গোলাম আহমাদ বলে, আল্লাহ আমাকে বলেছেন, আমি ছালাত পড়ি ও ছিয়াম রাখি, জাগ্রত থাকি ও নিদ্রা যাই *(গোলাম কাদিয়ানীর 'আল-বুশরা' ২য় খন্ড, ৯৭ পৃঃ)*।[৫]

২. সে আরো বলে, আল্লাহ বলেছেন, আমি রাসূলের পক্ষ হ'তে উত্তর দেই, আমি ভুলও করি এবং সঠিকও করি। আমি রাসূলকে বেষ্টন করে রেখেছি *(আল-বুশরা ২য় খন্ড, ৭৯ পৃঃ)*।[৬]

৩. সে তার কাশফ সম্পর্কে বলে, আমি (أنا رأيت في الكشف) কাশফের দ্বারা দেখেছি যে, আমি অনেকগুলি কাগজ আল্লাহ তা'আলার কাছে পেশ করছি তাতে স্বাক্ষর করার জন্য এবং আমি যে সকল দাবী করেছি তা অনুমোদনের জন্য। অতঃপর আমি দেখতে পেলাম তিনি তাতে লাল কালি দ্বারা স্বাক্ষর করেছেন। কাশফের সময় আমার কাছে আব্দুল্লাহ নামে আমার একজন ভক্ত উপস্থিত ছিল। অতঃপর আল্লাহ কলম ঝাড়লেন। এতে লাল কালির ফোঁটা আমার কাপড়ে ও আমার ভক্ত আব্দুল্লাহ[৭]-এর কাপড়ে পড়ল। কাশফ যখন শেষ হ'ল তখন বাস্তবে দেখতে পেলাম আমার ও আব্দুল্লাহ্র কাপড় সেই লাল রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে গেছে। অথচ আমাদের নিকট কোন লাল রং ছিল না। এখন পর্যন্ত এ কাপড়গুলো আমার মুরীদ আব্দুল্লাহ্র নিকট মওজুদ আছে *(গোলাম কাদিয়ানীর 'তিরিয়াকুল কুলূব' এবং 'হাকীকাতুল অহী' ২৫৫ পৃঃ)*।[৮] দুনিয়ায় যারাই এ ধরনের ভন্ডামী করেছে তারাই নানা ধরনের কাশফের আশ্রয় নিয়েছে। গোলাম আহমাদের ভন্ডামীর এমনই একটি নমুনাপত্র এটি।

৪. অন্যত্র এই ভণ্ডনবী সুমহান মর্যাদার অধিকারী আল্লাহকে 'অক্টোপাস' নামক সামুদ্রিক প্রাণীর সাথে তুলনা করেছে। সে বলে, আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রকৃতিকে আমরা এরূপ ধরে নিতে সক্ষম যে, তাঁর অনেক হাত, পা রয়েছে। তাঁর অগণিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যা কিম্ভুতকিমাকার এবং যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থেরও কোন সীমারেখা নেই। তিনি হ'লেন (مثل الأخطبوط) অক্টোপাস সদৃশ। তার অনেক শিরা-উপশিরা রয়েছে, যা

২. ইহসান ইলাহী যহীর, আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, ৯৭ পৃঃ।
৩. তদেব।
৪. প্রাগুক্ত, ৯৯ পৃঃ।
৫. প্রাগুক্ত, ৯৭ পৃঃ।
৬. তদেব।
৭. আব্দুল্লাহ তায়মাবূরী গোলামের একজন ভক্ত মুরীদ। সেও পরবর্তীতে গোলামের মত নবুঅত দাবী করেছিল। আর গোলামই নাকি তাকে এ সুসংবাদ দিয়েছিল। তার জন্ম- মৃত্যুর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। প্রাগুক্ত, ২৬৬ পৃঃ।
৮. প্রাগুক্ত, ৯৮-৯৯ পৃঃ।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সম্প্রসারিত *(গোলাম কাদিয়ানীর 'তাওযীহুল মারাম' ৭৫ পৃঃ)*।[৯]

৫. গোলামের ভক্ত কাযী ইয়ার মুহাম্মাদ[১০] ভক্তির আতিশয্যে গদগদ হয়ে তার বক্তব্যে বলে, 'মসীহ মাওউদ' (গোলাম আহমাদ) একসময় তার নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, সে নিজেকে স্বপ্নে দেখে যে সে যেন একজন মহিলা। আর আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে নিজের (قوتــه الرجوليــة) পুরুষত্ব শক্তি প্রকাশ করলেন *(ইয়ার মুহাম্মদ, 'যাহিয়াতুল ইসলাম' ৩৪ পৃঃ)*।[১১]

৬. সে আরো বলে যে, আল্লাহ আমাকে বলেছেন, তোমার সৃষ্টি আমার পানি থেকে এবং ওদের সৃষ্টি (الجــبن) কাপুরুষত্ব থেকে *(গোলামের 'আনজামে আছেম' ৫৫ পৃঃ)*।[১২]

৭. কাদিয়ানীরা গোলাম আহমাদকে আল্লাহ্‌র পুত্র এবং সেই প্রকৃত আল্লাহ বলেও বিশ্বাস করে। তার নিজেরই বক্তব্য হ'ল, আল্লাহ আমাকে এই বলে সম্বোধন করেছেন, শুন হে আমার ছেলে! *(গোলামের 'আল বুশরা' ১ম খন্ড ৪৯ পৃঃ)*।[১৩]

৮. সে আরো বলে, প্রভু আমাকে বলেছেন, তুমি আমা হ'তে এবং আমি তোমা থেকে। (ظهورك ظهــوري) তোমার প্রকাশ আমার প্রকাশ *(গোলামের 'অহিয়ে মুকাদ্দাস' ৬৫০ পৃঃ)*।[১৪]

৯. সে আরো বলে, আল্লাহ তা'আলা আমার মধ্যে অবতরণ করেছেন এবং তাঁর ও তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমি হ'লাম মাধ্যম *(গোলাম রচিত 'কিতাবুল বারিয়্যা' ৭৫ পৃঃ)*।[১৫]

১০. সে আরো বলে, আমার উপর অহী এসেছে। আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এমন একটি পুত্রের, যে হবে সত্য ও উচ্চ মর্যাদার প্রতীক, যেন আল্লাহ আকাশ হ'তে অবতরণ করেছেন *(গোলাম রচিত 'ইসতেফতা' ৮৫ পৃঃ)*।[১৬]

১১. এতদ্ব্যতীত কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী সহবাস করেন এবং তাঁর সন্তানাদি জন্ম লাভ করে। অতঃপর এর চেয়ে অদ্ভুত বিষয় তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের নবী গোলাম আহমাদের সাথে সহবাস করেছেন। শুধু তা-ই নয় বরং এ সহবাসের ফল সে নিজেই। প্রথমত: যার সাথে আল্লাহ সহবাস করেছেন সে হ'ল তাদের নবী গোলাম আহমাদ। অতঃপর সে-ই গর্ভ ধারণকারী। দ্বিতীয়ত: সে-ই জন্মগ্রহণকারী সন্তান। সে নিজে বলে, 'আমার মধ্যে ঈসার রূহ ফুঁকে দেয়া হয়েছে, যেমন মরিয়ামের মধ্যে ফুঁকে দেয়া হয়েছিল। রূপকভাবে আমি গর্ভ ধারণ করলাম। কয়েক মাস পরই যা দশ মাসের ঊর্ধ্বে নয়, মরিয়াম হ'তে পরিবর্তিত হয়ে ঈসা হয়ে গেলাম। এ পদ্ধতিতে আমি মরিয়ম পুত্র হয়ে গেলাম *(গোলাম কাদিয়ানীর 'সাফিনায়ে নূহ' ৪৭ পৃঃ)*।[১৭]

১২. আরো সে বলেছে, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে মারইয়াম নামে নামকরণ করেছেন, যে মারইয়াম ঈসাকে গর্ভ ধারণ করেছিলেন। সূরায়ে তাহরীমের মধ্যে আল্লাহ্‌র এ বাণীতে আমিই উদ্দেশ্য, 'ইমরানের কন্যা মরিয়ম যিনি তার সতীত্ব রক্ষা করেছেন। অতঃপর আমি উহাতে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম'। অবশ্যই আমি সেই একমাত্র ব্যক্তি যে দাবী করছে 'আমিই মরিয়ম এবং আমার মধ্যেই ঈসার রূহ ফুঁকে দেয়া হয়েছে' *(গোলামের 'হাকীকাতুল অহি' ৩৩৭ পৃঃ)*।[১৮]

১৩. সে আরো বলে, আল্লাহ বলেছেন, হে সূর্য! হে চন্দ্র! তুমি আমা হ'তে এবং আমি তোমা হ'তে *(গোলাম রচিত 'হাকীকাতুল অহি' ৭৩ পৃঃ)*।[১৯]

কাদিয়ানীরা গোলাম আহমাদকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বিশ্বাস করে। এমনকি অবশেষে ভন্ড গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে তারা স্বয়ং আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে।

বস্তুতঃ গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে তারা যে প্রভুর পুত্র বলে দাবী করে, সেই প্রভু হ'ল ইংরেজরা। যেমন গোলাম আহমাদ নিজেই স্পষ্ট করে বলেছে যে, 'আমার প্রতি ইংরেজি ভাষায় কয়েকবার ইলহাম হয়েছে। শেষবারে এ ইলহাম হয়, I CAN WHAT I WILL TO DO অর্থাৎ 'আমি যা চাই, তাই করতে পারি'। কথার উচ্চারণ ও বাক্য ভঙ্গি থেকে আমি বুঝতে পারলাম যেন একজন ইংরেজ আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে *(গোলাম রচিত 'বারাহীনে আহমাদিয়া' ৮০ পৃঃ)*।[২০]

পর্যালোচনা :

এ সমস্ত নিকৃষ্টতম আক্বীদাগুলি কোন প্রকার পর্যালোচনার অযোগ্য। নিতান্ত মস্তিষ্কবিকৃত ব্যতীত এসকল কথা কেউই বলতে পারে না। আল্লাহ তা'আলাকে এই ব্যক্তি কেবল মানবিক গুণে গুণান্বিত করেনি, বরং জঘন্য সব অপবাদ আরোপ করে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের লা'নতের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

---

৯. প্রাগুক্ত, ৯৯ পৃঃ।
১০.ইয়ার মুহাম্মাদ কাদিয়ানী কাদিয়ানীদের অন্যতম একজন নেতা। সে নবুঅত দাবী করেছিল এবং সেও গোলামের একজন শিষ্য। এই ইয়ার মুহাম্মাদ কাদিয়ানীদের পরবর্তী খলীফা গোলাম পুত্র মাহমূদ আহমাদের শিক্ষক ছিলেন। তারও নাম ও বংশ পরিচয় অজ্ঞাত। দেখুন : ইহসান ইলাহী যহীর, আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, ২৬৫ পৃঃ।
১১. প্রাগুক্ত, ৯৯-১০০ পৃঃ।
১২. প্রাগুক্ত, ১০০ পৃঃ।
১৩. তদেব।
১৪. তদেব।
১৫. তদেব।
১৬. তদেব।
১৭. তদেব।
১৮. তদেব।
১৯. তদেব।
২০. ইহসান ইলাহী যহীর, 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, ১০১ পৃঃ।

Contents

শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর তাঁর গ্রন্থে আল্লাহ্‌র পরিচয় বর্ণনা করে যে সকল আয়াত উদ্ধৃত করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা হ’ল।

১. মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ–اللَّهُ الصَّمَدُ–لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ–وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ– অর্থাৎ বল, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন। তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।[২১]

২. মহান আল্লাহ বলেন, اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ– অর্থাৎ আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা যাকে স্পর্শও করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছু তাঁরই। তাঁর অনুমতি ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ’তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতুটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। আর এ দু’য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহীয়ান।[২২]

৩. মহান আল্লাহ বলেন, هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ– অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু জানেন। যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।[২৩]

৪. মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا– অর্থাৎ জিব্রাঈল বলল, আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। তাঁরই মালিকানায় সবকিছু, যা রয়েছে আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে ও এ দু’য়ের মধ্যস্থলে। আর আপনার প্রতিপালক (কোন কিছু) ভুলে যান না।[২৪]

৫. মহান আল্লাহ বলেন, فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ– অর্থাৎ তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে তাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর ঐ জোড়ার গর্ভেই তোমাদের বংশ বিস্তার করেছেন। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[২৫]

৬. মহান আল্লাহ বলেন, اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا– অর্থাৎ আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীকেও সেই পরিমাণ। এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়। যাতে তোমরা জানো যে, আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশালী। আর আল্লাহ সবকিছুকে তাঁর ইলম দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন।[২৬]

৭. নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ– অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ ঘুমান না এবং ঘুমানো তার জন্য সঙ্গত নয়। তিনি মীযান (তুলাদ-) নীচু করেন এবং উঁচু করেন। রাতের কর্মকাণ্ড দিনের কর্মকাণ্ডের পূর্বেই এবং দিনের কর্মকাণ্ড রাতের কর্মকাণ্ডের পূর্বেই তার নিকট পোঁছানো হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর (জ্যোতি)। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি বা মহিমা তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সব কিছু ভস্মীভূত করে দিত।[২৭]

বস্তুতঃ কাদিয়ানীরা আল্লাহ সম্পর্কে যে সকল নিকৃষ্ট কথাবার্তার অবতারণা করেছে আল্লাহ তাদের এ সমস্ত আজগুবি কথা থেকে পূত পবিত্র। মহান আল্লাহ বলেন, يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ– ‘এরা তো পূর্বেকার কাফেরদের মতই কথা বলে (যারা বলত ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র মেয়ে)। আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন ওরা (তাওহীদ ছেড়ে) কোথায় চলেছে?[২৮]

(ক্রমশ)

২১. আল-কুরআন, সূরা ইখলাছ, আয়াত- ১১২/১-৪।
২২. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ, আয়াত-২/২৫৫।
২৩. আল-কুরআন, সূরা হাশর, আয়াত-৫৯/২২।
২৪. আল-কুরআন, সূরা মারইয়াম আয়াত-১৯/৬৪।
২৫. আল-কুরআন, সূরা শূরা, আয়াত-২৪/১১।
২৬. আল-কুরআন, সূরা তালাক, আয়াত-৬৫/১২।
২৭. মুসলিম হা/২৯৩, 'ঈমান' অধ্যায় ‘আল্লাহ ঘুমান না’ অনুচ্ছেদ, ৩য় খণ্ড ১৭ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৯৫, 'মুকাদ্দামা' ‘জাহমিয়্যাহদের অস্বীকৃতি’ অনুচ্ছেদ।
২৮. আল-কুরআন, সূরা তাওবাহ, আয়াত-৯/৩০।

Contents

খ্রিস্টান পাদ্রী সামি ফার্নান্ডেজ-এর ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম এক পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন ধর্ম। মানুষের জীবনের সব দিকের চাহিদা মেটায় এই ধর্ম। ইহুদী ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হওয়া পাকিস্তানী নাগরিক মুহাম্মাদ আসাদের ভাষায়, 'ইসলাম হচ্ছে এমন এক ভবনের মত যার প্রতিটি অংশের মধ্যে রয়েছে সমন্বয় এবং প্রতিটি অংশ অন্য অংশগুলোর সহযোগী ও পরিপূরক। এ ভবনে কোনো কিছুর ঘাটতি নেই। ফলে বিরাজ করছে নিরঙ্কুশ ভারসাম্য ও প্রশান্তি। আর ইসলামের নীতি হ'ল, 'প্রত্যেক জিনিস যেখানে থাকা দরকার তা ঠিক সেখানেই থাকতে হবে'।

নও-মুসলিম সামি ফার্নান্ডেজ ছিলেন একজন খ্রিস্টান পাদ্রি। মুসলমান হওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেন। এরপর দক্ষিণ ফিলিপাইনের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পান। এ সময় প্রাচ্যের ধর্মগুলো সম্পর্কে লেখালেখি করাও ছিল তার আরেকটি দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইসলামী দর্শন সম্পর্কে লেখালেখির সুযোগ পান সামি ফার্নান্ডেজ। এ প্রসঙ্গে সামি বলছেন, 'ইসলামী দর্শন সম্পর্কে লেখালেখির জন্য আমি ইসলাম ও এই ধর্মের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কিত নানা বই-পুস্তক সংগ্রহ করতে থাকি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় আমি এটা শিখেছিলাম যে, যদি শত্রুকে পরাজিত করতে চাও তাহ'লে তার সম্পর্কে সব কিছু জানতে হবে'।

এ প্রসঙ্গে সামি বলেছেন, 'পবিত্র ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কেউ ভালোভাবে জানতে চাইলে কেবল অমুসলিম তথ্য-সূত্রের ওপর নির্ভর করে এটা জানতে পারবে না যে, এ ধর্ম সত্য বা খাঁটি ধর্ম। কারণ, ইসলাম বিদ্বেষী খ্রিস্টান আলেম বা পাদ্রিরা ও পশ্চিমা সরকারগুলো জনগণের কাছে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক চিত্র তুলে ধরেন না, বরং তারা বিশ্বনবী (ছাঃ) সম্পর্কে নানা মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। তারা মুসলমানদেরকে 'সন্ত্রাসী', 'জ্ঞানহীন' ও 'উগ্র' বা 'হিংস্র' মানুষ বলে প্রচার করে আসছে। কিছু সমস্যা ও বিদ্বেষের কারণে বা পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানদের ভেতরে যেসব যুদ্ধ ঘটে পাশ্চাত্য সেগুলোর জন্য ইসলামকেই অপবাদ দেয়। এভাবে তারা সত্যকে ঢেকে রাখে। কিন্তু সত্য-পিয়াসী ব্যক্তি মুসলমানদের কাছ থেকে ও তাদের বই-পুস্তক পড়ে সত্যকে জানতে পারে'।

নও-মুসলিম সামি ফার্নান্ডেজ আরো বলেছেন, 'শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম সম্পর্কে যেসব বই পেলাম সেগুলোর বেশীরভাগ লেখকই ছিলেন অমুসলিম। তারা ইসলামকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই নিজেকে বললাম, মুসলমানদের লেখালেখি থেকে কেন ইসলামকে জানার চেষ্টা করব না? ফলে ইসলাম সম্পর্কে মুসলিম লেখকদের লেখা বই-পুস্তক সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকি'।

এভাবে ইসলাম সম্পর্কে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় গ্রুপের লেখা বই পড়ে এ ধর্ম সম্পর্কে তাদের মতামতে গভীর পার্থক্য দেখতে পান সামি। তিনি এ ব্যাপারে বলেছেন, 'যখনই আমরা ইসলামকে কেবল একদিক থেকে দেখব তখন আমরা এর বাস্তবতাকে ঠিক যেভাবে বোঝা উচিত তা বুঝতে পারব না। ইসলামের সৌন্দর্য ও মূল্য তখনই আমাদের কাছে ফুটে উঠবে যখন আমরা এর সব দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করব'।

ইসলাম সম্পর্কে মুসলিম লেখকদের বইগুলো পড়ার পর নও-মুসলিম সামি ফার্নান্দেজের চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তিনি আর আগের মত ইসলাম-বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করতেন না এবং ইসলামের বাস্তবতাগুলোর নেতিবাচক ব্যাখ্যা দিতেন না। বরং ইসলাম সম্পর্কে তার জানার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। ফিলিপাইনের বাইরের কয়েকটি কেন্দ্র তাকে ইসলাম সংক্রান্ত কিছু বই দেয়। সামি বলছেন, 'এ বইগুলো ছিল বেশ ভালো বই। তাই শুরু করি পড়াশোনা। ফলে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণাগুলো অর্জন করতে সক্ষম হই এবং বুঝতে পারি যে ইসলাম সত্য ধর্ম। এর আগে বিশ্বের প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদগুলো সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিলাম। এমনকি চীন ও ভারতের ধর্মবিশ্বাসসহ এশিয়ার ধর্ম বিশ্বাসগুলো সম্পর্কেও গবেষণা করেছিলাম'।

সাবেক পাদ্রি সামি ফার্নান্দেজের মতে, একটি পরিপূর্ণ ধর্মের যেসব বিধান ও বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার খ্রিস্টধর্মের তা নেই। তিনি বলেন, 'এ বিষয়টি বুঝতে পারায় খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে আমার বিশ্বাস ক্রমেই দুর্বল হ'তে থাকে। বুঝলাম যে এতগুলো বছর অর্থহীনতায় কাটিয়েছি। কারণ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও সরকার পরিচালনা সম্পর্কে কোনো বিষয়ই পাওয়া যায় না খ্রিস্টধর্মে। সামাজিক সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ও সমাজ সংক্রান্ত আপনার কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন না খ্রিস্টধর্মে। অথচ কমিউনিস্ট মতবাদের ভুলগুলোর কথা বাদ দিয়ে বলা যায় যে, এ মতবাদও অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে কথা বলে। কিন্তু খ্রিস্টধর্মে এসব বিষয়ে কিছুই নেই। কারণ খ্রিস্টধর্ম গির্জার চার দেয়ালের ভেতরেই সীমিত। মানুষের জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা সম্পর্কে এ ধর্ম কোনো পথ দেখায় না। অন্যদিকে ইসলাম এই সব বিষয়েরেই সমাধান দেয়। কারণ মহান আল্লাহই বিশ্বনবী (ছাঃ)-কে নবী হিসেবে দায়িত্ব দেয়ার দিন থেকে ক্বিয়ামত বা বিচার দিবস পর্যন্ত মানুষকে সুপথ দেখানোর জন্য একমাত্র ধর্ম হিসেবে ইসলামকেই মনোনীত করেছেন। পূর্ণাঙ্গ ধর্ম বলেই এ ধর্ম মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকসহ জীবনের সব দিকের বিধান দেয় এবং একজন সত্যপিয়াসী মানুষের সব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম'।

তিনি বলেন, 'প্রায় এক বছর ধরে বই-পুস্তকের মাধ্যমে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করে বুঝলাম এ ধর্মের মধ্যেই রয়েছে আমার হারানো সত্তা। আমার মনের যেসব প্রশ্নের জবাব পাইনি খ্রিস্টধর্মে, সেই সব প্রশ্নেরই সদুত্তর পেলাম এই পবিত্র ইসলাম ধর্মে। কিন্তু তারপরও গির্জায় গিয়ে উপাসনা করা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ, আমি যে মুসলমান হয়ে গেছি তা ঘোষণা করতে পারছিলাম না। এ জন্য দীর্ঘ সময় দরকার ছিল। এ অবস্থায় পড়াশোনা অব্যাহত রাখি এবং অনুভব করছিলাম যে ইসলাম স্থান করে নিচ্ছে আমার হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে। এ অবস্থায় ইসলামের নির্দেশিত দায়িত্বগুলো পালনের চেষ্টা করলাম। সেই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমার অন্তরকে আবিষ্ট করেছিল তা হ'ল, তাওহীদ বা একত্ববাদ। আমার মতে একত্ববাদই ইসলামের সবচেয়ে সুন্দর শিক্ষা। এটা ছিল সেই শিক্ষা যার স্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করতাম ইসলামের পরিচয় পাওয়ার অনেক আগেই'।

যে তিনটি বিষয় নও-মুসলিম সামি ফার্নান্ডেজকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত করেছে ইসলাম গ্রহণের দিকে তা হ'ল, 'মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির সঙ্গে এ ধর্মের মিল থাকা, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব দিকসহ এ ধর্মে মানুষের জীবনের সব দিকের বিধান থাকা এবং ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের বার্তা। এ বার্তা হ'ল, আদম ও হাওয়ার সন্তান হিসাবে সব মানুষ সমান। এই বিশ্বজনীন ঐক্যের জন্য কোনো সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক সংস্থায় বা দলে যোগ দিতে হয় না, কেবল মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট। কারণ, ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের আল্লাহ, কুরআন, নবী ও কিবলা এক এবং অভিন্ন। আর এ জন্যই তারা সবাই ভাই ভাই'।

Contents

সংগঠন সংবাদ

প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ১০ ও ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১০ ও ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ হলরুমে দুই দিনব্যাপী যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ (১ম পর্ব) অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন সকাল পৌনে ৭-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন জুম'আর পূর্বে শেষ হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুব-বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নুরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন প্রমুখ। প্রশিক্ষণে কুইজ প্রতিযোগিতা ও উপস্থিত বক্তব্য পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। প্রশিক্ষণে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর বিভাগের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

বাকাল, সাতক্ষীরা ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারী ২০১৯ রোজ শুক্রবার ও শনিবার :

গত ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে দারুল হাদীছ আহমাদীয়া সালাফিয়াহ্ মাদ্‌রাসা মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী উপযেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন বাদ আছর প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন সকাল ৯ ঘটিকায় শেষ হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মুজাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য রফীকুল ইসলামসহ যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ। উক্ত প্রশিক্ষণে শতাধিক দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

যুব সমাবেশ

পিয়ারপুর, মোহনপুর ২৮ই জানুয়ারী ২০১৯ রোজ সোমবার :

অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী উত্তর যেলার উদ্যোগে পিয়ারপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

সুধী সমাবেশ

চট্টগ্রাম সদর, চট্টগ্রাম ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৮ রোজ শনিবার :

অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অনুষ্ঠানের যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দসহ স্থানীয় সুধীগণ অংশগ্রহণ করেন।

সোনকাপাড়া বাসাইল, টাংগাইল ১৮ই জানুয়ারী ২০১৯ রোজ শুক্রবার :

অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' টাংগাইল যেলার উদ্যোগে সোনকাপাড়া আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সুধী সমাবেশ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ শামীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

সাড়ে সাতরশী-ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর ২৫শে জানুয়ারী ২০১৯ রোজ শুক্রবার :

অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে সাড়ে সাতরশী আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে আয়োজিত সুধী সমাবেশ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ শামীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল, কর্মী ও স্থানীয় সুধীবৃন্দ।

উজুলপুর, মেহেরপুর ১লা ফেব্রুয়ারী ২০১৯ রোজ শুক্রবার :

অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে উজুলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

চালাশাহবাজপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ রোজ শুক্রবার :

অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে চালাশাহবাজপুর আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ওয়াসীম রেযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ শামীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

বানীয়াপাড়া, টেংগারগর জামালপুর ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ রোজ শুক্রবার :

অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' টাংগাইল যেলার উদ্যোগে বানীয়াপাড়া আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সুধী সমাবেশ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাসউদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ শামীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

উত্তর শালীকা, মেহেরপুর ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ রোজ শুক্রবার :

অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে উত্তর শালীকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলীকে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

পিয়ারপুর, মোহনপুর ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ রোজ বৃহঃবার :

অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সদর যেলার উদ্যোগে হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

গাংনী, মেহেরপুর ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯ রোজ শুক্রবার :

অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে তেঁতুলবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ ২রা ফেব্রুয়ারী ২০১৯ রোজ শনিবার :

অদ্য সকাল ৮.৩০ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নারায়নগঞ্জ যেলা কার্যালয়ে মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

বংশাল, ঢাকা দক্ষিণ ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৯ রোজ রবিবার:

অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা দক্ষিণ যেলা কার্যালয়ে মাসিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল মারুফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক তা'লীমী বৈঠক কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্ত ফীযুর রহমান সোহেল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

মেধাবী মুখ

(১) হাফেয আব্দুল মতীন :

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় পিএইচডি স্কলারশীপ প্রাপ্ত হয়েছেন। ফালিল্লাহিল হামদ। উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সালে তিনি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে ১ম ব্যাচের শিক্ষার্থী হিসাবে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি সেখানে আল-কুরআন বিভাগ থেকে লিসান্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা যুবসংঘ-এর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সকলের দোআপ্রার্থী।

(২) মীযানুর রহমান :

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বর্তমান সভাপতি মীযানুর রহমান মাদানী সম্প্রতি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়া ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের অধীভুক্ত তারবিয়াহ ইসলামিয়াহ বিভাগে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য স্কলারশীপ প্রাপ্ত হয়েছেন। ফালিল্লাহিল হামদ। উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সালে তিনি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি সেখানে দাওয়া ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ থেকে লিসান্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ২০১৭-২০১৮ সেশন থেকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা যুবসংঘ-এর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি সকলের দোআপ্রার্থী।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১.প্রশ্ন: নবুঅত লাভের পর মূসা (আঃ) এর কয়টি পরীক্ষা হয়েছিল?
উত্তর: চারটি।

২.প্রশ্ন: যৌবনকালে মূসা (আঃ) দ্বিতীয় পরীক্ষা কি ছিল?
উত্তর: হিজরতের পরীক্ষা ।

৩.প্রশ্ন: বর্তমানে কোথায় মাদইয়ান অবস্থিত ?
উত্তরঃ পূর্ব জর্দানের মোআন সামুদ্রিক বন্দরের অনতিদূরে।

৪.প্রশ্ন: মূসা (আঃ) নিজে কি ছিলেন এবং কার ব্যাথা বুঝতেন?
উত্তর: মযলূম ছিলেন এবং মযলূমের ব্যথা বুঝতেন।

৫.প্রশ্ন: বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন?
উত্তর: বিখ্যাত নবী হযরত শু'য়াইব (আঃ) ।

৬.প্রশ্ন: মূসা (আঃ) তার স্ত্রীর মোহরানা বাবদ কত বছর শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন?
উত্তর: মূসা (আঃ) তার স্ত্রীর মোহরানা বাবদ দশ বছর শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন ।

৭.প্রশ্ন: দশ বছরে মূসা (আঃ) কয়টি পুত্র সন্তানের পিতা হন?
উত্তর: দু'টি পুত্র সন্তানের পিতা হন।

৮.প্রশ্ন: সর্বাধিক দূরদর্শী ব্যক্তি কতজন ছিলেন ও কে কে?
উত্তর: তিনজন ১. ইউসুফকে ক্রয়কারী মিশরের আযীয, ২. মূসার স্ত্রী, ৩. আবু বকর সিদ্দীক।

৯.প্রশ্ন: আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে কয়টি নিদর্শন দিয়েছিলেন?
উত্তর: মূসা (আঃ) কে নয়টি নিদর্শন দিয়েছিলেন।

১০.প্রশ্ন: কয়টি মু'জিযা নিয়ে শুরুতে ফেরাঊনের নিকটে গিয়েছিলেন? উত্তর: দু'টি মু'জিযা।

১১.প্রশ্ন: কখন মূসা (আঃ) ফেরাঊনের পুত্র হিসাবে তার গৃহে শান-শওকতের মধ্যে বড় হতে থাকেন ?
উত্তর : দুধ পানের মেয়াদ শেষে।

১২.প্রশ্ন : আল্লাহ্র রহমতে কার উপর স্নেহ ছিল মূসা (আঃ) জন্য সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী রক্ষাকবচ?
উত্তর: ফেরাঊনের স্ত্রী আছিয়ার।

১৩.প্রশ্ন : পুরা মিসরীয় সমাজ কার একচ্ছত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে কঠোরভাবে শাসিত হত?
উত্তর : ফেরাউনের অধীনে শাসিত হত।

১৪.প্রশ্ন : কার অন্তর মযলূমদের প্রতি করুণায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো ? উত্তর: মূসা (আঃ)-এর।

১৫. প্রশ্ন: কোন নবীর জন্মের পর থেকে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে ছিলেন? উত্তর: হযরত মূসা (আঃ)।

১৬.প্রশ্ন: নবুঅত লাভের পূর্বে তাঁর পরীক্ষা কয়টি ছিল?
উত্তর: তিনটি ।

১৭.প্রশ্ন: মূসা (আঃ) নীল নদীতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর কে কার হুকুমে সেই সিন্দুকটিকে অনুসরণ করে নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগল কোন সূরার কত নং আয়াত?
উত্তর: মূসা (আঃ)-এর বড় বোন তার মায়ের হুকুমে সিন্দুকটিকে অনুসরণ করে নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগল, সুরার ক্বাছাছ ১১ ও ত্বোয়াহা ৪০ নং আয়াত।

১৮.প্রশ্ন: ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে কে কাকে বলল এ শিশুটি আমার তোমার নয়নমনি?
উত্তর: ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া তার স্বামীকে বললেন এ শিশুটি আমার তোমার নয়নমনি।

১৯.প্রশ্ন: মূসা (আঃ) কার দুধ গ্রহণ করলেন ?
উত্তর: মূসা (আঃ) খুশী মনে তার মায়ের দুধ গ্রহণ করলেন।

২০.প্রশ্ন: মূসা (আঃ)-কে কার কোলে ফিরিয়ে দিলেন?
উত্তর: মূসা (আঃ)-কে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন।

২১.প্রশ্ন: মুসা (আঃ) মোহরানার চুক্তির মেয়াদ শেষে কোথায় ও কি লাভ করেন?
উত্তর: মিসর অভিমুখে যাত্রা ও নবুঅত লাভ করেন।

২২.প্রশ্ন: মুসা (আঃ) কয়টি দোয়া করেছিলেন?
উত্তর: পাঁচটি।

২৩.প্রশ্ন: দুনিয়াতে আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য হয়েছিল কোন নবীর? উত্তর: হযরত মুসা (আঃ)-এর।

২৪.প্রশ্ন: কে কালীমুল্লাহ? উত্তর: হযরত মুসা (আঃ)।

২৫.প্রশ্ন: ফেরাঊন ও তার সভাসদবর্গকে আল্লাহ কী নামে আখ্যায়িত করেছেন? উত্তর: ফাসেক বা পাপাচারী।

২৬.প্রশ্ন: ফেরাঊন কাদের উপরে নিপীড়ন করত?
উত্তর: বনু ঈসরাঈলদের উপরে।

২৭.প্রশ্ন: মুসা (আঃ) কে কোন ব্যক্তি কাফের বলেছিল?
উত্তর: ফেরাঊন।

২৮.প্রশ্ন: মু'জেযা এর শাব্দিক অর্থ কী?
উত্তর: মানুষের বুদ্ধিকে অক্ষমকারী।

২৯.প্রশ্ন: মু'জেযা কাদের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়? উত্তর: নবীগণের মাধ্যমে।

৩০.প্রশ্ন: জাদুতে মানুষের কী ঘটে?
উত্তর: সাময়িক বুদ্ধি বিভ্রাট।

৩১.প্রশ্ন: সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে কোথায় তৎকালীন পৃথিবীর কোন শহর জাদু বিদ্যায় শীর্ষস্থান লাভ করে?
উত্তর: ইরাকের বাবেল নগরী।

৩২.প্রশ্ন: ফেরাঊনের মোট কয়টি কুটচাল ছিল?
উত্তর: ছয়টি।

৩৩.প্রশ্ন: জাদুকররা তাদের রশি ও লাঠি সমূহ নিক্ষেপ করার সময় কী বলেছিল?
উত্তর: ফেরাঊনের মর্যাদার শপথ! আমরা বিজয়ী হব।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১.প্রশ্ন : বর্তমানে মন্ত্রীসভায় রেলমন্ত্রী কে?
উত্তর : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (সুজন)।
২.প্রশ্ন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (DUCSU) সভাপতি কে?
উত্তর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহোদয়।
৩.প্রশ্ন : নিউমোনিয়া ঝুঁকিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান?
উত্তর : পঞ্চম।
৪. প্রশ্ন : গম আমদানীতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান?
উত্তর : পঞ্চম।
৫.প্রশ্ন : ছাগলের দুধ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ কততম?
উত্তর : দ্বিতীয়।
৬. প্রশ্ন : গবাদিপশু উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ কততম?
উত্তর : ১২তম।
৭.প্রশ্ন : পঞ্চম কৃষি শুমারী কখন শুরু হবে?
উত্তর : ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে।
৮.প্রশ্ন : বিশ্বে মৌসুমী ফল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম? উত্তর : দশম।
৯.প্রশ্ন : বিশ্বে পেয়ারা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : অষ্টম।
১০.প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশ চা বোর্ডের নিবন্ধিত চা বাগানের সংখ্যা কতটি? উত্তর : ১৬৬টি।
১১.প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগে মোট জনবল কত?
উত্তর : ২ লাখ ১১ হাজার।
১২.প্রশ্ন : ২০১৮ সাল শেষে প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যের হার কত? উত্তর :২১.৮% ।
১৩.প্রশ্ন: ২০১৮ সাল শেষে প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী দেশে অতি দারিদ্র্যের হার কত? উত্তর :১১.৩%।
১৪.প্রশ্ন: বিশ্বে কাঁঠাল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : দ্বিতীয়।
১৫. প্রশ্ন : বিশ্বে আম উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : সপ্তম।
১৬.প্রশ্ন : বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : ৪১ তম।
১৭.প্রশ্ন : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু বিদেশী ঋণের পরিমান কত? উত্তর : ২০৪.৮৫ মার্কিন ডলার ।
১৮. প্রশ্ন: দেশে নকল বা অবৈধ মোবাইল ফোন শনাক্ত করতে কি চালু করা হয়?
উত্তর: IMEI (International Mobile Equipment Identity) ডাটাবেজ চালু করা হয়।
১৯. প্রশ্ন: একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন কে? উত্তর: রাষ্ট্রপতি মো: আব্দুল হামিদ।
২০. প্রশ্ন: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত কত জন সংসদ সদস্য শপথ গ্রহণ করেন? উত্তর: ২৮৯ জন।
২১. প্রশ্ন: কাযী পেয়ারার উদ্ভাবক কে?
উত্তর: ড. কাযী এম. বদরুদ্দোজা ।
২২. 'রঙিন বুট্টা'র জাত উদ্ভাবনের ঘোষণা দেন কে?
উত্তর: বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক ড. আবেদ চৌধুরী।
২৩.প্রশ্ন: দর্শকদের জন্য সম্প্রতি উন্মুক্ত করা হয় কোন জাদুঘর?
উত্তর: এশিয়াটিক সোসাইটির 'ঐতিহ্য' জাদুঘর।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১.প্রশ্ন: সাম্প্রতিক কোন কোন দেশ (UNESCO)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল।
২.প্রশ্ন: মেসিডোনিয়ার নতুন রাষ্ট্রীয় নাম কি?
উত্তর : উত্তর মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্র।
৩.প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রথম মুসলিম বিচারপতি কে? উত্তর : হালিম ধানিদিনা।
৪.প্রশ্ন: স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচিত মুসলিম মেয়র কে?
উত্তর : ফিরহাদ হাকিম।
৫.প্রশ্ন: জাপানের সম্রাট কবে সিংহাসন ত্যাগ করবেন?
উত্তর : ৩০ এপ্রিল, ২০১৯।
৬. প্রশ্ন: চাঁদের অদেখা অংশে প্রথম বারের মতো অবতরণ করে কোন সংস্থা? উত্তর: চীনের রোবটযান.Change'e-4।
৭. প্রশ্ন: সম্প্রতি মালয়েশিয়ার কোন রাজা পদত্যাগের ঘোষণা দেন? উত্তর: পঞ্চম সুলতান মুহাম্মাদ।
৮. প্রশ্ন: SMS'-এর মাধ্যমে নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদন হওয়ার বিষয়ে নতুন আইন জারী করেন কোন দেশ?
উত্তর: সঊদী আরব।
৯. প্রশ্ন: মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন বছরের বেশী সময় আগে পদত্যাগের ঘোষণা দেন বিশ্বব্যাংকের কোন প্রেসিডেন্ট?
উত্তর: জিম ইয়াং কিম।
১০. প্রশ্ন: দ্বিতীয় মেয়াদে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন কে? উত্তর: নিকোলাস মাদুরো।
১১.প্রশ্ন: রোহিঙ্গা পরিস্থিতি দেখতে ৬ দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন কে?
উত্তর: মিয়ানমারের মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত ইয়াংহি লি।
১২. প্রশ্ন: প্রথমবারের মতো চারদিনের সফরে ঢাকায় আসেন কোন প্রেসিডেন্ট?
উত্তর: কোরীয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার প্রেসিডেন্ট লি মি-খ্যাং।
১৩. প্রশ্ন: মালয়েশিয়ার নতুন রাজা নির্বাচিত হন কে?
উত্তর: টেংকু আব্দুল্লাহ সুলতান আহমাদ শাহ।
১৪. প্রশ্ন : বিশ্বের সর্বনিম্ন অর্থনীতির দেশ কোনটি?
উত্তর : টুভ্যালু।
১৫.প্রশ্ন : বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ কোনটি? উত্তর :যুক্তরাষ্ট।
১৬.প্রশ্ন :৪৫তম G7 সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ?
উত্তর : ফ্রান্সে ।
১৭.প্রশ্ন :বিশ্বের প্রথম কোয়ান্টাম কম্পিউটারের নাম কি?
উত্তর : IBM Q System One।
১৮.প্রশ্ন: বিশ্বে কাঁঠাল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত ।
১৯.প্রশ্ন: আকাশপথে সাশ্রয়ী ভ্রমনের জনক কে ?
উত্তর : জন সি বগল।
২০. প্রশ্ন : ২০১৯ সালে 'ইসলাম ধর্মে বিশেষ অবদানের' জন্য 'বাদশা ফায়সাল আর্ন্তজাতিক পুরস্কার' কোন দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় পায়?
উত্তর : International University of Africa (সুদান)